কাশ্মীরী উপকথা

(প্রথম স্তবক)

"শুশ্রূষা" "বঙ্গের উপকথা" "অনার্য্যের উপকথা"
"মজার ছবি" "খোকার হাসি" প্রভৃতির গ্রন্থকার

শ্রীশ্যামাচরণ দে লিখিত।

কলিকাতা ;
সিটিবুক সোসাইটী,
৬৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট।
১৩২২।

[মূল্য বার আনা মাত্র।
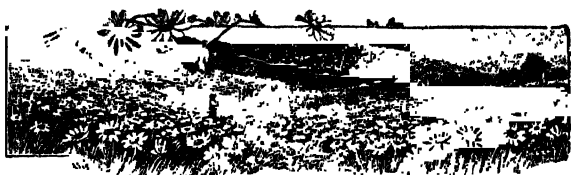
গ্রন্থকারের নিবেদন

'ভূস্বর্গ' কাশ্মীর, প্রকৃতির রম্য-কানন। ইহা যেমন নিসর্গ-সুন্দরীর লীলা-নিকেতন, তেমনি উহার অনন্যদুর্লভ স্বাস্থ্যকর জলবায়ু সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে যে তথায় লইয়া গেলে 'কাবাবের পাখীরও জীবন-সঞ্চার হয়'। আবার সুরসাল কাশ্মীরী মেওয়া সুস্থ-সবল এবং রোগ জীর্ণ উভয়েরই তুল্য মুখরোচক। শ্রীঐশ্বর্য্য সম্পন্ন কাশ্মীরের উপাদেয় উপকথাগুলিও অতিশয় চিত্তাকর্ষক, এবং শিশু-কল্পনার পরিপোষক।

বিবিধ রসের আকর কাশ্মীরের প্রচলিত দ্বাদশটি গল্প অবলম্বনে এই কাশ্মীরী উপকথার প্রথম স্তবক রচিত হইল। ইহার গল্পগুলি সুকুমার-মতি বালকবালিকাদিগের চিত্তরঞ্জনের উপযোগী করিয়া লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে ইহা পাঠকবর্গের প্রীতিপ্রদ হইলে হইার অপর স্তবক প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

কলিকাতা;
মে, ১৯১৫। } গ্রন্থকার
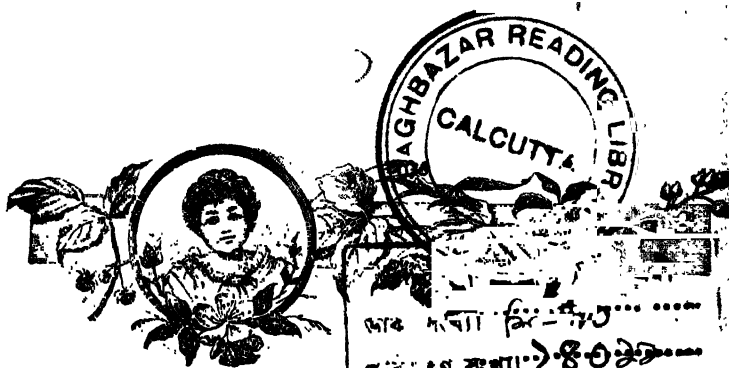
কাশ্মীরী উপকথা।

নাগরায় ও হিমল।

নাম ছিল তার সোধারাম। ব্রাহ্মণ বড়ই গরিব। থাকবার মধ্যে ছিল তার অতি জীর্ণ শীর্ণ একখানা কুঁড়ে, আর ছিল কুঁদুলে ডাকিনী শঙ্খিনী এক ব্রাহ্মণী। তার জ্বালায় বামুন বেচা-রার হাড় ভাজা ভাজা হ'ত। একদিন দু'পয়সা রোজগার কম হ'লে বামনী তাকে খেতে ত দিতই না, এমন কি ধরে ঠেঙ্গাতেও ছাড়ত না। বকুনির জ্বালায় অস্থির ত করতোই। বামুন অনেক সময় অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে স'য়ে থাকতো আর ভাবতো—"পরমেশ্বর যখন আমার ভাগ্যে এর বেশী ভাল জুটাননি তখন মাথা পেতে সব সহ্য করা ছাড়া আর উপায় কি আছে?" ব্রাহ্মণ যত নীরবে সব অত্যাচার সহ্য করে, ব্রাহ্মণী ততই আরও বাঘিনী মূর্ত্তি ধরে বসে। ব্রাহ্মণ একটা কথার জবাব দিলে ব্রাহ্মণী

গাঁক্ গাঁক্ করে চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করে আর বাপের বাড়ী চলে যাওয়ার ভয় দেখায়। অথচ বাপের দিকে সাতকুলে কেউ নাই।

প্রতিদিন এমন করে ব্রাহ্মণীর লাঞ্ছনা গঞ্জনা আর কত সয়? ব্রাহ্মণ তিক্ত বিরক্ত হয়ে একদিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে ঠিক করে ব্রাহ্মণীকে বল্লে—"ওগো, আমি শুনে এলুম হিন্দুস্থানের এক রাজা গরিব দুঃখীকে রোজ এক লাখ টাকা করে দান করেন। আমি সেই রাজার কাছে গিয়ে কিছু ভিক্ষা নিয়ে আসব ভেবেছি। তুমি কি বল?" শুনে ব্রাহ্মণী মনে মনে ভাবলো এবারে তাহ'লে দুগাছা রূপার পৈঁছা গড়াব। ব্রাহ্মণকে বল্লে—"তা যাও, কি আর করবে? দেখো যেন বেশী দেরী না হয়, তুমি গেলে আমি থাক্‌বো কি করে?" এই বলে টিপে টিপে চোখে দু'ফোঁটা জল আনবার চেষ্টা করলো। শুনে ব্রাহ্মণ মনে মনে বল্লে—"আঃ মরণ, তোমার সোহাগ পেতে যেন আমাকে আর ঘরে ফিরতে না হয়।"

পরদিন ভোরবেলা ব্রাহ্মণ বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো। সারাদিন ধরে পথ চলতে লাগলো, কোথাও একটু বিশ্রামও করলো না। ক্রমাগত হেঁটে হেঁটে সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক বনের ধারে এসে উপস্থিত হ'ল। সেখানে এসে দেখে যে পাহাড়ের ঢালুর নীচে একটী অতি সুন্দর ঝরণা রয়েছে। তার জল রূপার মত ঝক্ ঝক্ করছে। আহা কি হিম-শীতল-জল, আর খেতে কি সুস্বাদ সে কি আর বলব। ব্রাহ্মণ তার পুঁটুলিটী রেখে একটু বিশ্রাম করে হাত, পা ধুয়ে কিছু খেয়ে নিল। তার পর পুঁটুলিটী মাথায় দিয়ে একটা গাছ তলায় শুয়ে পড়লো। সারাদিনের পরিশ্রমের পর ব্রাহ্মণ শোবা মাত্র ঘুমিয়ে গেল।

ব্রাহ্মণ অঘোরে ঘুমাচ্ছে এমন সময় ঝরণা থেকে একটা ছোট সাপ এসে তার পুঁটুলির ভিতর ঢুকে গেল। খর্ খর্ শব্দে হঠাৎ বামুন জেগে উঠলো। উঠেই চেয়ে দেখে যে পুঁটুলিটার ভিতর একটা সাপ ঢুকলো। তখন লাফিয়ে উঠে বামুন তাড়াতাড়ি পুঁটুলিটা বন্ধ করে ভাবলো বাড়ী ফিরে গিয়ে ব্রাহ্মণীকে সাপসুদ্ধ উহা ধরে দিবে। ব্রাহ্মণী যাই আস্তেব্যস্তে পুঁটুলি খুলতে যাবে সাপটা অমনি বেরিয়েই তাকে ফোঁস্ করে কামড়ে দিবে। তা হলেই ব্রাহ্মণীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে। এই ভেবে পুঁটুলিটা লাঠির আগায় বেঁধে বাড়ী ফিরে চল্‌লো।

বাড়ী ঢুকেই ব্রাহ্মণ বল্লে—"ওগো, কোথায় আছ? আমি ত তোমায় ছেড়ে আর থাকৃতে পারলুম না। এই দেখ তোমার জন্য কি নিয়ে এসেছি।" ব্রাহ্মণী তখন ছুটে এসে বল্লে—"কি গো! কি এনেছ, দেখি, দেখি? ও কি? শীগ্‌গির খুলে দেখাও না?" ব্রাহ্মণ বল্লে—"সাবধান এখানে খুলোনা। একেবারে ঘরের ভিতর গিয়ে ছুয়োর বন্ধ করে তবে খোল।" ব্রাহ্মণী তখন একলাফে পুঁটুলিটা তুলে নিয়ে ঘরের ভিতর গেল আর বামুন কপাট ভেজিয়ে বার থেকে দরজা আগ্‌লে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যাই ব্রাহ্মণী পুঁটুলিটা খুলেছে অম্‌নি আলো পেয়ে সাপটা সড়্ সড়্ করে ঠেলে বের হ'তে লাগলো। তখন ভয়ে পুঁটুলিটা ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—"ও—মা-গো, আমায় খেলে গো!" বলে ব্রাহ্মণী চোক কপালে তুলে পরাণবিট্‌কেল চেঁচাতে লাগলো। বাম্‌নীর চীৎকার শুনে বামুন আরও শক্ত করে দরজা চেপে রইল।

ব্রাহ্মণীর খানিকক্ষণ চেঁচাবার পর হঠাৎ দেখে একি? চাঁদের আলোতে যে ঘর ভরে গেল! বাম্‌নী তখন অবাক হ'য়ে তাকিয়ে

থেকে দেখে যে সেই আলোর ভিতর একটী সোণার চাঁদ ছেলে দাঁড়িয়ে! আহা! কি তার গড়ন, আর কি তার বরণ! বাম্‌নীর তখন আনন্দ দেখে কে? "ওগো শীগগির দেখবে এস," বলে বার বার চীৎকার করে বামুনকে ডাকৃতে লাগলো। বামুন মনে মনে বল্লে—"হাঁ, দেখব বই কি? তোকেই থাক্. আমায় আর সাপের মুখে গিয়ে কাজ নেই।" মুখে বল্লে—"তুমিই দেখ, আমি আর কি দেখ্‌ব?" তারপর যখন বামনীর স্বরে বুঝ্‌তে পার্‌লো যে তার ভারি আহ্লাদ হয়েছে তখন ব্যাপার খানা কি দেখবার জন্য কপাট একটু ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখে যে একটী অতি সুন্দর ছেলে ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে। বামুনও দেখে অবাক হয়ে গেল, আর মনে মনে ভাব্‌লো যে তাহ'লে সাপ ভেবে দেবতার দান এই ছেলেকেই সে বেঁধে এনেছে। বামুনের তখন আর আনন্দ ধরে না।

সেইদিন থেকে বামুন আর বাম্‌নীতে খুব ভাব হ'ল। তাদের আর টাকা পয়সারও কোনও অভাব রইল না। এতদিনে দুঃখের দিন অবসান হ'ল। তার দেবদত্ত ছেলেও দিন দিন শশী কলার মত বাড়তে লাগ্‌লো। ছেলের নাম রাখা হ'ল "নাগরায়।" যেমন রূপ তেম্‌নি তার গুণ! দু'বছরের ছেলের যে বুদ্ধি দশ বছরের ছেলেও তার কাছে হার মেনে যায়। দেখ্‌তে না দেখ্‌তে সে সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হ'য়ে উঠ্‌লো।

সাত বৎসর পুর্ণ হ'তেই একদিন নাগরায় বামুনকে বল্লে—"বাবা, আমি একটা নির্ম্মল ঝর্‌ণায় নাইতে চাই। এমন ঝরণা কোথাও আছে কি? নির্ম্মল ঝরণা না হ'লে কিন্তু আমি অপবিত্র হয়ে যাব।"

ব্রাহ্মণ তখন ভেবে ভেবে ব'ল্লে—"হঁা ঠিক, রাজকন্যার বাগানে একটী ঝর্ণা আছে সেইটিই একমাত্র নির্দ্দোষ। কিন্তু সে বাগানের চারিদিক এমন উঁচু পাঁচীল দিয়ে ঘেরা যে তাকে ডিঙ্গিয়ে ঢোকে কার সাধ্য ?"

শুনে নাগরায় বল্লে—"আচ্ছা, একবার আমায় দেখিয়ে দাও সেটা কোথায়, তাহ'লেই আমি সেথায় যেতে পারব।" বামুন বল্লে —"সর্ব্বনাশ! তুমি সেখানে কি করে যাবে ? একবার বাগানের ভিতর দেখ্‌লেই রাজার শাস্ত্রি তৎক্ষণাৎ আমাদের দু'জনকেই মেরে ফেল্‌বে।" নাগরায় তখন বামুনকে অনেক করে বুঝালো যে তার দেব অংশে জন্ম আর কেউ কখনও তার অনিষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না।

বামুন তখন নাগরায়কে নিয়ে সেই বাগানের পাশে গেল। নাগরায় যখন দেখ্‌তে পেল যে সেটা এমন উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা যে তার উপর দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তখন পাঁচীলের কোথাও ছেঁদা আছে কিনা খুঁজ্‌তে লাগলো। তার পর জল নিকাশের একটা ছেঁদা দেখ্‌তে পেয়ে সাপের মূর্ত্তি ধরে বাগানের ভিতর ঢুকে পড়্‌ল। সেখানে ঝরণার অতি নির্ম্মল জল দেখে তার বড় আনন্দ হ'ল। তখন আবার সেই বালকের মূর্ত্তি ধরে ঝরণায় নাইতে লাগলো।

রাজকন্যা তখন বাগানের একধারে বসে সখীদের সঙ্গে গল্প কর্‌ছিলেন। হঠাৎ জলের ঝাপ্‌টার শব্দ শুনে চম্‌কে উঠলেন। কিসের শব্দ হচ্ছে জানবার জন্য তখনই একজন সখীকে ঝরণার কাছে গিয়ে দেখে আস্‌তে পাঠালেন। সে যখন ঝরণার কাছে এল, তখন নাগরায় সাপের মূর্ত্তি ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সখী ফিরে এসে রাজকন্যাকে বল্লে যে সে কিছুই দেখ্‌তে পেল না।

কয়েকদিন পরে নাগরায় আবার ঠিক তেমনি করে রাজকন্যার বাগানের ভিতর ঢুকে গা ধু'তে লাগলো। রাজকন্যা হিমল সে দিনও সখীদের নিয়ে বাগানে গল্প করছিলেন এমন সময় জলের শব্দ তাঁর কাণে গেল। তখন সখীদের বল্লেন,—"কার এমন দুঃসাহস যে আমার বাগানের ভিতর ঢুকে ঝরণার জলে স্নান করে? এখনই গিয়ে দেখ এমন কাজ কে কর্ছে।" রাজকন্যার সখী সেদিনও তাড়াতাড়ি ছুটে এসে কাউকে দেখ্তে পেল না। কারণ নাগরায় টের পেয়ে আগেই সাপের মূর্ত্তি ধরে পালিয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয়বারে যখন নাগরায় সেই ঝর্ণায় স্নান কর্তে গেল, রাজকন্যা সেদিনও তখন বাগানে ছিলেন। সে দিন স্পষ্ট দেখ্তে পেলেন যে একটী দিব্যকান্তি ছেলে জলে গা ধুচ্ছে। তাকে দেখেই রাজকন্যা তার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। এমন সুন্দর মূর্ত্তি পূর্ব্বে তিনি কখনও চোখে দেখেন নি। যখন দেখ্লেন যে সেই ছেলে সাপের মূর্ত্তি ধরে বাগান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন সে কোথায় যায় দেখবার জন্য তার একজন সখীকে সেই সাপের পিছন পিছন গিয়ে দেখে আসতে বল্লেন।

সখী ফিরে গিয়ে রাজকন্যাকে বল্লে—"সাপটা বাগান থেকে বের হয়েই একটী বালকের রূপ ধরে সোধারাম নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে ঢুক্লো। আমার মনে হয় সে সেই ব্রাহ্মণেরই ছেলে।" শুনে রাজকন্যা মনে মনে ভাব্লেন—"এর উচ্চ কুলে জন্ম আর বয়সও ঠিক আমারই সমান হবে। রূপ দেখে ত আমার মন পাগল হয়েছে। আমি মাকে গিয়ে এখনই সব কথা খুলে বলি, তাহ'লে নিশ্চয়ই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।" রাজকন্যা এই ভেবে তৎক্ষণাৎ রাণীর কাছে গিয়ে সব বল্লেন।

রাণী মেয়ের কথা শুনে মহা ভাবনায় পড়্লেন। কি আর করেন, রাজাকে গিয়ে বল্লেন—"মহারাজ, যত শীঘ্র পার রাজকন্যার বিয়ে দাও।" পরদিন রাজা কন্যাকে ডেকে বল্লেন—"ওগো নয়নমণি মা আমার, বুক জুড়ান ধন, অবিলম্বে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হবে। কত রাজপুত্র তোমাকে জীবনসঙ্গিনী করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। কোন্ রাজপুত্রের সঙ্গে তোমার বিবাহ ঠিক করব খুলে বল, আমি এখনই বিবাহের আয়োজন কর্‌ছি।"

পিতার স্নেহপূর্ণ কথা শুনে হিমল বল্লেন—"বাবা, আমি একজন অতি সুপুরুষ ব্রাহ্মণকুমারকে দেখেছি, তার বাপের নাম সোধারাম। তার সঙ্গে আমার বিয়ে হয় এই আমার একান্ত মিনতি।" রাজা এই কথা শুনে রাগে গর্ গর্ কর্‌তে কর্‌তে বল্লেন— "বোকা মেয়ে, তুমি কি জান না যে কি অন্যায় কথা বল্‌ছ? সোধারাম একজন সামান্য ব্রাহ্মণ, তার ছেলের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিয়ে কূলে কলঙ্ক আন্‌ব কি করে? এ কখনই হ'তে পারে না। আমি তোমার পাত্র ঠিক কর্‌ছি। ধনে মানে সব চাইতে যে বড় সেই রাজপুত্রের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ ঠিক কর্‌ব।"

এই কথা শুনে হিমল বল্লেন—"না বাবা তা কখনই হবে না। যা আমি বলে ফেলেছি সে কথা রাখ্‌তেই হবে। সোধারাম গরিব কি ধনী তাতে কিছু আসে যায় না। আমি তার ছেলেকেই মনে মনে পতি বলে বরণ করেছি। আমি অন্য কথা কি করে মুখে আন্‌ব?"

এ কথায় রাজার আরও ভয়ানক রাগ হ'ল। মনে মনে ভাব্‌লেন এ মেয়েটার নিশ্চয়ই মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে। তারপর দুজনে অনেক কথা হ'ল, রাজা কত বোঝালেন, কত রাগ কর্‌লেন,

কত আদর করলেন, কিছুতেই কিছু হ'ল না। হিমলের এক বুলি—"আমি সোধারামের ছেলেকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।"

পরদিন রাজা সোধারামকে ডেকে পাঠালেন। রাজার হুকুম শুনেই বামুনের ত চক্ষুস্থির! ভাব্‌লে—"নাজানি আজ অদৃষ্টে কি আছে। আমার ছেলে যে রাজকন্যার বাগানে যেত এ কথা হয় ত রাজার কাণে উঠেছে! আমায় ডেকে নিয়ে কি করবে?" এই সব সাত পাঁচ ভেবে বামুনের মুখ শুকিয়ে গেল। সোধারামকে যখন রাজার কাছে নিয়ে গেল তখন তার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ কর্‌তে লাগলো।

রাজা সোধারামকে দেখে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মনে মনে ভাব্‌লেন—"হায়! হায়! মেয়েটা কি ক্ষ্যাপাই ক্ষেপেছে! কি লোকের ছেলেকেই মনন করে বসে আছে। আমি মন্ত্রিকেই বা একথা কি করে বলি? আর এই গরিব ব্রাহ্মণের কাছেই বা কি করে রাজকন্যার বিয়ের প্রস্তাব করি? লোকে শুনে যে হাস্‌বে আর আমাকেই বা কি বোকা মনে করবে! আমি এখন করি কি?" রাজার মনে এই সকল কথা তোলপাড় কর্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু কি করেন, উপায় নাই। মেয়ে যে তা না হ'লে আহার নিদ্রা ত্যাগ করবে, তাই বা চোখের সাম্‌নে দেখ্‌বেন কি করে।

একটু সাম্‌লে নিয়ে রাজা সোধারামকে বল্লেন—"ওহে ব্রাহ্মণ, শুন্‌তে পেলাম তোমার নাকি এক অতি বুদ্ধিমান ও কার্ত্তিকতুল্য ছেলে আছে। তুমি কি রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে দিতে রাজি আছ?" ব্রাহ্মণ হাত জোড় করে বল্লে—"মহারাজ! আপনার মত গুণী জ্ঞানী, মহৎ আর কে আছে? আপনার এই গরিব প্রজার উপর যে এই আদেশ হয়েছে এর চাইতে পরম সৌভাগ্য আমার আর কি হ'তে পারে? মহারাজের জয় হউক!"

তারপর দৈবজ্ঞ ডেকে বিবাহের দিন স্থির করা হ'ল। বামুন তখন বাড়ী ফিরে চল্‌লো। যেতে যেতে ভাব্‌তে লাগ্‌লো—"রাজার সঙ্গে ক্রিয়াকর্ম্ম কর্‌তে হবে। বরযাত্রের আয়োজনই বা কি দিয়ে হবে? রাজার ত অপার দয়া, এদিকে আমার যে মরণ! এত টাকা আমি কোথায় পাই?" ভাবনায় তখন ব্রাহ্মণের মুখ শুকিয়ে গেল। বাড়ী ফিরে ব্রাহ্মণীকে ও ছেলেকে সব খবর বল্লে, সঙ্গে সঙ্গে তার মহা ভাবনার কথাও বল্লে। শুনে ছেলে বল্লে—"কোনও ভয় নেই, তুমি একবার গিয়ে রাজাকে জিজ্ঞাসা করে এস, আমি কি সাদাসিদে ভাবে যাব না খুব জাঁকজমক করে যাব। এ সম্বন্ধে রাজার কি অভিপ্রায়, তুমি কেবল এই জেনে এস।" এই কথা শুনে সোধারাম বল্লে—"ও বেটা, তুই কি রাজার হাতে আমার গর্দ্দান দিতে চাস? আমার এমন কি আছে যে রাজার উপযুক্ত বরযাত্র নিয়ে যেতে পারি?" ছেলে বল্লে—"তুমি অত ভাব্‌ছ কেন? আমি আগেই ত তোমায় বলেছি তোমার কোনও ভাব্‌না নেই। আমার অফুরন্ত ভাণ্ডার, তুমি কোনও চিন্তা করোনা।"

বিয়ের দিন ভোর না হ'তে রাজবাড়ীতে নহবৎ বেজে উঠ্‌লো। সমস্ত সহর আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ হ'ল। লোকজনে রাজপুরী গম্ গম্ কর্‌তে লাগলো। কত রং বেরংএর পোষাক পরে ছেলের দল ছুটোছুটী কর্‌তে লাগ্‌লো। গান বাজ্‌নায় চারিদিক পূর্ণ হ'ল। দেশ বিদেশের নিমন্ত্রিত রাজাদের অভ্যর্থনার নানা আয়োজন হ'তে লাগলো। আর রাজবাড়ীতে যে মহাভোজের আয়োজন হয়েছে সে কথা শুনে ব্রাহ্মণের জিভের জল রাখা দায় হ'ল।

ব্রাহ্মণের বাড়ীতে কিন্তু সব একবারে চুপচাপ। সাড়া নাই,

শব্দ নাই, আয়োজনের নাম গন্ধ নাই! নাগরায় তাকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাকৃতে বলেছে, কিন্তু ভাবনায়, আতঙ্কে সোধারামের মুখটী শুকিয়ে গেছে, সে চুপটী করে বসে আছে। সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছে, বরযাত্র বের হ'বার আর বেশী দেরি নাই এমন সময় নাগরায় এসে সোধারামকে বল্লে—"বাবা, এইবার আমার ঐশ্বর্য্য দেখ্‌বে এস।" এই বলে সে একখানা চিঠি লিখে সোধারামের হাতে দিয়ে বল্লে—"তুমি এই চিঠিখানা নিয়ে একটা ঝরণার মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে এস।" সোধারাম তখন তাই কর্‌ল।

বাড়ী ফির্‌তে না ফির্‌তে পথে ঢাক ঢোল সানাইএর বাজ্‌নায় বামুনের কাণে তালা লেগে গেল। সে তখন পিছনে তাকিয়ে দেখে যে চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে জমকাল পোষাক পরা কাতারে কাতারে সব পদাতি সেনার দল, কত বিচিত্র কারুকার্য্যময় শল্‌মাচুম্‌কীর ঝালরে ঢাকা আরবী ঘোড়ার উপর সব অশ্বারোহী সৈন্য, কত সোণারূপা হীরা জহরতে পূর্ণ সোণার হাওদাপৃষ্ঠে সুবিশাল হস্তীশ্রেণী, আর কোথা হ'তে এক মহাসুগন্ধে চারিদিক ভরপুর হয়ে গেল। এ সকল দেখে সোধারামের একেবারে তাক লেগে গেল। সে মনে মনে ভাব্‌লো কোন বিদেশী পরাক্রান্ত রাজা বুঝি এ দেশের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে আসছে। কিন্তু পরে যখন জান্‌তে পার্‌লো যে এ সকল সৈন্য সামন্ত, মহা ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার, তার পুত্রের জন্যই এসেছে, তখন আর তার বিস্ময়ের সীমা রইল না।

যখন বরযাত্রীর দল রাজবাড়ীর কাছে এল, তখন রাজা ত প্রথমে ভাব্‌তেই পারেন নি যে এই সেই সোধারামের ছেলে, রাজ-কন্যাকে বিয়ে কর্‌তে আস্‌ছে। তিনি ওসব জাঁকজমক দেখে মনে কর্‌লেন যে নিশ্চয়ই কোন রাজপুত্র বা কিন্নর আস্‌ছে। তারপর

যখন নাগরায় ঘরে এলেন তখন হিমল সেগুলি তাড়াতাড়ি
তাঁকে দেখাতে লাগলেন। ১১ পৃষ্ঠা।

Bijoya Press, Calcutta.

যখন দেখ্‌লেন যে সাত রাজার ঐশ্বর্য্য নিয়ে বাস্তবিকই সোধারামের ছেলে এসে উপস্থিত, তখন রাজা একেবারে অবাক হ'য়ে গেলেন। তখন আর তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। কত ধূমধামে যে রাজকন্যার সঙ্গে নাগরায়ের বিয়ে হয়ে গেল সে আর কি বল্‌ব?

রাজকন্যার জন্য রাজা এক পুরী নির্ম্মাণ করে দিয়েছেন। নাগরায় সেখানে রাজকন্যাকে নিয়ে থাকেন। কত সুখেই না তাঁদের দিন কাট্‌ছে। এখন, হিমল ছাড়া নাগরায়ের আরও অনেক স্ত্রী ছিল, তারা সব নাগকন্যা। যখন তারা দেখ্‌তে পেল যে কত কাল কেটে গেছে তবু নাগরায়ের দেখা নাই, তখন তারা তাদের পতিকে ফিরিয়ে আন্‌বার এক মতলব ঠিক কর্‌লো। তাদের মধ্যে একজন যাদুকরীর রূপ ধরে কতকগুলি কাচের বাসনপত্র সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে হাজির হ'ল। সেই কাচের বাসনগুলির এম্‌নি গুণ ছিল যে সেগুলি একবার নাগরায়ের চোখে পড়্‌লেই তার তখন অপর সব স্ত্রীদের কথা মনে পড়্‌বে, আর তাদের কাছে যাওয়ার জন্যও তার মন আন্‌চান্‌ কর্‌বে।

যাদুকরী তখন নাগরায়ের পুরীর কাছে গিয়ে সুযোগ খুঁজ্‌তে লাগ্‌লো। একদিন হিমলকে দেখ্‌তে পেয়ে তাঁর কাছে সব কাচের বাসনগুলি খুলে দেখাল। সেগুলি দেখে হিমলের ভারি পছন্দ হ'ল। তখন অতি সস্তাদরে তিনি কয়েকটা জিনিষ কিনে নিলেন। তারপর সন্ধ্যাকালে যখন নাগরায় ঘরে এলেন তখন হিমল সেগুলি তাড়াতাড়ি তাঁ'কে দেখাতে গেলেন। নাগরায় সেগুলি দেখেই তৎক্ষণাৎ ভেঙ্গে ফেল্‌তে হুকুম দিলেন আর তাঁকে সাবধান করে দিলেন যেন আর কখনও এসব জিনিষ না কিনেন। যাদুকরী নাগকন্যার তখন সকল আশা ভরসা শেষ হয়ে গেল। সে তখন নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

তারপর তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে আর এক নাগকন্যা মেথরাণীর রূপ ধরে হিমলের কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। তাঁকে গিয়ে বল্লে—"রাজ-কন্যা, আমি জাতিতে ঝাড়ুবরদার. আমার স্বামী নাগরায় আমাকে ফেলে চলে এসেছে। তুমি যদি তাকে দেখে থাক বা তার নাম শুনে থাক তাহ'লে আমায় একবারটী দয়া করে বলে দাও।" সে কথা শুনে রাজকন্যার খুব রাগ হ'ল। তিনি বল্লেন—"কি, যত বড় মুখ না তত বড় কথা? আমার স্বামী কি না একজন ঝাড়ুবরদার?"

মেথরাণী বল্লে—"সে কথা আমি জানি না। আমি আমার স্বামীকে চাই। যদি তা'র জাতের উপর তোমার সন্দেহ হয় তবে তাকে পরীক্ষা করে দেখতে পার। একটা ঝরণার জলে তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে বল। যদি সে তলিয়ে যায় তা হইলেই জানবে যে সে ঝাড়ুবরদার নয়।" এ কথা শুনেই হিমলের মন তোলপাড় করতে লাগ্‌লো। তিনি তখন তাড়াতাড়ি গিয়ে নাগরায়ের কাছে সব কথা বল্লেন আর তাঁকে ঝরণার জলে গিয়ে পড়বার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। নাগরায় সে কথা শুনে রাজকন্যাকে এই বলে বকতে লাগলেন—"আবার তুমি এই সব ছোট লোকদের কথায় কাণ দিচ্ছ? তুমি কার কাছে এ সব কথা শুনেছ আমি তা সব বুঝতে পেরেছি। তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্য এরা সব ষড়যন্ত্র করছে। খবরদার! তুমি আর কখনও এ সকল মানুষের কথায় কাণ দিও না।"

হিমল বল্লেন—"না গো না, আমি কি এ সব কথায় বিশ্বাস করি? তবে কেন মিছামিছি করে একটা দুর্ণাম রটাবে? তুমি একবার ঝরণায় গেলেই তো সকলে তোমার জাতের কথায় আর কোন সন্দেহ করতে পারবে না। তাই বলি একবারটী তুমি দেখাও না, সকলের সন্দেহ ভঞ্জন হয়ে যাক।" রাজকন্যা এই বলে বার বার

জেদ করতে লাগলেন। নাগরায় তাকে অনেক করে ভুলাতে চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না।

তখন তাঁরা দু'জনে রাজকন্যার বাগানের সেই ঝরণার কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। নাগরায়কে বাঁধবার জন্য সেই নাগকন্যারা চুপি চুপি গিয়ে জলের ভিতর দড়িদড়া ঠিক করে বসেছিল। তার পর যাই নাগরায় ঝরণায় নেমেছেন অমনি তারা তাড়াতাড়ি তাঁর পা বেঁধে ফেললো। নাগরায় তৎক্ষণাৎ টের পেয়ে রাজকন্যাকে সেকথা বল্লেন, কিন্তু তিনি তখন শেষ পর্য্যন্ত দেখবার জন্য জেদ করতে লাগলেন। পরে ক্রমে ক্রমে নাগরায়ের বুক, গলা, মুখ, নাক, চোখ, মাথা ডুবতে লাগলো তবুও রাজকন্যা তাঁকে তুলতে গেলেন না। তারপর যখন চুল ক'গাছা মাত্র ডুবতে বাকি আছে, তখন তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর চুলের মুঠো ধরে টানতে গেলেন। কিন্তু হায়! নাগরায় তখন একেবারে তলিয়ে গেলেন, কয়গাছা চুল মাত্র রাজকন্যার হাতের মুঠোয় রয়ে গেল।

নিজের দোষে হিমল তাঁর দেবতুল্য স্বামীকে হারিয়ে তখন হায় হায় করতে লাগলেন। বেচারী যখন নিরাশ হয়ে রাজবাড়ীতে ফিরে এলেন, তখন তাঁর সেখানে থাকা নিতান্ত অসহ্য হয়ে উঠ্‌লো। কি আর করেন, পথের ধারে এক প্রকাণ্ড অতিথশালা তৈরী করালেন। দীনদুঃখী অন্ধ আতুরের দুঃখ দূর করবার জন্য হিমল অকাতরে অর্থদান করতে লাগলেন। সেই অতিথশালায় প্রতিদিন শত শত কাঙ্গালী নাগরায়ের নামে ভিক্ষা নিতে আসতো আর হিমল দু'হাতে তা'দিগকে অন্নবস্ত্র বিতরণ করতেন।

এমনি করে দিনের পর দিন কাটতে লাগলো, অফুরন্ত দানে, দুঃখী কাঙ্গালীর অভাব মোচনে ও অন্ধ আতুরের সেবায় রাজকন্যার

ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার ক্রমে শূন্য হয়ে এল। এমন সময়ে একদিন একটী ছোট মেয়ে সঙ্গে করে একজন কাঙ্গালী এসে সেই অতিথশালায় আশ্রয় নিল। তাদের শ্রান্তক্লান্ত মলিন মুখ দেখে হিমলের প্রাণ কেঁদে উঠলো। তিনি তাদের দেখে বল্লেন—"বাছারা তোমরা ঘরে এস। আহা! তোমাদের দুঃখ দূর করতে পারি এমন যে আমার আর কিছুই নেই। এই সোনার হামামদিস্তাটী মাত্র সম্বল আছে এইটীই তোমাদের দিয়ে আমি জীবনলীলা শেষ করবো। আমার আর বেঁচে থাকবার সাধ নেই!"

ভিক্ষুক তখন হিমলকে ধন্যবাদ দিয়ে বল্লেন—"মা, তুমি চিরজীবিনী হও, তোমার দানের তুলনা নেই। তোমাকে দেখে আজ এক রাজ-পুত্রের কথা মনে হ'ল। আমি এই মা-মরা মেয়েটীকে নিয়ে এক মুঠো অন্নের জন্য চারিদিকে ঘুরে ফিরি, কত জায়গায় যে যাই তার অন্ত নেই। কাল আমরা সারা দিন ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার সময় এক জঙ্গলের পাশে গিয়ে হাজির হলুম। জঙ্গলের ভিতরে খানিক দূর গিয়েই দেখি সেখানে একটী অতি সুন্দর ঝরণা রয়েছে। আহা! তার জল যে কি শীতল আর খেতে কি সুস্বাদ তা আর কি বলব? এই সুন্দর ঝরণাটী দেখে আমরা তার পাশেই রাত কাটাব বলে ঠিক করলুম।

"আমরা তখন একটা গাছের ফোকরের ভিতর গিয়ে শুয়ে রইলুম। দুপুর রাতে একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে দেখি সেই ঝরণা থেকে দিব্বি এক রাজপুত্র বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে সৈন্য সামন্তের অবধি নেই। তাদের কলরবেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। তারপর চেয়ে দেখি যে সেখানে ধুমধাম করে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন হচ্ছে। যখন সব প্রস্তুত তখন আগে রাজপুত্র খেতে বসলেন। তাঁর খাওয়া হয়ে গেলে অপর সকলে খেল

তারপর রাজপুত্র ছাড়া সকলে সেই ঝরণার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। রাজপুত্র তখন একথালা খাবার নিয়ে চেঁচিয়ে বল্লেন—'এখানে কেউ অভুক্ত কাঙ্গালী আছ কি?' সে কথা শুনে আমরা দু'জন এগিয়ে গেলুম। তখন আমাদের সেই খাবার থালা দিয়ে রাজপুত্র বল্লেন—'বেচারী বোকা হিমলের নামে এই খাবার দিলুম।' তারপর তিনিও সেই ঝরণার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।"

ভিক্ষুক যতক্ষণ কথা বলছিল হিমল ততক্ষণ নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে এমনি উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাহা শুনছিলেন যে তা বলবার নয়। এ রাজপুত্র যে তাঁরই নাগরায় ছাড়া আর কেউ নয়, এ কথা আর তাঁর বুঝতে বাকি রইল না। তাঁর হারানিধির খবর শুনে তখন তাঁর যে কি আনন্দ হ'ল সে কথা আর কি বল্‌ব? তখন তাঁর বুকে শত হাতীর বল এল, সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো। তাড়াতাড়ি ভিক্ষুককে সোণার হামামদিস্তাটী দিয়ে বল্লেন—"এই লও তোমার প্রাপ্য জিনিষ। এইবার তুমি যেখানে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে এসেছ সেইখানে একবার আমায় নিয়ে চল।"

সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় হিমল ও ভিক্ষুক সেই জায়গায় এসে উপস্থিত হ'ল। রাত্রিতে তারা সেই খানেই থাকবে ঠিক করলো। ভিক্ষুক ও তার মেয়ে শোবামাত্র ঘুমিয়ে পড়লো। রাজপুত্র আবার সে জায়গায় আসেন কি না দেখবার জন্য হিমল কেবল জেগে রইলেন। সেদিনও ঠিক দুপুর রাতে তেমনি করে লোক জন নিয়ে নাগরায় এসে উপস্থিত হ'লেন। তারপর খাওয়া দাওয়ার মহা ধুম পড়ে গেল। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে যখন লোকজন সব চলে গেল তখন নাগরায় খাবার থালা হাতে করে সেদিনের মত বল্লেন—"এখানে কেউ অভুক্ত কাঙ্গালী আছ কি?"

তখন নাগরায়কে একলা পেয়ে হিমল ছুটে গিয়ে তাঁর হাত ধরে বল্লেন—"নাথ, তোমা বিহনে দেখ আমার কি দশা হয়েছে। আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমায় আবার ভালবেসে কাছে লও। আর আমায় ছেড়ে যেও না।" নাগরায় হঠাৎ হিমলকে চিন্‌তে না পেরে বল্লেন—"কে তুমি, আমি তো তোমায় চিন্তে পারছি নে?"

হিমল তখন হতাশ হয়ে বল্লেন—"প্রাণপতি, তুমি তোমার নিজের স্ত্রীকে চিন্‌তে পারছ না? চোখ তুলে ভাল করে চেয়ে দেখ, আমি তোমারই আদরের হিমল।"

নাগরায় তখন চিন্‌তে পেরে বল্লেন—"হিমল তোমার নিজের দোষে আমাকে হারালে। আমার ইচ্ছা হ'লেও আর তোমায় নিয়ে বাস করতে পারছিনে। আমার নাগিণীস্ত্রীরা তোমার কাছে আমায় থাকতে দিবে না। তুমি এখন যাও, আমি আবার তোমার সঙ্গে একমাসের ভিতর দেখা করব।"

হিমল—"না, প্রাণনাথ, তা কখনই হ'বে না। আমি কিছুতেই তোমায় ছাড়ব না। তুমি যদি আমার সঙ্গে না এস, তাহ'লে আমি তোমার সঙ্গে যাব।" হিমল এমনই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যে নাগরায় কিছুতেই তাঁকে এড়াতে পারলেন না। কিন্তু কি করে তাঁকে নাগিণীদের কাছে নিয়ে যাবেন তাই ভাবতে লাগলেন। অনেক ভেবে চিন্তে পরে ঠিক করলেন যে তাঁকে একখানা পাথরের নুড়ি করে পকেটে পূরে নিয়ে যাবেন তাহ'লে আর নাগিণী স্ত্রীরা কিছু টের পাবে না। তখন তাই কর্‌লেন।

নাগরায় ফিরে যাওয়া মাত্র তাঁর নাগিণী স্ত্রীরা এসে তাঁকে ঘিরে ফেল্লো। সবাই বলতে লাগলো—"তোমার গায়ে মানুষের গন্ধ কেন?" নাগরায় তখন মহা বিপদে পড়লেন। ধরা পড়েছেন ভেবে বল্লেন—

"যদি তোমরা প্রতিজ্ঞা কর যে কোন অনিষ্ট করবে না তাহলে আমি তোমাদের একটী মানুষ দেখাতে পারি। তারা তখন সবাই বল্লে— "আমরা প্রতিজ্ঞা করছি তার কিছু অনিষ্ট করব না। তুমি একবারটী দেখাও সে মানুষ কোথায় আছে।" নাগরায় তখন পকেট থেকে পাথরের নুড়িটী বের করে তাকে আবার মানুষ করলেন। নাগিনীরা তখন সে পরীর মত সুন্দরী কন্যাকে দেখে মনে মনে হিংসায় ফেটে পড়তে লাগলো। তারা তখন সকলে মিলে তাকে বাঁদির মত খাটাতে লাগলো। হিমল নীরবে সব সয়ে রইলেন। নাগরায়কে একটী কথাও বল্লেন না।

নাগিনীদের হাজার হাজার ছেলে। সেই সকল সাপের ছানার জন্য প্রকাণ্ড এক কড়ায় করে দুধ জ্বাল হ'ত। হিমলের উপর দুধ জ্বাল দেওয়ার ভার পড়লো। দুধ জ্বাল দেওয়া হয়ে গেলে বড় চৌবাচ্চার মত একটা গামলায় সে দুধ ঢালা হ'ত। তারপর খাবার সময় হ'লে গামলার গায়ে ঠং ঠং শব্দ করতেই সাপের ছানারা সেই শব্দ শুনে চারিদিক থেকে দুধ খেতে আসতো।

এক দিন ভুল করে হিমল গামলায় ফুটন্ত দুধ ঢালা হ'তেই তা'তে ঘা দিলেন। শব্দ শুনে সাপের ছানারা ছুটে এসেই সেই গরম দুধ খেতে গেল। গরম দুধে মুখ দিয়েই সব ছানারা মরে গেল। তখন নাগিণীরা চারিদিক থেকে এসেই আর্ত্তনাদ করতে লাগলো। তারপর হিমলকে সবাই মিলে ধরে এমনি কিল্ চড়্ লাথি দিতে লাগলো যে সে বেচারী তৎক্ষণাৎ মরে গেল। নাগরায় যখন এ কথা জানতে পারলেন তখন যে তাঁর কি কষ্ট হ'ল তা আর বলবার নয়। তিনি সেই শব নিয়ে ঝরণার ভিতর থেকে উঠে এলেন এবং হিমলের মৃতদেহ একটী বিছানার উপর শুইয়ে একটা গাছের ডালের উপর রেখে

দিলেন। তারপর প্রতিদিন নাগরায় ঝরণা থেকে উঠে সেই মৃতদেহ দেখতে আসতেন।

এক দিন সকাল বেলা সেই পথ দিয়ে একজন সন্ন্যাসী যাচ্ছিলেন। গাছের আগায় একটা বিছানা পাতা রয়েছে দেখে উহাতে কি আছে দেখবার জন্য তাঁর বড়ই কৌতুহল হ'ল। তিনি তখন গাছে চড়ে দেখেন যে তাতে একটী পরম রূপসী যুবতীর মৃতদেহ পড়ে আছে। তখন তিনি গাছ থেকে সেই দেহ নামিয়ে নিয়ে এলেন। সুন্দরীর দেহ দেখে সন্ন্যাসীর কেবলি মনে হতে লাগলো না জানি কোন হতভাগ্যের কপাল পুড়েছে। তাহার তখন বড়ই কষ্ট হ'ল। তিনি একমনে নারায়ণের কাছে হাতযোড় করে যুবতীর মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের জন্য প্রার্থনা করতে লাগলেন। তারপর কমণ্ডলু হ'তে এক অঞ্জলি জল নিয়ে সেই দেহে দিবা মাত্র তার চেতনা হ'ল। সন্ন্যাসী তখন হিমলকে নিয়ে তাঁর কুটীরে চলে গেলেন।

পরদিন নাগরায় গাছের কাছে গিয়ে দেখেন যে সে শবও নাই, সে বিছানাও নাই। তখন তাঁর কষ্টে বুক ফেটে যেতে লাগলো। "কেউ কি তবে মৃতদেহ চুরি করে নিয়ে গেল?" এইরূপ কত কি ভেবে তখন একেবারে পাগল হয়ে চারিদিকে খুঁজতে লাগলেন। খুঁজে খুঁজে শেষকালে সেই সন্ন্যাসীর কুটীরে গিয়ে তবে হিমলকে দেখতে পেলেন। তখন যে তার কি আনন্দ হ'ল সে কথা আর কি বলব? হিমল তখন শুয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। নাগরায় তাই দেখে তাড়াতাড়ি সাপের রূপ ধরে হিমলকে জড়িয়ে শুয়ে রইলেন। দু'জনে এমনি করে বিছানায় শুয়ে আছেন এমন সময় সন্ন্যাসীর এক শিষ্য এসে তাই দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। সে আশা করেছিল হিমলকে সে বিয়ে করবে, আজ বুঝি সে গুড়ে বালি পড়ে! পাছে সাপটা হিমলকে

কামড়ে দেয়, এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি একটা ত্রিশূল দিয়ে এমনি এক ঘা দিল যে সাপটা একবারে দু' টুক্‌রো হয়ে গেল।

সেই শব্দে হিমলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন সেই সাপ দেখেই হিমল চিন্‌তে পারলেন যে এ নাগরায়। তখন্ তিনি চীৎকার করে উঠে বল্লেন—"হায়! হায়! কি কল্লে? আমার স্বামীকে তুমি মেরে ফেল্লে? তিনি ত তোমার কিছু অনিষ্ট করেন নি? তুমি কেন এ কাজ কর্‌তে গেলে?" এই বলে হিম্‌ল কত কাঁদলেন। তারপর নিজ হাতে চিতা সাজিয়ে সাপরূপী নাগরায়কে সঙ্গে করে তাতে ঝাঁপ দিলেন।

এই শোকের দৃশ্য দেখে সন্ন্যাসীর মনে বড়ই লাগলো। তিনি তখন চিতা হ'তে দু'জনের দেহভস্ম তুলে নিলেন। ভস্মগুলি সাম্‌নে রেখে রোজ 'হা হতোস্মি' করতেন। তাঁর মন কিছুতেই শান্ত হচ্ছিল না। এখন যে গাছের নীচে সন্ন্যাসী বসে থাকতো সেই গাছের ডালে একদিন শিব ও পার্ব্বতী দুইটী পাখীর রূপ ধরে বসে ছিলেন। সন্ন্যাসীর আক্ষেপ শুনে পার্ব্বতীর মনে বড়ই কষ্ট হ'ল। তিনি শিবকে বল্লেন—"মহাদেব, এই লোকটার দুঃখ দূর করবার কি কোন উপায় নেই?" মহাদেব বল্লেন—"আছে বৈ কি? এই চিতাভস্মগুলি ঝরণার জলে ফেলে দিলেই উহারা আবার জীবন পাবে।" সন্ন্যাসীর কাণে এ কথা যাওয়া মাত্র তিনি তাড়াতাড়ি সেই ভস্মগুলি নিয়ে যে ঝরণার পাশে হিমলের মৃতদেহ দেখেছিলেন সেই ঝরণায় ফেলে দিলেন। ঝরণার জলে চিতাভস্ম পড়বামাত্র সেখান থেকে নাগরায় ও হিমল দিব্যমূর্ত্তি ধরে উঠে এলেন। তখন দুজনে মিলে কত সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

ভেড়ারূপী রাজপুত্র।

রাজার ষোলশ রাণী। এত রাণী থাকৃতেও রাজার একটী মাত্র ছেলে। সে ছেলে ত নয় যেন পূর্ণিমার চাঁদ। তার বরণ যেন কাঁচা সোণা, গড়ন যেন ননীর পুতুল। রাজার ইচ্ছা এ হেন রাজপুত্রের সঙ্গে অতুল রূপসী এমন এক রাজকন্যার বিয়ে দিবেন যিনি রাজার একমাত্র মেয়ে এবং যাঁর ঠিক ষোলশ রাণী।

রাজার ছিল এক শুকপাখী। যেমনি ছিল তার বুদ্ধি, তেমনই ছিল তার বিবেচনা। সে ছিল রাজার ডান হাত, তাঁর বিপদের কাণ্ডারী, আর বুদ্ধির ভাণ্ডারী। রাজার কোনও পরামর্শের দরকার হ'লেই শুকপাখীর তলব হ'ত। এবারেও তাই হ'ল। রাজপুত্রের বিয়ের জন্য তেমন পাত্রীর সন্ধান করে, শুকছাড়া আর কার সাধ্য? রাজা তখন শুকপাখীকে আন্‌তে হুকুম দিলেন। শুকপাখীকে আনা হ'লে রাজা বল্লেন—"যে রাজার ষোলশ রাণী আর যাঁর একটীমাত্র পরীর মত রূপসী কন্যা তোমাকে সেই পাত্রীর সন্ধান করতে হবে।" শুক বল্লে—"মহারাজ ভাবনা কি? আমি এখনই সেই পাত্রীর সন্ধানে যাচ্ছি। আমার পায়ে রাজপুত্রের এক খানা ছবি বেঁধে দিতে হুকুম

দিন, আমি তাই দেখিয়ে কন্যা ঠিক করব”। তখন তাই করা হ’ল। তারপর শুকপাখী রাজকন্যার উদ্দেশে উড়ে গেল।

উড়্‌তে উড়্‌তে শুক এক রাজার রাজ্য ছেড়ে আর এক রাজার রাজ্যে, আর এক রাজার রাজ্য ছেড়ে আর এক রাজার রাজ্যে, এমনি করে শেষে যখন এক রাজার রাজ্যে এসে পড়্‌লো তখন এমনি ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হ’ল যে তাকে একটা গহনবনে আশ্রয় নিতে হ’ল। জঙ্গলের ভিতর একটা প্রকাণ্ড গাছ, তার এক প্রকাণ্ড কোটর। সেই কোটর দেখতে পেয়ে শুক ভাবলো যে এই ঝড়ের সময় কোটরের ভিতর ঢুকতে পার্‌লে আর কোনও ভাব্‌না থাক্‌বে না। তাই সে তাড়াতাড়ি সেই কোটরের ভিতর ঢুক্‌তে গেল। কিন্তু যাই সে ভিতরে ঢুকতে যাবে অমনি কোটরের ভিতর থেকে কে বলে উঠ্‌লো,— “সাবধান! কোটরের ভিতর ঢুকো না, তাহ’লে তোমার চক্ষু দুটী অন্ধ হবে”। শুক তখন আর কি করে, আস্তে আস্তে সেই গাছের একটা ডালের আগায় গিয়ে বসলো।

খানিকক্ষণ বসে থাক্‌তেই সেই কোটরের ভিতর থেকে একটা ময়না উড়ে এসে তার পাশে বসলো। তখন দুজনের আলাপ হ’ল। সেই ময়নাও তার রাজকন্যার জন্য এক পাত্রের সন্ধানে বেরিয়েছে। সে রাজারও ষোলশ রাণী আর তাঁর পরীর মত রূপসী একমাত্র কন্যা। শুক তখন বল্লে—“ভাই আমি ত ঠিক এই রকম কন্যার জন্যই বেরিয়েছি। আমার রাজারও ষোলশ রাণী আর সোণার চাঁদ এক রাজপুত্র। তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে ভালই হ’ল, আমাকে আর বেশী ঘুরে বেড়াতে হ’ল না। আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু হ’লে। এই দেখ বন্ধু, আমার রাজপুত্রের চে[illegible]

শুক, ময়নাকে সেই ছবি দেখাল

তারপর দু'জনে মিলে সেই রাজকন্যার দেশে গেল। তারা দু'জনে রাজপুরীর ভিতর একটা গাছের ডালে গিয়ে বসেছে, এমন সময় রাজবাড়ীর একজন চাকর তাদের দেখে রাজার কাছে গিয়ে বল্লে—"মহারাজ, আপনি ময়নার উপর যে ভার দিয়েছিলেন সে কথা ভুলে গিয়ে সে এক শুক পাখীর সঙ্গে ভাবে মত্ত হয়ে আছে। ঐ দেখুন দু'জন গাছের ডালে পাশাপাশি হ'য়ে বসে ভাব কর্‌ছে। রাজকন্যার পাত্রের সন্ধানে গেলে এত শীগ্‌গির কখনই ফিরে আসতে পার্‌তো না।" রাজা সে কথা শুনে ক্রোধে অধীর হ'য়ে তৎক্ষণাৎ পাখী দুটাকে মেরে ফেল্‌তে হুকুম দিলেন। একে রাজার প্রিয় বলে অনুচরেরা ময়নার উপর হিংসায় জ্বলছিল, তার উপর রাজার হুকুম পেয়ে তৎক্ষণাৎ সকলে তীর হাতে করে পাখী মার্‌তে ছুটলো। ময়না তখন তাদের ষড়যন্ত্র টের পেয়ে শুককে বল্লে—"চল বন্ধু, শীগ্‌গির এখান থেকে পালাই, ঐ দেখ রাজার হুকুমে আমাদের দু'জনকে মার্‌তে আস্‌ছে।" তখন তারা দু'জনে সোঁ সোঁ করে একদিকে উড়ে গেল। রাজার অনুচরেরা পিছন পিছন তাড়া করেও কিছু কর্‌তে পারলো না।

একদিন দু'দিন করে কিছুদিন কেটে গেলে রাজবাড়ীর সকলেই এ কথা প্রায় ভুলে গেছে। রাজা নিত্য যেমন রাজসিংহাসনে বসে কাজ করেন তেম্‌নি করছেন। একদিন হঠাৎ এমন সময় ময়না আর শুক দু'জনে উড়ে এসেই শুক রাজার ডান উরুতে আর ময়না রাজার বাম উরুতে বসলো। তারপর দু'জনে বল্লে—"মহারাজ বিনা অপরাধে কেন আমাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন? অনুচরেরা আমাদের উপর হিংসা করে মিছামিছি মহারাজের কাণে লাগিয়েছে। আমরা অবিশ্বাসী নই। রাজকন্যার উপযুক্ত বরের সন্ধান এনেছি। বংশে

মানে মহারাজার তুল্য রাজা, ষোলশ তাঁর রাণী! এই দেখুন মহারাজ সে রাজপুত্রের কেমন ইন্দ্রতুল্য রূপ!" এই ব'লে শুক রাজাকে সেই রাজপুত্রের ছবিখানা তুলে দেখালো। রাজা সব শুনে খুব খুসী হ'লেন। তারপর ছবিখানা দেখে আরও মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। রাজপুত্রকে পছন্দ হয় কিনা জানবার জন্য তখন তিনি ছবিখানা অন্দর-মহলে পাঠিয়ে দিলেন। সে ছবি ষোলশ রাণীর হাতে হাতে ঘুরে ফির্‌তে লাগলো। তারপর যখন উহা রাজকন্যার হাতে গিয়ে পড়্‌লো, তখন সেই রূপ দেখে, রাজকন্যা একবারে পাগল হয়ে গেলেন। তাঁর নাওয়া খাওয়া একেবারে ঘুচে গেল, তিনি সেই ছবিখানা বুকে করে রইলেন।

এক দিন যায়, দুদিন যায়, তিন দিন যায়, সে ছবি আর অন্দর মহল থেকে ফিরে আসে না। তখন রাজা ব্যস্ত হয়ে রাণীদের মত জান্‌তে পাঠালেন। দাসী এসে খবর দিল রাজপুত্রের চেহারা দেখে সকলেই খুসী হয়েছেন। এখন যত শীগ্‌গির হয় বিয়ে হোক্, তা না হ'লে রাজকন্যা অনাহারে মর্‌বেন। সে খবর শুনবামাত্র রাজা শুককে বলে দিলেন যে চার মাসের মধ্যে যেন রাজপুত্র বিয়ে কর্‌তে আসেন। শুক তখন "যো হুকুম মহারাজ!" বলে বিদায় হ'ল।

শুক ফিরে এসে রাজার কাছে সব খবর বল্লে। শুনে রাজার মনে আর আনন্দ ধরে না। তখনই তিনি মন্ত্রীকে বিয়ের সমস্ত আয়োজন করতে হুকুম দিলেন। চারিদিকে তখন মহা ধূম পড়ে গেল। সাজ-গোজ, খাওয়া দাওয়া, গান বাজনা, আমোদ আহ্লাদ যত কিছুর আয়োজন হ'তে লাগলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক'টা মাস কেটে গেল। রাজপুত্রের যাত্রা করবার আর কয়দিন মাত্র বাকী আছে, এমন সময়ে হঠাৎ একদিন অসুখ হ'য়ে, রাজা মারা গেলেন। রাজপুত্র

তখন মহা ফাঁপরে পড়্‌লেন। এ সময়ে কি করে বিয়ে কর্‌তে যাবেন? কাজেই তাঁকে বাধ্য হয়ে অপেক্ষা কর্‌তে হ'ল।

তারপর রাজার শ্রাদ্ধ হ'য়ে গেলেই রাজপুত্র হাতী ঘোড়া, লোক লস্কর বাদ্যভাণ্ড নিয়ে বিয়ে কর্‌তে যাত্রা কর্‌লেন। শুক আগে আগে পথ দেখিয়ে গেল। রাজকন্যার দেশে পৌঁছে রাজপুরীর কাছেই একটা বাগানে তাঁবু ফেলা হ'ল। রাজপুত্র সেখানে অপেক্ষা কর্‌বেন, শুক গিয়ে রাজাকে খবর দিবে এই ঠিক হ'ল। হায়! কি কুক্ষণেই রাজপুত্র বাগানের ভিতর গেলেন! বাগানে তাঁবু খাটান হচ্ছে, এমন সময় শুকপাখী বাগানের একটা গাছের ডালে গিয়ে বসলো। বাগানের মালী গাছে একটা পাখী দেখেই তৎক্ষণাৎ একটা তীর ছুঁড়ে মার্‌লো। সে তীর একেবারে গিয়ে শুকের বুকে বিঁধে গেল! দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেচারা শুক ছট্‌ফট্‌ করে মরে গেল।

পিতার শোকের চাইতেও শুকের শোক রাজপুত্রের মনে বিষম বাগ্‌লো। শোকে কাতর হ'য়ে তিনি তখন তাঁবুর ভিতর শুয়ে রইলেন। যে দূত রাজার কাছে রাজপুত্রের আগমন সংবাদ দিতে গিয়েছিল সে এই খবর নিয়ে এল যে রাজপুত্রের পিতার মৃত্যু হয়েছে, এ অবস্থায় রাজা তাকে এখন কন্যাদান কর্‌বেন না। এ কথা শুনে রাজপুত্রের মনে যে কি কষ্ট হ'ল, তা বোধ হয় আর বলে বোঝাতে হবে না।

যে বাগানে রাজপুত্র তাঁবু ফেলেছিলেন সন্ধ্যার সময় সেই বাগানের পাশ দিয়ে রাজকন্যা ডুলি চড়ে হাওয়া খেতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ বাগানের ভিতর রাজপুত্রকে দেখেই তাঁর সেই ছবির কথা মনে পড়্‌লো। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে এ আর কেউ নয়, যার জন্য তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে আছেন ইনি সেই রাজ-

পুত্র। তারপর বাড়ী ফিরে গিয়ে যখন খেতে বসলেন, তখন নিজে অর্দ্ধেক খেয়ে বাকী অর্দ্ধেকটা একটী পাত্রে সাজিয়ে তার ভিতর সেই ছবিখানা রেখে একজন দাসীকে দিয়ে রাজপুত্রের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। যাবার সময় বলে দিলেন যে সে যেন তাঁকে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। যদি খেতে নিতান্তই রাজী না হন, তাহ'লে যেন অন্ততঃ খাবারের ভিতর তাঁর আঙ্গুল ঠেকিয়ে দেন।

রাজকন্যার আদেশ মত দাসী সেই খাবারের পাত্র নিয়ে এসে রাজপুত্রের সামনে রাখলো। তারপর তাঁকে খাবার জন্য বার বার জেদ করতে লাগলো। কিন্তু রাজপুত্র কিছুতেই সে খাবার খেলেন না। তখন দাসী তাঁকে সেই খাবারে আঙ্গুল ঠেকাতে বল্লো। রাজপুত্র অগত্যা তাই করলেন। খাবারের ভিতর আঙ্গুল ঠেকাবামাত্র সেই ছবিখানা তাঁর হাতে ঠেক্‌লো। তারপর সেখানা তুলে দেখেন যে এ তাঁর নিজের ছবি। তখন আর তাঁর বুঝ্‌তে বাকি রইল না যে রাজকন্যা তাঁকে ভালবাসেন। তখন তাড়াতাড়ি হাত মুছে রাজকন্যাকে একখানা চিঠি লিখে দাসীর হাতে দিলেন।

রাজপুত্রের চিঠি পেয়ে রাজকন্যা তাঁব কাছে যাওয়ার জন্য ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন। শেষে রাত যখন দুপুর হ'ল তখন একটা থলিতে কতকগুলি আসরফি পূরে একটা ঘোড়ায় চড়ে সেই বাগানে রাজপুত্রের কাছে এসে হাজির হলেন। রাজপুত্র ত কন্যাকে দেখে একেবারে অবাক্! তাঁর মনে হ'ল সাক্ষাৎ পরী বুঝি তাঁকে ছলতে এসেছে! রাজকন্যা রাজপুত্রকে এতটা আশ্চর্য্য হ'তে দেখে বল্লেন—"রাজপুত্র, আশ্চর্য্য হ'বার কিছুই নেই। তোমার ছবি দেখে অবধি আমি তোমাকে প্রাণ মন সব সমর্পণ করেছি। তোমার পিতার মৃত্যু হ'য়েছে ব'লে রাজা তোমার সঙ্গে আর আমাকে বিয়ে দিতে রাজী

নল। তাই আমি থাকৃতে না পেরে তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি। তুমিই আমার প্রাণপতি, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। শীগ্‌গির উঠে ঘোড়ায় জিন দিয়ে আমাকে তোমার নিজের দেশে নিয়ে চল। সেখানে আমাদের কামনা পূর্ণ হ'তে বাধা দিবার আর কেউ থাকৃবে না।

সেই গভীর রাত্রে দুইজন দু'টী ঘোড়ায় চড়ে পথ চলতে লাগলেন। রাত গেল, দিন এল, তাঁরা ক্রমাগত ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে লাগলেন। তারপর সন্ধ্যার আগে এক গাছ তলায় বিশ্রাম করে আবার পথ চলতে লাগলেন। খানিক দূর যেতেই সাতজন ঘোড়সওয়ার ডাকাত তাঁ'দের পিছু নিল। দূরে থাকতেই রাজপুত্র তাদের দেখতে পেয়ে বল্লেন—"এস আমরা শীগ্‌গির পালিয়ে যাই, এতগুলি ডাকাতের সঙ্গে যুঝে উঠা যাবে না।" তখন তাঁরা ঘোড়া খুব ছুটিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লেন। ডাকাতেরাও ঘোড়ায় চড়ে আস্‌ছিল কাজেই তারাও খুব চালিয়ে এসে তাদের ধরবার উপক্রম ক'র্‌লো, তাই দেখে রাজপুত্র বল্লেন—"রাজ-কন্যা, আর উপায় নেই, এই দেখ তারা আমাদের কত কাছে এসে পড়েছে।" রাজকন্যা বল্লেন—"তাহ'লে আমাদের লড়তেই হবে।" এই বলে তিনি ডাকাতদের মুখ লক্ষ্য করে একটীর পর একটী তীর ছুঁড়তে লাগলেন। তখন একটী একটী ক'রে সাতটী ডাকাতই ধরাশায়ী হলো।

তখন নিশ্চিন্ত মনে তাঁরা আবার পথ চলতে লাগলো। সেই রাত্রি-তেই তাঁরা এক গ্রামের ভিতর উপস্থিত হ'ল। সেখানে ছিল এক 'জীন' আর তার ছিল আধকাণে এক ছেলে। সেই ছেলের শরীরের মাত্র আধ খানা ছিল তাই তাকে বলতো 'আধকাণে জীন'। রাজপুত্র ও রাজকন্যা একটা পুকুরের ধারে বসে বিশ্রাম করছিলেন। সারাদিনের পরিশ্রমে শু'য়ে না শু'তেই তাঁরা তখন ঘুমিয়ে পড়্‌লেন। 'জীন' তার ছেলেকে
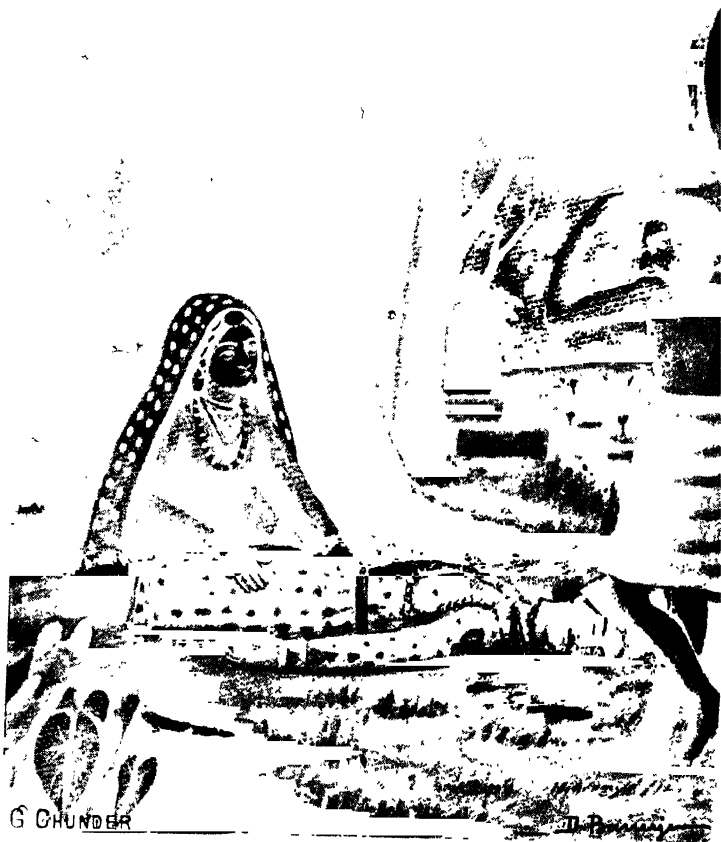
আধকাণে নাচ তে নাচ্‌তে সেখানে গিয়েই রাজপুত্রের গলায় দিলে, এক কোপ। ২৭ পৃষ্ঠা।

Bijoya Press, Calcutta.

.কে

বল্লে—"তুই শাগ্‌গির গিয়ে রাজপুত্রকে মেরে রাজকন্যা ও ঘোড়া ছাড়া আর যা কিছু ধন দৌলত ওদের সঙ্গে আছে সব নিয়ে আয়।" তখন আধকাণে নাচতে নাচতে সেখানে গিয়েই রাজপুত্রের গলায় দিলে এক কোপ। সেই শব্দে রাজকন্যার ঘুম ভেঙ্গে যেতেই পাশে সেই ভীষণ কাণ্ড দেখতে পেলেন। রাজকন্যা তখন সেই আধকাণেকে বল্লেন—"আ। তুমি কি ভাল কাজই করেছ। এখন আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে তোমার স্ত্রী কর। তবে যাওয়ার আগে একটা কাজ কর্ত্তে হবে। মড়াটাকে গোর না দিয়ে গেলে হ'বে না। পাশেই একটা গোর খুঁড়ে কবে ফেল।" আধকাণে তখন তাড়াতাড়ি গোর খুঁড়তে লাগল। খানিক খুঁড়েই কন্যাকে দেখ্‌তে ব'ল্ল, কন্যা বল্লেন "অতি ছোট হয়েছে আরও একটু খোঁড়।" আবার খানিকটা খুঁড়ে দেখাতেই কন্যা বল্লেন "না এখনও হয়নি, আরও একটু খোঁড়।" এমনি করে যখন এক মানুষের উপর গর্ত্ত হয়েছে তখন সেই গর্ত্ত থেকে আধকাণে উঠ্‌বার আগে, সে যে দা দিয়ে রাজপুত্রকে কেটেছিল সেই দা দিয়ে রাজকন্যা তাকে এমন এক কোপ বসিয়ে দিলেন যে আধকাণে একেবারে দু'টুক্‌রো হ'য়ে গেল।

তারপর রাজকন্যা রাজপুত্রের মৃতদেহ পুকুরের ঘাটে রেখে শোকে আকুল হয়ে বিলাপ কর্‌তে লাগলেন। সেই গ্রামে ছিলেন এক সাধু। তাঁর স্ত্রী তখন সেই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় ঘাটে বসে একটি মেয়ে বিলাপ কর্‌ছে দেখে কি হয়েছে জান্‌তে তাঁর কাছে গেলেন। রাজকন্যার কাছে তখন সব শুনে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"আর মা, আমি এর উপায় কর্‌ছি। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তুমি ধৈর্য্য ধরে থাক।"

সাধুর স্ত্রী বাড়ী ফিরেই সাধুকে সকল কথা বল্লেন। শুনে সাধুর বড়ই কষ্ট হ'ল। তিনি তখন সেই 'জীন' ও আধকাণের অত্যাচারের

কথা ভেবে আক্ষেপ কর্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর সেই রাজকন্যার কাছে গিয়ে দেখেন যে তিনি তাঁরই আসবার জন্য পথ চেয়ে আছেন। কন্যাকে দেখেই সাধু বল্লেন—"ভয় নেই মা, আমি এখনই রাজপুত্রকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি।" এই বলে তিনি একহাতে রাজপুত্রের মুণ্ডটী ও আর একহাতে তাঁর ধড়টী ধরে মন্ত্র পড়ে জোড়া দিযে দিলেন আর তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রের চেতনা হ'ল। তখন যে রাজকন্যার কি আনন্দ হ'ল তা বল্‌বার নয়!

সে রাত্রিতেই রাজপুত্র ও রাজকন্যা সে গ্রামছেড়ে অন্য গ্রামে চলে গেলেন। এ গ্রামেছিল এক যাদুকর্‌ণী আর তার ছিল এক মেয়ে। সেই মেয়ে রাজপুত্রকে দেখে তাকে স্বামী কর্‌বে ভেবে এক মতলব ঠিক কর্‌লো। যাদুকর্‌ণীকে দিয়ে রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে তাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে নিয়ে এল। তারপর যখন তাদের বাড়ীতে রাজপুত্র এঘর ওঘর করে সব দেখ্‌ছিলেন এমন সময়ে সেই মেয়ে হঠাৎ তাঁর গলায় একগাছা যাদুকরা দড়ী ফেলে দিল। রাজপুত্রের গলায় সেই দড়ী পড়্‌বামাত্র তিনি একটা ভেড়া হ'য়ে গেলেন।

দিনের বেলায় যাদুকরণীর মেয়ে যখন যেখানে যেত, ভেড়াটা তার সঙ্গে যেত। আর রাত্রিবেলা যখনই তার গলাথেকে দড়ি গাছটা খুলে নেওয়া হ'ত, তখন আবার রাজপুত্র হয়ে সেই মেয়ের সঙ্গে শুয়ে থাকতো। এভাবে অনেক দিন গেল। রাজকন্যা মহাবিপদে পড়্‌লেন। রাজপুত্র কোথাও চলেই গেলেন, না তারা তাঁকে মেরেই ফেল্লো, তিনি কিছুই ঠিক করে উঠ্‌তে পার্‌লেন না। এভাবে থাকা তাঁর অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লো। তখন আর কোনও পথ না পেয়ে একপুরুষ সেজে তিনি সেই দেশের রাজার কাছে চাক্‌রী কর্‌তে গেলেন। তাঁকে দেখেই রাজার বেশ পছন্দ হ'ল। তিনি তখন তাঁকে নগর-কতোয়ালের

কাজ দিলেন। এ কাজ পেয়ে রাজকন্যার বড়ই সুবিধা হ'ল। তাঁর তাঁবে কত লোক খাটবে, যাকে ধরে আনতে বলবেন তাকেই এনে হাজির করবে।

এইভাবে কিছুদিন যায়। তিনি রোজ সেই যাদুকরণীর বাড়ী যাতায়াত করেন, একটা ভেড়া কেবল ছুটোছুটী করে দেখতে পান, তাছাড়া সে বাড়ীতে আর কিছুই দেখতে পান না। তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি যে তাঁরই প্রাণপ্রিয় রাজপুত্রকে যাদুকরণীর মেয়ে ভেড়া করে রেখেছে। রোজ যাতায়াত করায় কতোয়ালের সঙ্গে যাদু-করণীর মেয়ের খুব ভাব হ'ল। সে জানে যে নগর-কতোয়াল বাস্তবিকই একজন পুরুষ। সে মাঝে মাঝে তাকে কত জিনিসও উপহার দিয়েছে। একবার সে নগর-কতোয়ালকে একখানা অতি সুন্দর কাপড় উপহার দিল।

নগর-কতোয়াল তার বাড়ীর জানালায় সেই কাপড় দিয়ে পর্দা টানিয়েছিলেন। একদিন রাজবাড়ীর একজন চাকর সেই পথ দিয়ে যেতে সেই কাপড়খানা দেখে রাণীর কাছে গিয়ে বল্লে—"আজ যে নগর-কতোয়ালের বাড়ীব জানালায় একরকম কাপড় দেখে এলুম, আহা! তেমন সুন্দব কাপড় কখনও রাজবাড়ীতে দেখিনি। আহা কিবা তার রংএর বাহার, আর কিবা তার বুননির ছাঁদ! দেখলে চোখ জুড়োয়।" এই কথা শুনে রাণীর সে কাপড় না হ'লে আর এক মুহূর্ত চলছে না,—রাজার কাছে সে খবর গেল। রাজা তখন ব্যস্ত হ'য়ে নগর-কতোয়ালকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এসে সেই কাপড়ের কথা শুনবামাত্র তাঁর বাড়ীতে সে কাপড় যা ছিল সব রাণীব জন্য তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিলেন। সে কাপড় দেখে রাণী একবারে পাগল হয়ে গেলেন। তাঁর আরও কাপড় চাই, না হ'লে কিছুতেই চলবে না।

আবার নগর-কতোয়ালের তলব হ'ল। রাণীর আব্দার শুনে তিনি তখন মহা ভাবনায় পড়্‌লেন। তাঁর ঘরে যা ছিল তা সবই ত দিয়ে দিয়েছেন—যাহ'ক রাণীর হুকুম, দিতেই হবে, না হ'লে রক্ষা থাক্‌বে না। কাজেই রাজার কাছ থেকে এসেই তিনি বরাবর যাদুকরণীর বাড়ীতে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে যাদুকরণী ঐ রকম কাপড় আরও আনিয়ে দিতে বল্লেন। শুনে যদুকর্‌ণী বল্লে—"সর্ব্বনাশ! ও কাপড় আমি আর কোথায় পাব? আমার ভাই ছিল এক যাদুকর। সে অনেক কাল এদেশ ছেড়ে চলে গেছে। সে কোথা থেকে খানিকটা কাপড় পাঠিয়েছিল তাই আপনাকে দেওয়া হয়েছে।"

নগর-কতোয়াল বল্লেন—"তোমার ভাইকে আরও কিছু কাপড় পাঠিয়ে দিতে লিখে দাও।"

যাদুকরণী বল্লে—"সে কিছুতেই হ'তে পারে না। আমার ভাই সে দেশের সব লোককে মেরে ফেলেছে। সেখানে সে ছাড়া আর আছে কেবল কতকগুলি সিংহ। আমার ভাই সেই সিংহগুলিকে আধপেটা করে খেতে দেয়, তাই কোন লোক সেখানে যাওয়ামাত্র ঝাড়, জঙ্গল, পাহাড় থেকে সেই সকল সিংহ এসে তৎক্ষণাৎ তাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। কত লোক যে এই করে মারা গিয়েছে তার সংখ্যা নেই। এমন যায়গায় আমি কাকে পাঠাব?"

তখন নগর-কতোয়াল বল্লেন—"তাহ'লে বলে দাও তোমার ভাই কোথায় থাকে। আমি নিজে তার কাছে যাব। কাপড় না আন্‌তে পার্‌লে এখনই রাজা আমার প্রাণ নিবেন। কাজেই আমার পক্ষে এখানে থাকাও যা ওখানে যাওয়াও তাই।" একথা শুনে যাদুকরণী বল্লে—"যদি তাই হয় তবে কাজেই তোমাকে সাহায্য কর্‌তে

কাঠুরে ও হুমার ডিম।

বড়ই সে গরিব। কাঠকেটে তাই বিক্রি করে কয়েকটী পয়সা পায় তাই দিয়ে অতি কষ্টে তার দিন গুজ্‌রান হয়। নিজে, স্ত্রী আর সাতটী মেয়ে, এতগুলি লোকের ভরণপোষণ এই আয়ে কি করে সম্ভব হয়? সব দিন তাদের নুনভাতও জুটে না।

একদিন কাঠুরে কাঠকেটে বড়ই ক্লান্ত হ'য়ে কাঠের বোঝাটা পাশে রেখে একটা গাছের নীচে বসে বিশ্রাম কর্‌ছে এমন সময় লক্ষী পাখী হুমা* সেখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে গাছের নীচে এই দরিদ্র ক্লান্ত শ্রান্ত লোকটীকে দেখে তার বড়ই দয়া হ'ল। সে তখন তার কাঠের বোঝার পাশে বসে একটী সোণার ডিম পেড়ে রেখে গেল।

খানিক পরে কাঠুরে উঠে বোঝা তুল্‌তে গিয়ে ডিমটী দেখ্‌তে পেল। তখন সে সেটাকে তুলে কোমরবন্দে জড়িয়ে নিল। তারপর তার বোঝা মাথায় করে যে উওনি† প্রায়ই তার নিকট থেকে কাঠ কিনতো তারই

* কথিত আছে এই বৃহৎ পাখী 'কাফ্‌' (ককেসাস্‌) পর্ব্বতে বাস করে। এই পাখী যাহার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যায় তাহার মাথায় মুকুট বসে। এজন্য কাশ্মীরীরা ইহাদিগকে সৌভাগ্যের চিহ্নস্বরূপ মনে করে।

† মুদি, দোকানদার।

কাছে নিয়ে গেল। অতি সামান্য কিছু নিয়ে সে ডিমটাও তাকে দিয়ে দিল। ঐ ডিমের যে কি আশ্চর্য্য গুণ আছে কাঠুরে তা কিছুই জান্‌তো না। কিন্তু উওনি ডিমটা দেখেই চিন্‌তে পেরে কাঠুরেকে বল্লে—"যে পাখীটা এই ডিমটা পেড়েছে তাকে যদি ধরে নিয়ে আস্‌তে পারিস তাহ'লে তোকে এক টাকা বকশিস কর্‌বো।" এই কথা শুনে কাঠুরে বল্লে—"বেশ, আমি কালই সে পাখী তোমায় ধরে এনে দিব।"

পরদিন কাঠুরে রোজ যেমনি যায় তেম্‌নি সেই জঙ্গলে কাঠ কাট্‌তে গেল। সেদিন কাঠের বোঝা নিয়ে ফিরে আস্‌বার সময় যে গাছের নীচে সে আগের দিন বিশ্রাম কর্‌তে বসেছিল সেইখানে বোঝাটী রেখে গাছতলায় সটান শুয়ে ঘুমাবার ভান কর্‌তে লাগ্‌লো। সে দিনও আবার হুমা পাখী সেখান দিয়ে যাবার সময় তাকে তেমনি দুস্ত ও ক্লান্ত দেখে ভাব্‌লো যে লোকটা বোধ হয় কাল ডিমটা দেখ্‌তে পায়নি; তাই এবারে তার এমন কাছে গিয়ে আর একটী ডিম পাড়্‌লো যে তার আর না দেখে উপায় নাই। কাঠুরে তখন হুমাকে একেবারে হাতের কাছে পেয়ে খপ্‌ করে তাকে ধরে ফেল্লো। তারপর সে পাখীকে নিয়ে উঁওনির কাছে চল্‌লো।

কাঠুরের কাণ্ড দেখে হুমা ডানা ঝট্‌পট্‌ করে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—"ওহে, আমায় কি কর্‌ছ? দোহাই, আমায় মেরো না। আমায় ধরে নিয়ে যেওনা, ছেড়ে দাও। আমার একগাছা পালক ছিঁড়ে নাও; এই পালক যখনই আগুণের উপর দিবে তুমি তৎক্ষণাৎ আমার দেশ 'কো-এ-কাফে'* গিয়ে হাজির হ'বে। আর সেখানে গেলেই আমার

---

* ইহার অন্য নাম 'কো-এ-আব্‌-এ-জার' অর্থাৎ মরকৎ শৈল। কাশ্মীরী মুসলমানদের বিশ্বাস যে এই শৈল পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আছে এবং ইহার মরকতের নীলিমা হইতেই আকাশের নীলাভ রং হইয়াছে।

মা-বাপ, তোমায় পুরস্কার দিবেন। তাঁরা তোমায় একছড়া মুক্তোর মালা দিবেন যা কোন রাজা রাজড়ার ঘরে পাবে না।” কিন্তু সে হাবাতে মূর্খ কাঠুরে পাখীর এসব কথায় কাণ দিল না। পাখীকে ধরে নিয়ে গেলেই নগদ একটী টাকা পাবে এ লোভ কিছুতেই সাম্‌লাতে পার্‌ছে না। তখন কার কথা কে শোনে? পাখীটাকে বেশ করে কাপড়ে জড়িয়ে কাঠের বোঝার সঙ্গে সেই উওনির দোকানের দিকে ছুটে চল্লো।

কিন্তু হায়! পাখীটা নিশ্বাস বন্ধ হয়ে পথেই মারা গেল। টের পেয়ে কাঠুরে ভাব্‌তে লাগলো—“হায়! হায়! এখন কি উপায়? উওনি মরা পাখীও নিবে না আর আমায় টাকাটাও দিবে না। ও হো, ভাল কথা মনে পড়েছে। এর একটা পালক আগুণে দিয়ে দিই তাহ’লে পুরস্কারটা মিল্‌তে পারে।” এই ভেবে পাখীর একটা পালক নিয়ে আগুণের উপর ধরলো। যাই ধরা আর অম্‌নি সে একবারে ‘কো-এ-কাফে’ গিয়ে হাজির! সেখানে যেতেই পাখীর মা-বাপ ও অপর আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে তার দেখা হ’ল। তারা তখন সেই কাঠুরের হাতে মরা হুমাকে দেখে কতই বিলাপ কর্‌তে লাগলো।

এখন, সেখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল প্রকাণ্ড একটা উদ্ভট পাখী। সে এই কান্নাকাটির সোরগোল শুনে তাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লো—“ব্যাপারখানা কি? তোমরা অত কান্নাকাটি করছ কেন?” তারা বল্লে—“আমাদের বাছা মারা গিয়েছে, কার সঙ্গে আর দুটো কথা কইব? আমাদের দুঃখের কথা শুনে আর কি হবে?” একথা শুনে সেই পাখী বল্লে—“ভাবনা নেই, তোমরা আর কেঁদো না। এখনই তোমাদের বাছা বেঁচে উঠ্‌বে।” এই বলে সে ঠোঁটে করে একগাছা

ঘাস এনে মরা পাখীর ঠোঁটে ঠেকাতেই হুমা অম্‌নি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো।

হুমা বেঁচে উঠেই যখন কাঠুরেকে সাম্‌নে দেখ্‌তে পেল, তখন তার উপর রেগে বল্লে—"ওরে বিশ্বাসঘাতক পামর! আমি তোর দুঃখ দেখে সোণার ডিম দিয়ে তোকে সাহায্য করতে গিয়েছিলুম আর তুই কি না আমায় কাছে পেয়ে এই তার পুরস্কার দিলি? ওরে নির্ব্বোধ, সামান্য একটা টাকার লোভে তুই আমার প্রাণ বধ করতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হলি নে? আমি তোর দুঃখ দৈন্য ঘুচাতে চেয়েছিলুম কিন্তু তুই তোর নিজের বুদ্ধির দোষে আপনা হ'তে সে পথ খোয়ালি। তোকে আর কি দণ্ড দিব? যেমন দুঃখ কষ্টে তোর দিন কাট্‌ছিল আবার তোর তেম্‌নি হো'ক।"

পাখী এই কথা বলতে না বলতে কাঠুরে দেখলো যে সে সেই জঙ্গলে তার কাঠের বোঝার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। কি আর করে, তখন সে ধীরে ধীরে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে আবার সেই উওনির কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। সেখান থেকে কয়েকটী পয়সা নিয়ে বাড়ী ফিরে গিয়ে নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবতে লাগলো। তারপর কতদিন কাঠ কাট্‌তে গিয়ে সেই গাছের নীচে অপেক্ষা করেছে কিন্তু হায়, একদিনের জন্যও সেই হুমা পাখীকে আর দেখতে পায়নি!

কাঠুরের সেই সাতটী মেয়ে ক্রমে বড় হয়ে উঠলো। এখন আর তাদের বিয়ে না দিলে চলেনা। কিন্তু এই গরিবের মেয়েকে কে বিয়ে করবে? ভেবে চিন্তে কিছু ঠিক করতে না পেরে কাঠুরে তখন তার এক বন্ধুর কাছে গেল। সে বল্লে—"ভাই কি আর করবে? কোনও উপায় ত দেখছিনে। তুমি এক কাজ কর, দাতা হাতমরাজের

কাছে গিয়ে তোমার দুঃখ জানাও। তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য না করে থাকতে পারবেন না।

আমাদের যেমন রাজা হরিশ্চন্দ্র, আরবদের তেমনি দাতা হাতমরাজ। ক্রমাগত দান করে তিনি একবারে ফকীর হ'য়ে পড়েছেন। নিজের পেটে দিতে এক মুষ্ঠি অন্ন নাই, তবুও অন্যের দুঃখের কথা শুন্‌লে চুপ করে থাকৃতে পারেন না। কাঠুরে তখন খুঁজে খুঁজে হাতমের রাজ্যে গিয়ে হাজির হ'ল। সেখানে গিয়ে পথে ছেঁড়া কাপড় পরা একটি অতি গরিব লোককে দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—"ভাই, দাতা হাতমরাজের বাড়ী কোথায় বল্‌তে পার?" এখন, কাঠুরে যাকে হাতম রাজার কথা জিজ্ঞাসা করেছে তিনিই দীনবেশী সেই হাতমরাজ। কাঠুরের কথা শুনে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন, হাতমরাজের বাড়ীতে তোমার কি কাজ?" কাঠুরে তখন তাকে তার নিজের দুঃখের কথা সব বল্লে। শুনে হাতমরাজ বল্লেন—"ভাই, তুমি আজ এখানে থাক, কাল ভোরে উঠে হাতম রাজার বাড়ী যেও।" এই বলে তাকে তাঁর নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

হাতম রাজের এখন নিজের পেটে অন্ন দিবার যোগাড় নাই, বাড়ীতে অতিথি—কি করেন? সে রাত্রি নিজে উপবাস করে রইলেন আর তাঁর এক মুঠো খাবার যা ছিল তাই কাঠুরেকে খেতে দিলেন। পরদিন হাতমরাজ ভোরে উঠে কাঠুরেকে নিজের পরিচয় দিয়ে বল্লেন—"ভাই, তুমিও যেমন গরিব আমিও ঠিক তেম্‌নি গরিব। তোমায় আমি আর একবেলা খেতে দিতে পারি এমনও আমার যোগাড় নেই। আমি তোমাকে সাহায্য কর্‌তে পারি এমন আমার কিছুই নেই। তুমি এক কাজ কর, আমার এই একমাত্র কন্যাকে তুমি নিয়ে যাও। ইহাকে বিক্রী করে যা পাবে তাই দিয়ে তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে

পারবে। তুমি যাও, ভগবান তোমার সহায় হউন"। তখন দাতা হাতমকে ধন্যবাদ দিয়ে কাঠুরে রাজকুমারীকে নিয়ে চলে এল।

পথে ছিল এক গহন অরণ্য। সেই অরণ্য পার হয়ে তবে কাঠুরেকে দেশে ফিরতে হ'বে। এক রাজপুত্র সেই বনে মৃগয়া করতে এসেছিলেন, রাজকুমারীকে নিয়ে কাঠুরে সেই বনের ভিতর দিয়ে পথ চলেছে এমন সময়ে সেই রাজপুত্রের সঙ্গে তাদের দেখা। রাজপুত্র ও রাজকুমারীর চার চক্ষু এক হ'ল। রাজপুত্র রাজকুমারীকে দেখবামাত্র পাগল হয়ে তখনই কাঠুরের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলেন। কাঠুরেও তাতে রাজী হ'ল। তখন কত ধূমধাম করে রাজকুমারীর সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে হ'ল। কাঠুরেরও সেই থেকে আর টাকা কড়ির ভাব্না রইল না! তার তখন ঘর হ'ল, বাড়ী হ'ল, সাত মেয়ের বিয়ে হ'ল, ইষ্টিকুটুমে ঘর ভরে গেল। কত সুখেই তার দিন কাট্‌তে লাগ্‌লো।

পরীর মত সুন্দরী স্ত্রী পেয়ে রাজপুত্রের তখন কত সুখেই দিন কাটে। রাজপুত্র জানেন এ কন্যা কাঠুরেরই মেয়ে। তিনিও যে একজন রাজকন্যা একথা তখনও রাজপুত্র জান্‌তে পারেন নি। একদিন হয়েছে কি, রাজপুত্র আর রাজকন্যা বাগানে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় সেখানে এক ভিখারী এসে উপস্থিত! রাজপুত্র ভিখারীকে দেখে তাকে অনেক টাকা কড়ি দান করলেন। ভিখারী টাকা পেয়ে খুব খুসী হ'য়ে রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে দু' হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করে চলে গেল। রাজপুত্রকে ঐ রকম দান কর্‌তে দেখে তাঁর বাবার কথা রাজকন্যার মনে পড়লো। তিনি তখন খুব খুসী হয়ে বল্লেন—"বাঃ তুমিও দেখছি হাতেমী * আরম্ভ করেছ!" সে কথা শুনে রাজপুত্র বল্লেন—"তুমি হাতমের কথা কি করে জান্‌লে?" তখন কাঠুরে তাঁকে কি করে তাঁর

* হাতমের মত দান, অজস্র দান (পারশ্য ভাষায়)।

বাবার কাছ থেকে ভিক্ষা করে এনেছে তিনি সে সব খুলে বল্লেন। রাজপুত্র তা শুনে একেবারে অবাক হ'য়ে গেলেন। তারপর কাঠুরেকে ডেকে সকল কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। কাঠুরেও তখন সেই উওনি থেকে আরম্ভ করে তার সব কাহিনী রাজপুত্রকে খুলে বল্লে। রাজপুত্র তখন রাজকন্যাকে নিয়ে হাতমরাজের কাছে যাবেন স্থির করলেন। এতদিন পরে বুড়ো বাপকে দেখ্‌তে পাবেন ভেবে রাজকন্যার আর আনন্দ ধরে না। যাওয়ার সময় হাতমরাজের জন্য তিনি যে কত টাকা কড়ি ধন দৌলত সব সঙ্গে নিয়ে গেলেন তা আর কি বলবো? হাতমরাজও অনেক দিন পরে তাঁর মেয়ে ও এমন সুন্দর জামাই পেয়ে খুব খুসী হ'লেন। তার পর তাঁরা কিছুদিন হাতেমরাজের কাছে থেকে বাড়ী ফিরে চল্লেন। আসতে আসতে পথে সেই দুষ্ট উওনির সঙ্গে দেখা। রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ লোক-জনদের তাকে ধর্‌তে বল্লেন। যাই বলা আর অমনি কাজ! তখন সকলে মিলে উওনিকে বেঁধে রাজপুত্রের কাছে নিয়ে এল। রাজপুত্র তখন তার কাছ থেকে সেই সোণার ডিম কেড়ে নিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিতে হুকুম দিলেন।
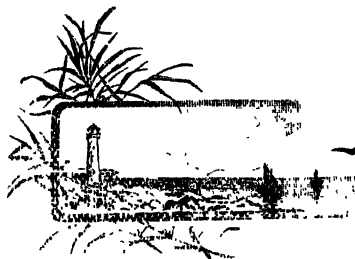
চোর রাজপুত্র শবরঙ্গ।

কাশ্মীররাজ মৃগয়ার নামে নেচে উঠেন। শীকার পেলে তাঁর আহার নিদ্রা ঘুচে যায়। একদিন তিনি দূরে এক জঙ্গলে মৃগয়া করতে গিয়ে এক হরিণশিশু দেখ্‌তে পেয়ে তাকে তাড়া করলেন। মৃগশিশু প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলো। রাজাও ক্রমাগত তার পিছু পিছু তাড়া করে ছুটলেন। বাণের পর বাণ ছুঁড়্‌তে লাগলেন, সবই ব্যর্থ হ'তে লাগলো। চকিত-চঞ্চল হরিণশিশু এ বন সে বন ক'রে কত বন পার হয়ে গেল। রাজাও অনুচরবর্গকে দূর দূরান্তে ফেলে রেখে শীকারের উদ্দেশে একলাটী যে কত দূরে এসে পড়েছেন তখন তাঁর সে হুঁস নাই। এত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন যে আর চল্‌তে পারেন না। তখন বাধ্য হয়ে তাঁকে থাম্‌তে হ'ল। যখন দাঁড়ালেন তখন দেখেন যে একটা সুন্দর প্রকাণ্ড বাগানের ভিতর এসে পড়েছেন। তারপর চেয়ে দেখেন যে বাগানের ভিতর পরীর মত সুন্দরী একটী কন্যা একলাটী সেখানে পায়চারি করছে।

রাজার তখন কেমন এক খেয়াল হ'ল, সেই কন্যার কাছে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ হেসে বল্লেন—"হাঃ হাঃ, তোমার মত যদি স্ত্রী পাই তাহ'লে বিয়ে করে এই জঙ্গলের ভিতর ফেলে রেখে যেতে পারি।"

উত্তরে কন্যা বল্লেন—"ঠিক বলেছ, আমিও তোমার মত কাউকে পেলে বিয়ে করি আর তারপর যে ছেলে হবে তোমার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিই।"

মুখের মত জবাব পেয়ে রাজা বাগান থেকে সরে পড়লেন। তারপর খানিক দূরে যেতেই দেখেন সাম্‌নে এক রাজপুরী! তখন সেখানে গিয়ে সিপাইশান্ত্রির কাছে সেই মেয়েটির কথা জান্‌তে চেষ্টা করলেন; কিন্তু তারা কেউ কিছু বলতে পারলো না। তখন নিরাশ হয়ে বাড়ী ফিরে এসে সমস্ত তন্ন তন্ন করে জান্‌বার জন্য এক বিশ্বস্ত দূত পাঠিয়ে দিলেন। কয়েক দিন পরে দূত এসে সংবাদ দিল রাজা যে কন্যাকে দেখে এসেছেন তিনি সেই দেশের রাজকন্যা। আর যে বাগানে তাঁকে দেখেছিলেন সে তাঁরই সখের বাগান। সেখানে প্রতিদিন বিকাল বেলায় তিনি সখীদের নিয়ে ফুল তুলতে আসেন।

কাশ্মীররাজ দূতের মুখে সকল কথা শুনে মনে মনে বল্লেন—"আমাকে এ কন্যা বিয়ে করে আন্‌তেই হবে। তখন ঘটকালীতে ওস্তাদ একজন 'মাঁজিমায়র' (ঘটক)কে এই সম্বন্ধ স্থির করতে যেতে তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন।

মাঁজিমায়র সেই দেশের রাজার কাছে গিয়ে কাশ্মীররাজের গুণ কীর্ত্তন করে রাজকন্যার বিবাহের প্রস্তাব করলো। সে রাজা কাশ্মীররাজের যশ-মান-গুণ-গৌরবের কথা শুনে তাঁর কাছে রাজকন্যার বিয়ে দিতে রাজী হ'লেন। মাঁজিমায়র তখন মনে মনে খুসী হয়ে কাশ্মীররাজের কাছে ফিরে গেল। সে রাজার মত করে এসেছে শুনে কাশ্মীররাজ মাঁজিমায়রকে অনেক বকশিস করলেন।

তখন পাঁজী পুঁথী দেখে বিয়ের দিন ঠিক হ'য়ে গেল। তারপর কত হাতীঘোড়া, লোকলস্কর, সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়ে, কত সাজসজ্জা

জাঁকজমক করে, কত ঢোলডগর বাদ্যি বাজিয়ে, কত হীরাজহরত, মণিমুক্তায় গা ঢেকে, পথের ধুলো আকাশে উড়িয়ে কাশ্মীররাজ বিয়ে কর্‌তে গেলেন সে সব আর কত বল্‌ব। আর তারপর কত ধুমধাম করে বিয়ে হল, কত ঘটা করে খাওয়ান দাওয়ান হল, কত আতুর-কাঙ্গালী বিদায় হ'ল সে যে দেখেছে তার চক্ষু সার্থক হয়েছে।

বিয়ের পর কাশ্মীররাজ নূতন রাণী নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে এলেন। রাজার সাতশ রাণী। অন্দর মহলে তাঁদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক থাকবার যায়গা। সেই অন্দর মহলে নূতন রাণীর স্থান হ'ল। রাজার ইচ্ছামত এক একদিন এক একরাণীর কাছে থাকেন। কতদিন হয় রাজা নূতন রাণীকে এত করে ঘরে এনেছেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত একদিনও তাকে দেখ্‌তে জাননি বা তাঁর সঙ্গে একটী কথাও বলেননি। কন্যাকে প্রথমে শ্বশুরবাড়ী এলেই একবার তাকে বাপের বাড়ী ফিরে যেতে হয়। তাই নূতন রাণীর বাপ তাঁকে নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়েছেন। সেই সুযোগে তিনি তখন বাপের বাড়ী চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁর স্বামীর এই অদ্ভুত ব্যবহারের কথা আর কাউকে বল্‌লেন না। তাঁর মার কাছে সেই বাগানে প্রথম দেখা হ'তে আগাগোড়া সব খুলে বল্লেন। সে সব শুনে রাণী মেয়েকে আশ্বাস দিয়ে ধৈর্য্য ধরে থাকৃতে উপদেশ দিলেন।

একমাস দু'মাস করে তিন বছর কেটে গেল তবুও কাশ্মীররাজ নূতন রাণীকে আন্‌বার নাম করেন না। তখন রাজার কাছে একদিন রাজকন্যা গিয়ে বল্লেন—"আমি দেশ বিদেশে বেড়াতে যাব। আমি যেন মান সম্ভ্রম রক্ষা করে বেড়াতে পারি এজন্য আমার সঙ্গে একজন উজীর ও উপযুক্ত সেনাবাহিনী নিয়ে যেতে অনুমতি করুন।"

শুনে রাজা অবাক হ'য়ে বল্লেন—"সে কি কথা মা? তুমি মেয়ে

মানুষ কোথায় বেড়াতে যাবে? তুমি একে যুবতী তায় সুন্দরী, মা, বাপ বা স্বামীর সঙ্গে ছাড়া তোমার কি একলা কোথাও যাওয়া শোভা পায়? আমি যদি তোমার এ ইচ্ছার অনুমোদন করি তাহ'লে লোকেই বা আমায় কি বল্‌বে? না, মা, তুমি এই ইচ্ছা ত্যাগ কর।"

রাজা অনেক করে বুঝাতে চেষ্টা কর্‌লেন কিন্তু কিছুতেই কন্যাকে নিরস্ত করতে পার্‌লেন না। তখন অগত্যা একজন বিশ্বস্ত উজীরের উপর সকল ভার দিয়ে উপযুক্ত টাকা কড়ি, লোকজন ও সৈন্য সামন্ত সঙ্গে দিতে বাধ্য হ'লেন। প্রথম কিছুদিন সামন্ত রাজাদের অতিথি হয়ে তাদের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার দেখে অনেক জ্ঞানলাভ কর্‌লেন। পরে এদেশ সে দেশ দেখে শেষকালে কাশ্মীর-রাজের রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন।

সেখানে গিয়ে প্রথমে সে দেশের সমস্ত দেখ্‌বার জন্য তাঁর খুব ইচ্ছা হ'ল। তখন উজীরকে দিয়ে কাশ্মীররাজের কাছে এই বলে এক চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলেন যে তিনি যাঁর সামন্তরাজা, যাঁর কাছে তাঁকে রাজকর দিতে হয়, সেই রাজার কন্যা দেশ দেখ্‌তে এসে তাঁর রাজ্যে উপস্থিত হয়েছেন। নগর দর্শন তাঁর অভিপ্রায়। কাশ্মীর-রাজ চিঠি পেয়ে পাত্র মিত্র সঙ্গে নিয়ে সেই কন্যাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলেন। তারপর কন্যার ও তাঁর অনুচরবর্গের জন্য স্বতন্ত্র এক মহল বাড়ী ছেড়ে দিলেন আর তার আহার বিহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের যাতে কিছু মাত্র ত্রুটী না হয় সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা করে দিলেন।

কাশ্মীররাজ স্বয়ং প্রতিদিন অতিথির সংবাদ নিতে আসেন। ক্রমশঃ দুজনের মধ্যে নানা আলাপ হ'তে লাগলো। ক্রমে কন্যার অতুলরূপে

মুগ্ধ হ'য়ে কাশ্মীররাজ তাঁর প্রেমজালে আবদ্ধ হ'লেন। এক মাস দুই মাস করে ক্রমে এক বৎসর পার হ'তে চল্লো। তখন একদিন কন্যা বিশেষ দরকারে দেশে ফিরেযেতে চাইলেন। সে কথায় কাশ্মীররাজের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়্লো। তাঁকে ছেড়ে রাজার কি করে দিন কাট্‌বে এইরূপ নানা আপত্তি তুলে তাঁর যাওয়া বন্ধ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লেন। কিন্তু কন্যা না গিয়ে পারেন না এম্‌নি ভাব দেখিয়ে বল্লেন—"ভয় নেই, আমি শীগ্‌গির আবার ফিরে আস্‌ব। আমাদের প্রেমের চিহ্নস্বরূপ তুমি আমার এই আংটিটী লও, আর তার বদলে আমাকে তোমার আংটী ও রুমাল দাও।" তখন রাজা তাই কর্‌লেন।

রাজকন্যা দেশে ফিরে এলেন, দেখে সকলের খুব আনন্দ হ'ল। দেশ বিদেশে কত কি দেখে এসেছেন সে সকল জানবার জন্য রাজা মেয়েকে কত কথাই না জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। নানান দেশের কত কথা শুন্‌লেন কিন্তু মেয়ে যে কাশ্মীর রাজ্যে গিয়ে এতদিন বাস করেছে রাজা সে কথা জান্‌তে পার্‌লেন না। রাণীর কাছে কিন্তু রাজকন্যা সকল কথা খুলে বল্লেন। তারপর রাণী যখন জান্‌লেন যে শীঘ্রই রাজকন্যার ছেলে হবে তখন তাঁর কতই না আহ্লাদ হ'ল। তখন ছেলে হ'লে স্বামী স্ত্রীকে কি করে এক করবেন তিনি তার নানা উপায় ভাব্‌তে লাগ্‌লেন।

সময়পূর্ণ হ'লে রাজকন্যা এক পুত্র সন্তান প্রসব কর্‌লেন। তার নাম রাখা হ'ল 'শবরঙ্গ'।

ছেলে যত বড় হ'তে লাগ্‌লো ততই সে চতুর ও বুদ্ধিমান হ'য়ে উঠলো। রাজা তাকে তখন সকল বিদ্যা, সকল শাস্ত্র, শিক্ষা দিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। অল্প দিনের মধ্যে সে বিদ্যা বুদ্ধি ও বীরত্বে সকলকে পরাস্ত করে দিল। রাজা সে কথা শুনে এত খুসী হ'লেন

যে তাকে প্রধান উজীরের পদে নিযুক্ত কর্‌লেন। এমন কি রাজা মনে মনে ঠিক কর্‌লেন যে কাশ্মীররাজ যদি তাকে পুত্র বলে অস্বীকার করেন তাহ'লে তিনি দৌহিত্রের হাতে নিজের রাজ্যভার সমর্পণ কর্‌বেন।

শবরঙ্গ সকল বিদ্যায় পারদর্শী হ'ল কিন্তু তার মা তাকে চুরী বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য মহাব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌লেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন যে ছেলে যদি সব রকম ছল চাতুরীতে ওস্তাদ হয়ে উঠে তাহ'লেই তাকে দিয়ে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হ'তে পার্‌বে। এই ভেবে তিনি রাজ্যের সকলের সেরা সর্দ্দার চোরকে ডাকিয়ে তার পর শবরঙ্গের চুরী বিদ্যা শিক্ষার ভার দিয়ে বল্লেন যে সে যদি শবরঙ্গকে ছল চাতুরীতে ওস্তাদ করে দিতে পারে তাহ'লে তাকে অনেক বকশিস দেওয়া হবে। সর্দ্দার চোর সে কথা শুনে বল্লে যে সে কয়েক মাসের মধ্যেই চুরী বিদ্যায় শবরঙ্গকে এমন একজন পাকা ওস্তাদ করে দিবে যে সেই সকলের সেরা হবে।

তারপর সর্দ্দার চোর শবরঙ্গকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। তিন মাস যেতে না যেতেই সে তাকে রাজকন্যার কাছে ফিরে এনে বল্লে যে তার সকল শিক্ষা শেষ হয়েছে। সে এখন একজন সেরা ওস্তাদ; তাকে হারাতে পারে এমন কেউ নাই। এ কথা শুনে রাজকন্যা বল্লেন—"ভাল, কেমন ওস্তাদ হয়েছে দেখা যাক্‌। ওই যে সাম্‌নে প্রকাণ্ড বুনী * গাছটা দেখা যাচ্ছে উহার আগায় একটা বাজপাখী বাসা ক'রে তাতে ডিম পেড়েছে। পাখীটা যাতে টের না পায় এমনি ভাবে শবরঙ্গ গিয়ে ডিমটা পেড়ে আনুক দেখি!"

সর্দ্দার চোর বল্লে—"যাও বাচ্চা, তোমার মার হুকুম তামিল কর।"

---

* পারশ্য ভাষায় 'চিনার' বলে।

এ কথা বলবামাত্র শবরঙ্গ একলাফে গিয়ে সে গাছে চড়ে ব'সলো। তারপর গাছের আগার কাছে গিয়ে এমনিভাবে চুপি চুপি হাত বাড়িয়ে ডিমটা তুলে নিয়ে এল যে বাজ তখন ডিমে তা দিচ্ছিল, সে এক বিন্দুও টেরপেল না। তা দেখে তার মা বল্লেন—"সাবাস বটে! আচ্ছা, এবারে ঐ যে রাস্তা দিয়ে লোকটা পা জামা পরে যাচ্ছে, ওর পা জামাটা খুলে নিয়ে এস দেখি?"

শবরঙ্গ তৎক্ষণাৎ সেই লোকটারদিকে ছুটেগেল। তারপর মাঠ দিয়ে ঘুরে একটু এগিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশে একটা গাছেরদিকে এক-দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। সে লোকটী সেখানে গিয়েই ছেলেটিকে এমনি ভাবে তাকিয়ে থকেতে দেখে তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লো—"গাছের আগার দিকে চেয়ে কি দেখ্‌ছ? শবরঙ্গ তখন কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লে—"হায় আমার পোড়া কপাল! ঐ গাছের আগায় আমার হারগাছটা আট্‌কে আছে। আমি হারগাছটা হাতে করে লোফালুফি খেলছিলুম, হঠাৎ গিয়ে সেটা গাছের আগায় ঠেকে রইলো। তুমি যদি একবারটী পেড়ে দাও তাহ'লে তোমাকে দু টাকা বকশিস করব।

লোকটা তখন তাড়াতাড়ি গাছে উঠ্‌তে গেল। সবরঙ্গ বল্লে—"তোমার পাজামাটা খুলে আমার কাছে রেখে যাও, তা না হ'লে গাছের ঘেস্‌ড়ায় ছিঁড়ে যাবে।" লোকটা বল্লে—"আমার পাজামা ছিঁড়্‌বার ভয় নেই, আমার গাছে ওঠার খুব অভ্যাস আছে।" শবরঙ্গ ভেবেছিল এই ফন্দি এঁটে পাজামাটা হাত করে নিবে। কিন্তু লোকটা পাজামা পরেই সর্ সর্ করে গাছে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। শবরঙ্গ তখন মহাবিপদে পড়্‌লো। তার মার কাছে শুধু হাতে যাবে কি করে? তারপর একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে যে কাছেই একটা পিঁপড়ার গর্ত্ত রয়েছে। তখন চট ক'রে তার মাথায় একটা বুদ্ধি

যোগাল। গাছের নীচে প'ড়েছিল একটা 'নলখাগড়া'। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে সেই গর্ত্তের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। তারপর সেটা তুলে নিয়ে সেই লোকটার পিছু পিছু গাছের খানিক দূরে উঠেই নলখাগড়ার একটা ধার মুখের ভিতর পূরে জোরে ফু দিল। তখন তার ভিতরে যে পিঁপড়াগুলি ছিল, সব সেই লোকটার পাজামার ভিতর ঢুকে গেল। সে ক্রমাগত উপরেরদিকে উঠ্ছিল, তার পিছু পিছু যে শবরঙ্গ উঠেছে পাতার আড়ালে তা সে একটুও দেখ্তে পায়নি।

দেখ্তে না দেখ্তে পিঁপড়ার কামড়ে সে অস্থির হয়ে পড়লো। তখন দিশাহারা হ'য়ে পাজামাটা খুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। শবরঙ্গ ত তাই চায়। সে তৎক্ষণাৎ গাছ থেকে নেমে পাজামাটা নিয়ে সটান পাড়ি দিল। তখন সে পাজামা দেখে রাজকন্যা এত খুসী হ'লেন যে সর্দ্দার চোরকে অনেক পুরস্কার দিয়ে বিদায় কর্লেন।

তারপর কিছুদিন যায়, একদিন শবরঙ্গ অপর ছেলেদের সঙ্গে খেলা কর্ছিল। এমন সময় তাদের মধ্যে এক কথা দু'কথায় ঝগড়া লেগে একজন বল্লে—"বাপ নেই ছেলের অতবড় কথা কেন?" এ কথায় শবরঙ্গ অতি বিরক্ত ও অবাক হয়ে তৎক্ষণাৎ খেলা ফেলে. তার মার কাছে ছুটে গিয়ে বল্লে—"মা, মা, আমার নাকি বাপ নেই?" শুনে রাজকন্যা বল্লেন—"বাবা. সে দুঃখের কথা বলে আর কি হবে? তুমি কাশ্মীররাজের পুত্র। আমাদের বিয়ের পর তিনি অতি নিষ্ঠুরের মত আমায় ত্যাগ করেছেন।" মার কথা শুনে কাশ্মীররাজের উপর শবরঙ্গের অত্যন্ত রাগ হ'ল। সে তখন বল্লে—"মা, আমাকে এতদিন একথা বলনি কেন? দাদামশাই বা এতদিন এ অপমানের প্রতিশোধ নেননি কেন?" শবরঙ্গের কথা শুনে তার মা বল্লেন—"অত অধীর হতে নেই, অন্য উপায় থাকৃতে অপমান বা বিবাদের প্রয়োজন কি?

তুমি তোমার পিতার রাজ্যে চলে যাও। সেখানে গিয়ে তোমার নিজ গুণে যদি তুমি রাজার প্রিয়পাত্র হতে পার তা হ'লেই তিনি তোমাকে রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী করে নিবেন আর আপনা হ'তে তোমার সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহের প্রস্তাব কর্‌বেন। যখন এতদূর গড়াবে তখন তুমি আমায় নিতে লোক পাঠিও। আমি গিয়ে রাজার কাছে যা বল্‌বার বল্‌ব। তাহ'লে তিনি নিজের অন্যায় বুঝ্‌তে পেরে তাঁর পরিত্যক্ত রাণীকে গ্রহণ করে তাঁর এই সুচতুর বীর তনয়কে আপন রাজ্যের ভার প্রদান কর্‌তে পারেন।" মায়ের কথায় সবরঙ্গ বল্লে—"বেশ, সেই ভাল। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখ্‌ব তোমার কথামত কাজ কর্‌তে পারি কিনা।"

কয়েক দিনের মধ্যেই শবরঙ্গ কাশ্মীরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সেখানে গিয়ে সে প্রথমেই দ্বারীর সঙ্গে ভাব করে নিল। কেননা দ্বারীই রাজবাড়ীর ভিতর যেতে দেওয়া না দেওয়ার মালিক। তাকে হাত করতে পার্‌লে আর রাজবাড়ীর ভিতর যাতায়াতের কোনও ভাব্‌না নাই। শবরঙ্গ কয়েক দিনের ভিতরে দ্বারীকে এমন বশ করে নিল যে সে আপনা হ'তে তাকে রাজার কাছে নিয়ে তার নানা গুণপণার ব্যাখ্যা করে রাজসরকারে তাকে একটা উপযুক্ত চাকরী দিবার জন্য প্রার্থনা কর্‌লো। রাজা শবরঙ্গের কচি ডগ্‌ডগে চেহারা আর তার সুন্দর আদবকায়দা ও কথাবার্ত্তায় খুসী হয়ে তাকে একজন পারিষদ করে নিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সে একাজে খুব প্রতিপত্তি লাভ কর্‌লো এবং রাজার ও অপর সকলের প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠ্‌লো।

কিছুদিন যায়, একদিন ভাব্‌লো যে সর্দ্দার চোরের কাছে সে যে বিদ্যা শিখেছে এখন তা কাজে লাগে কিনা পরীক্ষা করে দেখ্‌বে।

তারপর প্রায় প্রতিদিন তার চুরী বিদ্যার পরীক্ষা কর্‌তে লাগলো। সে আজ এখানে, কাল ওখানে চুরী করে আর সেই সকল চোরাই মাল মাঠে একটা গর্ত্ত খুঁড়ে তার ভিতরে পুতে রাখে। রাত্রিতে চুরী কর্‌তো কিন্তু দিনের বেলায় সকলের আগে গিয়ে রাজ সভায় হাজির হ'ত। তার কাজের একবিন্দুও ত্রুটী হ'তনা।

এদিকে রোজ চুরী হয়, কিন্তু চোর কোন দিনই ধরা পড়ে না। দেশের লোক একবারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লো। তখন সকলে মিলে রাজার কাছে গিয়ে নালিস কর্‌লো যে তাদের সর্ব্বনাশ হ'তে চলেছে। চোর ধর্‌বার ব্যবস্থা না কর্‌লে তাদের ধন সম্পত্তি বজায় রাখা দায় হ'ল।

সে কথা শুনে রাজা তৎক্ষণাৎ কতোয়ালকে ডেকে আদেশ দিলেন সাত দিনের মধ্যে চোর ধরা না পড়্‌লে তার বিপদ ঘটবে। কতোয়াল তখন মহা ভাবনায় পড়্‌লেন। এতদিন অনেক চেষ্টা করেও চোরের কোন সন্ধান নিতে পারেন নাই। এখন রাজার হুকুম তামিল না ক'রে উপায় নাই। কাজেই সেই রাত থেকে চোর ধর্‌বার যত কিছু আয়োজন হ'ল। প্রহরীর দল সারারাত পথে ঘাটে অলিতে গলিতে পাহারা দিতে লাগ্‌লো। নগর কতোয়াল নিজেও সারারাত খবরদারি কর্‌তে লাগ্‌লেন।

সে রাত্রিতে শবরঙ্গ তিন চার যায়গায় চুরী করে সমস্ত মাল সেই মাঠের গর্ত্তের ভিতর রেখে আবার রাজবাড়ীতে ফিরে এল। যাদের বাড়ীতে চুরী হ'ল পরদিন তারা আবার রাজার কাছে গিয়ে নালিস কর্‌লো। শুনে রাজার অত্যন্ত ক্রোধ হ'ল। তিনি তৎক্ষণাৎ কতোয়ালকে ডেকে বল্লেন—"যদি সাত দিনের মধ্যে চোর ধরা না পড়ে তা'হ'লে তোমার গর্দ্দান যাবে।" কতোয়ালের মাথায় আকাশ

ভেঙ্গে পড়্‌লো। কি করে যে চোর ধর্‌বেন এই মহা ভাবনায় পড়্‌লেন। আয়োজনের ক্রটী নাই, পাহারার বিরাম নাই, চেষ্টার অবধি নাই, কিন্তু চোর আর কিছুতেই ধরা পড়েনা!

সে দিন থেকে আরো কড়াকড়্‌ পাহারা পড়্‌লো। কতোয়াল নিজে ছদ্মবেশে সারারাত চার্‌দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন। কত ছদ্মবেশ-ধারী প্রতিহারীর দল বাড়ী বাড়ী ঘুরে ফির্‌তে লাগ্‌লো। অনেক পুরস্কারের প্রলোভন দেখালেন। পথে পথে এই বলে ঢেঁট্‌রা পিটে দিলেন যে 'চোর যদি আপনা হ'তে ধরা দেয় তবে রাজা তার সকল অপরাধ মাপ কর্‌বেন।' চোর ধর্‌বার কত আয়োজনই হ'তে লাগ্‌লো কিন্তু হায় সকলই বিফল হ'ল! সে দিন থেকে শবরঙ্গের দুঃসাহস আরও বেড়ে গেল। পাহারার মাত্রা যত কড়াকড়্‌ হ'তে লাগ্‌লো চুরীর সংখ্যা ততই বেড়ে চল্‌তে লাগ্‌লো।

রাজ্যময় মহা হুলস্থুল প'ড়ে গেল। চোরের জ্বালায় রাজা প্রজা সকলেই অস্থির হ'য়ে পড়্‌লো। কতোয়ালের আহার নাই, নিদ্রা নাই, সাত দিন পূর্ণ হ'তে চল্‌লো, অথচ চোরের কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না। তখন একবারে হতাশ হ'য়ে কতোয়াল গিয়ে রাজার পায়ে প'ড়ে ব'ল্লেন—"মহারাজ, মানুষের সাধ্যে যতদূর সবইত করা হয়েছে, এখন উপায় কি?" শুনে রাজা বল্লেন—"কিছুতেই যখন কিছু হ'ল না তখন রাজ্যের সমস্ত সেনা তোমার হাতে দিচ্ছি, তুমি তোমার ইচ্ছামত তাদের কাজে লাগাও।"

সাত দিনের দিন সন্ধ্যার পর পথে লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। সিপাই, শান্ত্রী, প্রহরীর দল সমস্ত পথ ঘাট আগ্‌লে পিঁপ্‌ড়ার সারের মত দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগ্‌লো। কতোয়াল স্বয়ং সারারাত ঘুরে ফির্‌তে লাগ্‌লেন। সকলেই আজ কাণখাড়া করে আছে, কোথাও

"টু' শব্দটী হওয়ার যো নাই, চারিদিক থেকে হৈ, হৈ, রৈ, রৈ। সেনার দল চারদিক ঘিরে ফেল্‌ছে।

রাত ক্রমে এক প্রহর কেটে গেল। কতোয়ালের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, চারিদিকে ঘুরে ফির্‌ছেন। এমন সময় দুরে একটা কূয়োর ধারে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে ব'লে তাঁর মনে হ'ল। 'চোর' 'চোর' বলে তিন লাফে কতোয়াল সেখানে গিয়ে হাজির হ'লেন। সে লোকটী তখন তাঁকে দেখে বল্লে—"না গো না, আমি চোর নই, বাগানের মালী বউ। আমি এখানে কূয়োথেকে জল তুল্‌তে এসেছি।" কতোয়াল শুনে বল্লেন—"জল তুলবার এ সময়ই বটে! সারাদিন পরে এই বুঝি তোর জল তুল্‌বার সময় হ'ল?"

সে বল্লে—"আমি কাজের জন্য একেবারে ফুরসৎ পাই নি"।

তখন কতোয়াল বল্লেন—"এদিক দিয়ে চোর টোর যায় নি ত"?

সে বল্লে—"হাঁ, হাঁ, গিয়েছে বই কি? এই যে খানিকক্ষণ হ'ল আমাদের ক্ষেত থেকে এক বোঝা হাক্* নিয়ে গেল। পাছে চেঁচালে আমায় মেরে দেয় তাই ভয়ে আমি চুপ করে রইলুম। বাবা! তার হাতে যে প্রকাণ্ড লাঠিগাছটা ছিল! এখনই হয়ত সে ফিরবে। এখানে খানিকক্ষণ থাক্‌লেই তাকে দেখ্‌তে পাওয়া যাবে।"

কতোয়াল বল্লেন—"বেশ, বেশ, সুখবর! আমিও ত তাই চাই। তবে কিনা এখানে একটু আড়াল নেই যে লুকিয়ে থাকব। আমাকে দেখ্‌তে পেলেই ত সে দুর থেকে পালিয়ে যাবে।"

তখন সে বল্লে—"এক কাজ করুন। আপনি আমার এই পিরাণটা†

* শাক্, সব্‌জি।

† কাশ্মিরী স্ত্রীলোক, পুরুষ, হিন্দু, মুসলমান সবাই সেমিজের মত এই লম্বা জামা পরে। ইহার আস্তিন প্রায় একহাত ঢিলে আর লম্বায় ২।৩ গজ হবে। স্ত্রী-লোকদের পিরাণের হাতাই বেশী লম্বা হয়।

পারে জল তুল্ছেন এমনি ভাণ করুন। যখন কের ঘুরে আস্বে তখন তাকে খপ্ করে ধরে ফেল্বেন।" কতোয়াল তখন সাত পাঁচ ভেবে তারপর সে পিরাণটা পরে বল্লেন—"আচ্ছা কি করে জল তুল্তে হবে একবারটী আমায় দেখিয়ে দাও দেখি"? তখন সে তাড়াতাড়ি 'লাটার' যে দিকটায় ভারি জিনিষ বাঁধা থাকে সে দিকটায় কতোয়ালকে দড়ি দিয়ে বেঁধে লাটার অপর দিকের দড়িগাছটা ধরে জোরে টান্তে বল্লে। যাই টানা অম্নি কতোয়াল সট্‌কে একেবারে ২০ হাত উপরে উঠে গেলেন আর মালীবউও তাড়াতাড়ি লাটার উল্টোদিকের দড়ি গাছটা ধরে গোড়ার সঙ্গে বেঁধে দিল।

কতোয়াল তখন শূন্যে ঝুল্ছেন আর বল্ছেন—"ওকি, ওকি?" মালীবউ বল্লে—"চুপ করুন, চুপ করুন, আপনার চেঁচান শুন্লে চোর আর এদিক পানে আস্বে না, এখনই পালিয়ে যাবে। খানিক চুপ করে থাক্লেই দেখ্তে পাবেন চোর এইদিকে আস্ছে। ভয় নেই, আমি তখনই এসে দড়ির বাঁধন খুলে দিব, তখন অপনার চোর ধর্তে একটুও কষ্ট পেতে হবে না।" এই বলে সে চম্পট দিল!

প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেল। শবরঙ্গ ওরফে মালীবউ ততক্ষণ বিছানায় নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে! কতোয়াল তখনও চোরের চাতুরী বুঝ্তে পারেন নি। অনেকক্ষণ চোরের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে তাকে নামিয়ে দিবার জন্য বার বার চেঁচিয়েও যখন মালীবউএর আর কোন চিহ্ন দেখ্তে পেলেন না তখন চোরই যে এই চাতুরী খেলেছে তা বেশ বুঝ্তে পার্লেন। "হায়! হায়! শেষকালে চোর আমাকেই এই দশা করে গেল!" এই ভেবে কতোয়াল ক্ষোভে ও লজ্জায় আধমরা হয়ে গেলেন।

পরদিন রাত পোয়াতে না পোয়াতে সকলে রাজার কাছে নালিশ

কতোয়াল সট্‌কে একবারে ২০ হাত উপরে উঠে গেলেন।

৫২ পৃষ্ঠা।

Bijoya Press, Calcutta.

কর্‌তে গেল। সেদিনও এত চুরী হয়েছে শুনে রাজা বল্লেন—"কতোয়াল সারারাত কি করেছে? এখনই তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।" রাজার হুকুমে পাইক ছুটে গেল, কিন্তু কতোয়াল বাড়ী নাই! কাল সন্ধ্যা থেকে তিনি কোথায় আছেন বাড়ীর লোক কিছুই জানে না। তখন কতোয়ালের খোঁজে চারিদিকে লোক গেল।

এখানে খোঁজে, সেখানে খোঁজে, ঘরে খোঁজে, বাইরে খোঁজে, মাঠে খোঁজে, ঘাটে খোঁজে, অলিতে খোঁজে, গলিতে খোঁজে কিন্তু কতোয়ালকে আর কোথাও পাওয়া যায় না! শেষকালে সেই বাগানের কাছে এসে দেখে—ওমা একি! স্ত্রীলোকের পিরাণ গায়ে লাটার আগায় ঝুল্‌ছে, ও কে? কতোয়ালের মতই ত যেন দেখাচ্ছে। আরো কাছে গিয়ে দেখে সেই ত বটে! হায়, এদশা কে কর্‌লে?

পাইক ছুটে গিয়ে রাজাকে খবর দিল। রাজা সে কথা শুনে অবাক হ'লেন। আস্তে ব্যস্তে রাজা তখন নিজেই কতোয়ালকে দেখ্‌তে এলেন। কতোয়ালকে লাটার আগায় ঝুল্‌তে দেখে রাজার হাসি পেল বৈকি? আহা, বেচারা সারারাত শূন্যে ঝুলেছে আর শীতে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কেঁপেছে দেখে রাজার কষ্টও হ'ল। তখন দড়ি খুলে কতোয়ালকে নামান হল। মাটীতে পা ঠেক্‌বামাত্র কতোয়াল গিয়ে রাজার পায়ে পড়্‌লেন। তারপর বল্লেন—"মহারাজ, আমার গর্দ্দান নিন। আমার বেঁচে থাকায় ধিক্‌! আমি আর এ জীবন রাখ্‌তে চাই না"। এই বলে কি ক'রে তাঁর এই দশা হ'ল রাজাকে সব খুলে বল্লেন।

শুনে রাজা মহা ভাব্‌নায় পড়লেন। তখন উজীরকে ডেকে বল্লেন —"চোরের জ্বালায় রাজ্য যে যায়! প্রজারা আর এভাবে কত সইবে? তারা আর কত দিন এরাজ্যে বাস কর্‌বে? সবাই যদি চলে যায় আমি

কাকে নিয়ে রাজত্ব করব?" উজীর তখন জোড় হাত করে বল্লেন—"মহারাজ, এ কখনই হতে পারেনা। চোরকে ধরতেই হবে। মহারাজের অনুমতি হলে আজই রাত্রিতে আমি নিজে চোরের সন্ধানে বের হ'তে পারি"। রাজা বল্লেন—"বেশ, তাই হবে"।

সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে উজীর কত সাজগোজ করে তার ঘোড়ায় চ'ড়ে চোর ধরতে বের হ'লেন। ওদিকে শবরঙ্গও বের হ'য়ে খানিক পরেই এক অতি গরীব মুসলমানীর বেশ ধরলো। গায়ে দিল এক ময়লা চিরকুট ছেঁড়া পিরাণ, মাথায় দিল এক তেল চিট্ চিটে কশাব * আর তার উপর ঝুলিয়ে দিল একখানা ময়লা পাট কাপড় †। তারপর একটা মেটে ঘরের দোরে ব'সে ঘড়্‌র ঘড়্‌র করে জাঁতায় ভুট্টা পিষতে লাগ্‌লো। ঘরের ভিতর দেয়ালের গায়ে মিট্ মিট্ করে জ্বলছে একটা প্রদীপ, তাতে ভাল করে কিছু দেখাও যায় না।

রাস্তাদিয়ে টগ্ বগ্ করে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলেন উজীর। জাঁতার ঘড় ঘড়ানী শব্দ শুনতে পেয়ে সেখানে ঘোড়া থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"ওখানে বসে কে ও?"

উত্তর হল—"এক বুড়ী। আমি ঘরে ভুট্টা ভাঙ্গছি।" তারপর উজীর বলে চিনতে পেরে যেন হঠাৎ চমকে উঠে বল্লে—"ও কি, এযে উজীর মশাই! আচ্ছা, আর একটু হলেই যে চোর বেটাকে ধরতে পারতেন। এইমাত্র এখান থেকে কতগুলি ভুট্টা তুলে নিয়ে গেল। আমি চোর, চোর করে চেঁচিয়ে উঠ্‌তেই আমাকে এমনি এক ঘা মারলে যে আমার মাথা ঘুরে গেল।"

---

* কাশ্মীরী মুসলমান স্ত্রীলোকদের মাথায় পরিবার লাল টুপী।

† কাশ্মীরী মুসলমান স্ত্রীলোকেরা একখানা পাটের কাপড় মাথার উপর দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়। উহা এত লম্বা যে প্রায় পায়ের পাতা পর্যান্ত আসে।

চোরের নাম শুনেই উজীর বল্লেন—"চোর? কোথায় চোর? কোন্ দিকে গেল?"

"ওই যে, ওইদিকে গিয়েছে"—এই বলে পাহাড়ের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

উজীর তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে সেইদিকে চলে গেলেন। তারপর এদিক ওদিক খুঁজে যখন কিছুই দেখ্‌তে পেলেন না তখন আবার ফিরে বুড়ীর কাছে এসে সে আর কিছু জানে কি না জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। বুড়ী বল্লে—"আমি যা জানি আগেই ত বলেছি। আর চোরের কথা জেনেই বা কি হবে? আপনি যে পোষাক পরে রয়েছেন আর প্রকাণ্ড ঘোড়ায় চড়ে আছেন এ দেখ্‌লেইত চোর আগে থাক্‌তে পালিয়ে যাবে। এ বেশে কখনও চোর ধরা যায়? যদি এই বুড়ির কথা শোনেন তবে এক কাজ করুন। আমার সঙ্গে পোষাক বদল করে আপনি এখানে থাকুন আর আমি চোরের সন্ধানে যাই। এখানে বসে আপনি ভুট্টা পিষ্‌তে থাকুন। যে লোভ পেয়েছে চোর বেটা নিশ্চয়ই এখানে আবার আস্‌বে, তখন তাকে ফস্ করে ধরে ফেল্‌বেন।"

'এ কথা মন্দ নয়' এই ভেবে উজীর তাতে রাজী হয়ে বুড়ীর সঙ্গে পোষাক বদল কর্‌লেন।

খানিক পরেই দেখা গেল শবরঙ্গ উজীরের মত পোষাক পরে এক তাজি ঘোড়ায় চড়ে বাজারের ভিতর দিয়ে টগ্‌বগ্ করে চলে যাচ্ছে। ইহার কিছু পরেই আবার হয়ত দেখা গেল যে সে রাজ দরবারের অপর কোন এক কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপ কর্‌ছে।

পরদিন আবার চারিদিক থেকে হাহাকার উঠ্‌লো। দলে দলে লোক এসে রাজার কাছে নালিশ কর্‌তে লাগলো। কারও গিয়েছে টাকা, কারও গিয়েছে গহণাপত্র, আবার কারও বা গিয়েছে অন্য জিনিষ।

রাজা তখন অধীর হয়ে বল্লেন—"হায়, হায়, এর উপায় কি? ডাক উজীরকে।" এই বলে তৎক্ষণাৎ উজীরের বাড়ী দূত পাঠালেন। দূত ফিরে এসে সংবাদ দিল—"উজীরের ঘোড়া শওয়ার ফেলে বাড়ী ফিরে এসেছে। উজীর হয়ত চোর ধর্‌তে গিয়েছিলেন তাই চোর তাকে মেরে ফেলেছে।"

এ কথা শুনেত রাজার চক্ষুস্থির! রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারীর দশা শেষে এই হল? তিনি তৎক্ষণাৎ অনুচরবর্গ সঙ্গে নিয়ে এক ঘোড়ায় চড়ে উজীরের সন্ধানে বের হ'লেন। এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে সকলে যখন সেই মেটে ঘরের কাছে গেল, তখন তারা দেখ্‌তে পেল যে উজীর একটা চিরকুট ময়লা তেলচিটে ছেঁড়া মুসলমানীর পোষাক পরে সেখানে বসে অতি করুণ স্বরে বিলাপ কর্‌ছেন। রাজাকে সেখানে দেখ্‌তে পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন—"মহারাজ, এখান থেকে সরে যান, এখান থেকে সরে যান। আমায় আর লজ্জা দিবেন না। আমি এ রাজ্যে আর কোন লাজে মুখ দেখাব?"

তখন রাজা বল্লেন—"হতাশ হয়োনা। যে আমাদের রাজ্য ছার-খার কর্‌বার যোগাড় করেছে, যে আমাদের উজীরকে এই অপমান করেছে সে লোককে ধর্‌তেই হবে।" এই বলে রাজা উজীরকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন।

এখন চোর ধর্‌বার ভার কাকে দিবেন রাজা তাই বসে ভাব্‌ছেন এমন সময়ে থানাদার* এসে জোড় হাত করে বল্লে—"মহারাজ, যদি অনুমতি হয় তবে এ অধীন আজ রাত্রিতে চোর ধর্‌তে যাবে।"

রাজা বল্লেন—"বেশ, তাই হবে। তবে অতি সাবধানে পাহারা দিবে, দেখ্‌তেই পাচ্ছ এ চোর সাধারণ লোক নয়।"

---

* কাশ্মীর রাজ্যের এক এক পরগণার শাসন কর্ত্তাকে থানাদার বলে।

শবরঙ্গ রাজদরবারে থেকে সবই জান্‌তে পারে। রাত্রিতে সে উজীরকন্যার বেশ ধরে উজীরের বাগানের ভিতর পায়চারী কর্‌তে লাগ্‌লো। খুপ্তানের * ঠিক আগেই থানাদার সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে উজীরের বাগানের ভিতর কে যেন চলে বেড়াচ্ছে দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"রাত্রিতে বাগানের ভিতর কে ও"?

উত্তর হ'ল—"আমি উজীরকন্যা. তুমি এখানে কি চাও?"

থানাদার বল্লে—"আমি চোর ধর্‌তে বেরিয়েছি। কাল তোমার বাপকে কি অপমানই না করেছে। তার আগে কতোয়ালকেও নাকালের একশেষ করেছে। আজ রাত্রিতে আমার ভাগ্য পরীক্ষা কর্‌তে যাচ্ছি"।

উজীরকন্যা—"আচ্ছা, তুমি যদি চোর ধর্‌তে পার তাহ'লে কি কর?"

থানাদার—"কি করি? তাহ'লে বাছাধনকে গারদে পুরে হাতে হাতকড়ি আর পায়ে বেড়ী দিয়ে রোজ একবার করে বেত মারি"।

উজীর কন্যা—"আমাকে একবারটী গারদখানাটা দেখাবে চলনা। আমার কতবার দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় কিন্তু বাবা কিছুতেই দেখ্‌তে দেন নি। আজ বেশ সুবিধা হবে। আর বেশি দূরেও ত নয়, একবারটী আমায় নিয়ে চল না। আমার বড় দেখ্‌তে ইচ্ছা করে।"

থানাদার—"আচ্ছা, অন্য একদিন নিয়ে যাব। আমার এখন সময় নেই, তাছাড়া তোমার বাবা যদি শুন্‌তে পান যে এত রাত্রিতে তুমি বাগানের বাইরে গিয়েছ তাহ'লে তিনি ভয়ানক রাগ কর্‌বেন"।

উজীরকন্যা—"তিনি কিছুতেই জান্‌তে পার্‌বেন না। আর আজ ত তাঁর অসুখ। এই বেলা চল আর দেরী করোনা"। এই

* শোবার সময়। পারস্য ভাষায় 'খুপ্তান' অর্থ নিদ্রা যাওয়া

বলে উজীরকন্যা বাগান থেকে তাড়াতাড়ি বের হয়ে এল। থানাদার মহাবিপদে পড়লো। তখন বাধ্য হয়ে উজীরকন্যাকে গারদ ঘর দেখাতে নিয়ে গেল।

শাস্ত্রী প্রহরী সকলেই চোরের খোঁজে চলে গিয়েছে, কেবল একটী মাত্র শান্ত্রী গারদের দরজায় পাহারা দিচ্ছে। থানাদারের হুকুমে লোহার কপাট ঝন্‌ঝনা দিয়ে খুলে গেল। তখন উজীরকন্যা থানাদারের সঙ্গে গারদের ভিতরে ঢুক্‌লো। সেখানে থানাদার তাকে সমস্ত তন্ন তন্ন করে দেখাল।

উজীরকন্যা সব দেখে বল্লে—"চোরকে কি করে হাতকড়ি ও বেড়ী পরায় একবারটী দেখাওনা"। থানাদার উজীরকন্যার এমনি মোহে পড়েছে যে সে তখন নিজে হাতকড়ি ও বেড়ী পরে উজীর কন্যাকে দেখিয়ে বল্লে—"এই, এম্‌নি করে।"

শবরঙ্গ তখন এক লাফে গারদের বাইরে এসেই লোহার কপাট ঝনাৎ করে বন্ধ করে দিল। তারপর মেয়ের পোষাক খুলে থানাদারের পাগড়ীটী মাথায় দিয়ে আর তার চাপরাশটী কোমরে বেঁধে সটান থানাদারের বাড়ী গিয়ে হাজির!

সেখানে গিয়েই ব্যস্ত হয়ে চাপা গলায় থানাদারের স্ত্রীকে বল্লে—"ওগো শীগ্‌গির তোমার গয়নার বাক্সটা আর নগদ টাকাকড়ি যা আছে সব বের করে দাও। এখনই আমাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। চোর ধরা আমার কর্ম্ম নয়। রাত পোয়ালেই রাজা গর্দ্দান নেবে। এখন আর কথা বল্‌বার সময় নেই। টাকা কড়ি গয়নাগাটি নিয়ে আমি এখনই সরে পড়ি। তারপর আমি এক যায়গায় আশ্রয় নিয়ে খবর পাঠালেই তোমরা আমার কাছে চলে যাবে।"

থানাদারের স্ত্রী এই কথা শুনে একবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে

গেল। তার আর কোনও কথা ভাব্‌বার অবসর রইল না। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বাক্স ও টাকা কড়ি যা ছিল সব তাহার হাতে দিল। শবরঙ্গ তখন সে সমস্ত নিয়ে চম্পট দিল।

রাজা পরদিন সকাল বেলায় রাজ সভায় বসেই থানাদারকে ডেকে আন্‌তে হুকুম দিলেন। দূতমুখে সংবাদ আস্‌ল যে থানাদার কাল সন্ধ্যায় যে বেরিয়েছে আর বাড়ী ফিরে নাই। তখন তাকে খুঁজতে চারিদিকে লোক গেল। তারপর রাজা যখন খবর পেলেন যে থানাদারকে হাতে হাত কড়ি ও পায়ে বেড়ী দিয়ে গারদের ভিতর পূরেছে আর চোর তার বাড়ী গিয়ে সমস্ত গয়নাপত্র ও টাকা কড়ি বের করে নিয়েছে তখন তিনি একবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

তারপর রাজ্যের যত বুদ্ধিমান লোক ছিল তাদের ডেকে এক মস্ত সভা করে রাজা তাদের বল্লেন—"তোমরা সবাই দেখ্‌তে পেলে যে চোর ধরার যত কিছু চেষ্টা ছিল সবই বিফল হ'ল। বরং বাতাসকে ধরা সহজ তবুও এ চোরকে কিছুতেই ধরা যাচ্ছেনা। যতই প্রহরীর সংখ্যা বাড়্‌ছে, পাহারার কড়াকড় হচ্ছে, লোকজন যতই সতর্ক হ'য়ে থাক্‌ছে, ততই যেন চোরের আরো জেদ বাড়্‌ছে। রাজ্যের উজীর, কতোয়াল ও থানাদারকে কি নাকালই না কর্‌লে? এখন আর উপায় কি আছে? আজ আমি এই ঘোষণা কর্‌ছি যে যদি কেউ চোর ধরে দেয় অথবা চোর স্বয়ং এসে ধরা দিয়ে সকল কথা স্বীকার করে তা হ'লে তাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দিব, আর তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিব"।

রাজা এই কথা বলবামাত্র শবরঙ্গ সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—"মহারাজ, ভয়ে বলি কি নির্ভয়ে বলি? আপনি সকলের সাম্‌নে আজ প্রতিজ্ঞা করেছেন যে চোর এসে যদি সব স্বীকার করে তা হ'লে তাকে

আপনার অর্দ্ধেক রাজত্ব দিবেন, আর তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিবেন।"

রাজা—"হাঁ, আমি এ প্রতিজ্ঞা ঠিকই করেছি"।

শবরঙ্গ—"তবে মহারাজ জানুন যে আমিই সেই চোর। তার প্রমাণ এই যে, যে সকল জিনিষ এ কত দিনে রাজ্য হ'তে চুরী গিয়েছে কাল প্রাতে আমি সে সবই নগরের বাইরে এক মাঠের ভিতর থেকে বের করে দিব।"

শবরঙ্গের কথা শুনে রাজ সভার সকলে একবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। এ মানুষ না দেবতা, দৈত্য না দানা, সকলে অবাক হ'য়ে তাই ভাবতে লাগলো। পরে রাজা বল্লেন—"বেশ কথা, তুমি প্রমাণ দিতে পারলেই আমার প্রতিজ্ঞা পালন হবে"। এই বলে সে দিনকার মত সভাভঙ্গ করে দিলেন।

পরদিন রাজা উজীর পাত্রমিত্র সকলের সাম্‌নে শবরঙ্গ সেই মাঠের ভিতর থেকে সমস্ত বের করে যার যা ছিল সকলকে দিয়ে দিল। তখন সকলে শবরঙ্গকে ধন্য ধন্য কর্‌তে লাগলো। সে দিন থেকে রাজ্যে আবার শান্তি ফিরে এল। রাজা তখন শবরঙ্গকে অর্দ্ধেক রাজত্ব ও তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেওয়ার আয়োজন কর্‌তে হুকুম দিলেন।

সমস্ত ঠিক হ'লে শবরঙ্গ রাজাকে গিয়ে বল্লে—"মহারাজ, আমার মার পরামর্শ না নিয়ে বিয়ের দিন স্থির কর্‌তে পারিনে। মহারাজের অনুমতি হ'লে আমি তাঁকে এখানে ডেকে পাঠাই। রাজা খুসী হ'য়ে তাতে সম্মতি দিলেন। তখন শবরঙ্গ তার মাকে আন্‌বার জন্য লোক পাঠিয়ে দিল।

কয়েকদিন পরই শবরঙ্গএর মা এসে রাজার সঙ্গে দেখা কর্‌লেন। রাজা তাকে কত আদর যত্ন করে অভ্যর্থনা করলেন। আর বল্লেন কে

তার ছেলের মত চতুর, সুন্দর ও সৎপাত্রে যে বাকজন্যার বিয়ে দিচ্ছেন তাতে রাজা মহা সুখী হয়েছেন।

শবরঙ্গের মা বল্লেন—"মহারাজ, আমার ছেলের প্রতি অতি সদয় হয়েছেন শুনে বড়ই সুখী হলুম। কিন্তু এ বিয়ে কিছুতেই হ'তে পারে না। এক জনের ছেলের সঙ্গে তারই মেয়ের কখনও বিয়ে হ'তে পারে না। ভাই কখনও নিজের বোন্‌কে বিয়ে কর্‌তে পারে না।"

রাজা—"সে কি কথা? আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।"

শবরঙ্গের মা—"সে আব আশ্চর্য্য কি? কারণ আমার কথা আপনার একবারেই মনে নেই দেখ্‌ছি। যাক, এই আংটী আর রুমাল দেখ্‌লেই চিন্‌তে পার্‌বেন যে আমি কে?" এই বলে তিনি সেই আংটী ও রুমাল রাজাকে দিয়ে বল্লেন—" ই আংটী ও রুমাল নিন আর আর বদলে যে আমি আপনাকে আংটী দিয়ে ছিলুম সেটা আমায় ফের দিন।"

আংটী ও রুমাল দেখেই রাজা চম্‌কে উঠ্‌লেন। তখন শবরঙ্গের মা সেই প্রথম দিন বাগানে যে তাদের দেখা হয়েছিল সেই দিন হ'তে পরে যে ছদ্মবেশে এসে রাজার কাছে ছিলেন, সে সবই রাজাকে একে একে বল্লেন। শবরঙ্গকে চুরী বিদ্যা শিখিয়ে কি করে [illegible] কাছে পাঠালেন সে সবও তখন খুলে বল্লেন। তারপর সেই প্রথম দিনে বাগানের ভিতর দেখা হওয়ার সময় যে সকল কথা হয়েছিল সে সমস্তও মনে করে দিলেন।

তখন কাশ্মীররাজ শবরঙ্গের মাকে আবার রাণী বলে গ্রহণ কর্‌লেন আর শবরঙ্গকে যুবরাজ বলে ঘোষণা কর্‌লেন।

নেশাখোর রাজপুত্রের ভাগ্য পরীক্ষা।

মস্ত বড় রাজা। জগৎ জোড়া তাঁর রাজ্য, পৃথিবী জোড়া তাঁর যশ। রাজার চারটী ছেলে। একটী মাতাল, একটী গেঁজেল, একটী গুলিখোর, আর একটী চণ্ডুখোর। এই চার গুণধর রাজপুত্রের জ্বালায় রাজ্যের লোক ত্রাহি ত্রাহি কর্‌ছে।

উজীর একদিন রাজাকে একলা পেয়ে বল্লেন—"মহারাজ, দুঃখের কথা কি বল্‌ব, রাজপুত্রদের অত্যাচারে ত রাজ্য রসাতলে যায়। তাদের একজন খায় মদ, একজন খায় গাঁজা, একজন খায় গুলি, আর একজন খায় চরশ। মহারাজ যদি এই নেশাখোর রাজপুত্রদের শাসন না করেন তাহ'লে রাজ্যের লোক দেশ ছেড়ে পালাবে, তখন কাকে নিয়ে রাজত্ব কর্‌বেন?" উজীরের মুখে এই কথা শুনে রাজার অত্যন্ত ক্রোধ হ'ল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রদের রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হুকুম দিলেন।

রাজার আদেশ যখন রাজপুত্রদের কাণে গেল তখন তারা উজীরের এই নষ্টামির প্রতিশোধ নিবে প্রতিজ্ঞা করে পিতার রাজ্য ছেড়ে একদিকে চলে গেল। যেত যেতে এক রাজার রাজ্য ছেড়ে আর এক রাজার রাজ্যে গিয়ে পড়্‌লো। তখন তারা চার ভাই সে দেশের

রাজার কাছে গিয়ে চাকরী করতে চাইল। রাজা গুণধর রাজপুত্র-দের কীর্ত্তির কথা আগেই শুনেছিলেন তাই তাদের চাকরী দেওয়া দূরে থাক তৎক্ষণাৎ তাঁদিগকে তার রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হুকুম দিলেন।

তখন নিরাশ হ'য়ে চার ভাই আবার পথ চল্‌তে লাগ্‌লো। ক্রমে সে রাজার রাজ্য ছেড়ে আর এক রাজার রাজ্যে এসে পড়্‌লো। রাজ-বাড়ীর কাছে যেতে না যেতেই রাত হ'য়ে এল। তখন আর কি করে, একটা প্রকাণ্ড গাছের তলায় সে দিনের মত আড্ডা নিল।

ঠিক সেই রাত্রিতে সে দেশের একজন ধনী সওদাগর মারা যায়। তার গোর দিতে হবে, আত্মীয় স্বজন সকলে তার আয়োজন করতে যাবে তখন শবের কাছে কে থাকে? তাই সওদাগরের বন্ধুরা এমন লোক খুঁজ্‌তে বের হ'ল যারা গোর না দেওয়া পর্য্যন্ত সেই শবের পাহারায় থাকে। তারা অনেক খুঁজলো কিন্তু এ কাজের জন্য কোনও লোক পাওয়া গেল না। তখন তাদের একজন এদিক্‌ সেদিক্‌ খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে সেই গাছ তলার কাছে দেখে যে কয়জন পথিক সেখানে শুয়ে আছে। সে তখন তাদের ডেকে বল্লে—"কে ওখানে ঘুমুচ্ছ? আজ রাত্রির মত একটা মড়া পাহারা দিতে পার? বেশ ভাল রকম বক্‌শিস্‌ পাবে।"

রাজপুত্রেরা ধড়্‌মড়িয়ে উঠে বল্লে—"হাঁ, তা পারি বই কি? তবে আমাদের চার জনকে চার হাজার টাকা দিতে হবে, এর কমে ও কাজ হবে না।" সে লোকটা বল্লে—"বেশ, তাই হবে। তোমরা আমার সঙ্গে এস।"

যখন তারা সেই মৃত সওদাগরের বাড়ী পৌঁছাল তখন যে ঘরে মড়া আছে তাদের সেই ঘর দেখিয়ে দেওয়া হ'ল। তারা তখন এক

এক ভাই এক এক প্রহর জেগে পাহারা দিবে ঠিক কর্‌লো। প্রথম প্রহরে বড় রাজ পুত্রের পালা। সে তখন মড়া আগ্‌লে বসে রইল, আর তিন ভাই ঘুমালো।

খানিক বাদেই মড়াটা উঠে বসে কথা বল্‌তে লাগ্‌লো। রাজপুত্রকে সামনে দেখে বল্লে—"তুমি আমার সঙ্গে দাবা বড়ে খেল্‌বে?"

রাজপুত্র—"হাঁ, খেল্‌ব, তা বাজি কি রাখ্‌বে বল?"

মড়া—"যদি তুমি হেরে যাও তা'হলে আমাকে দুহাজার টাকা দিবে।"

রাজপুত্র—"ও ত এক দিককার কথা হ'ল। তুমি যদি হার তাহ'লে আমায় কি দিবে?"

মড়া তখন বল্লে—"সে জন্য ভাবনা কি? অমুক ঘরের অমুক জায়গায় গুপ্ত ধন লুকান আছে যত ইচ্ছা হয় তুমি গিয়ে নিয়ে আস্‌তে পার।"

তখন তাদের খেলা আরম্ভ হ'ল। রাজপুত্র এম্‌নি গুটী চাল্‌তে লাগ্‌লো যে সওদাগর হেরে গেল। আর এক চাল চালবামাত্র বড় রাজপুত্রের পালা শেষ হ'য়ে গেল। তখন তার ভাই জেগে উঠ্‌বামাত্র মড়া আবার অচেতন হ'য়ে প'ড়ে গেল।

চুপ করে বসে থেকে থেকে মেজ রাজপুত্রের এক ছিলিম গাঁজা খেতে বড়ই ইচ্ছা হ'তে লাগ্‌ল। কিন্তু কি করে, ঘরের ভিতরে আগুণ নাই, খেতে গেলেই বাইরে যেতে হয়, এদিকে মড়াকে একলা ফেলে রেখেই বা যায় কি ক'রে? অথচ গাঁজায় দম না দিলেও পেটটা একেবারে ফেঁপে উঠ্‌ছে। মড়া ফেলে গেলেও চল্‌বে না, চারিটী হাজার টাকা তাহ'লে জলে যাবে।

ভেবে চিন্তে শেষকালে কর্‌লে কি মড়াটাকে পিঠের উপর ফেলে কোমরবন্ধ দিয়ে তাকে নিজের কোমরের সঙ্গে বাঁধলো। তারপর

বাইরে গিয়ে ছিলিম সেজে তাতে আগুণ দিতে গেল। এমন সময় দেখে ও কি! দুই তিন হাত দূরে আর একটা কিসের আগুণ দেখা যাচ্ছে। তারপর ভাল করে চেয়ে দেখে যে একটা একচোখো দানা তার দিকে চেয়ে আছে। তার চোখটা দিয়ে একবারে আগুণ ঠিক্‌রে পড়্‌ছে।

তখন গাঁজায় কসে এক দম দিয়ে দানার দিকে চেয়ে বল্লে—"তুই কেরে? এখানে কি চাস্‌? এখনি এখান থেকে দূর হ, তা না হ'লে তোকে মেরে আমার পিঠের সঙ্গে ঠিক এই মড়াটার মত তোকেও বেঁধে রাখ্‌ব।" এই বলে পিঠের মড়াকে দেখিয়ে দিল।

এক চোখো দানা এই কথায় এমনি ভয় পেয়ে গেল যে কাঁপতে কাঁপতে রাজপুত্রকে বল্লে—"আমায় রক্ষা কর, তুমি যা চাইবে আমি তোমায় তাই দিব।"

মেজ রাজপুত্র শুনে বল্লে—"আমি তোর কাছে কিছুই চাইনে। তুই এখান থেকে এখনি চলে যা। তবে যাবার সময় নদীটার পথ বদ্‌লে দিয়ে রাজবাড়ীর দিকে চালিয়ে দিয়ে যা।" দানা তখন ঠিক তাই করলো।

রাত যখন দুপুর হ'ল তখন মেজ রাজপুত্র মড়াটাকে পিঠ থেকে খুলে বিছানায় শুইয়ে রাখলো। তারপর সেজভাইকে তুলে দিয়ে মড়াটাকে দানায় পেয়েছে বলে তাকে খুব সাবধানে থাক্‌তে উপদেশ দিয়ে সে ঘুমাতে গেল।

সেজ রাজপুত্র খানিকক্ষণ জেগে আছে এমন সময় ঠিক যেন একটা বুড়ী কাঁদ্‌ছে এমনি একটা শব্দ তার কাণে গেল। ব্যাপার খানা কি দেখ্‌বার জন্য সে তখন তাড়াতাড়ি মড়াটাকে পিঠে বেঁধে

বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর সাম্‌নেই একটা রাক্ষসীকে দেখ্‌তে পেয়ে ছোরা খুলে তৎক্ষণাৎ তাকে এক ঘা বসিয়ে দিল। রাক্ষসী তখন একলাফে সরে পালাতে গেল কিন্তু রাজপুত্র এম্‌নি ঘা দিলে যে তাতে রাক্ষসীর পা কেটে দুখানা হ'য়ে গেল। কাটা পা ফেলে রেখেই রাক্ষসী তখন এক নিমেষে উধাও হ'য়ে গেল।

রাক্ষসীর পায়ে ছিল জুতা। রাজপুত্র সেই জুতাখানা কাটা পা থেকে খুলে নিয়ে জামার ভিতর লুকিয়ে রাখ্‌লো। তার পর তার পালা শেষ হ'লে ছোট রাজপুত্রকে ঘুম থেকে তুলে মড়াটাকে দানায় পেয়েছে বলে তাকে খুব সতর্ক হ'য়ে পাহারা দিতে উপদেশ দিয়ে নিজে ঘুমাতে গেল।

ছোট রাজপুত্র মড়ার কাছে বসে পাহারা দিচ্ছে এমন সময় দেখ্‌তে পেল যে একটা জীন পরম রূপসী এক রাজকন্যাকে নিয়ে দরজার পাশ দিয়ে হঠাৎ চলে গেল। তাই দেখে রাজপুত্র তাড়াতাড়ি মড়াটাকে পিঠে বেঁধে জীনটার পিছু পিছু ছুটে যেতে লাগলো। জীন এদিকে রাজকন্যাকে নিয়ে অনেক দূরে একটা জঙ্গলের ধারে চলে গেল। সেখানে তাকে গাছতলায় রেখে সে নিজে তাড়াতাড়ি জঙ্গলের ভিতর গিয়ে ঢুক্‌লো। যাওয়ার সময় রাজকন্যাকে সাবধান করে গেল সে যেন সেখান থেকে এক পাও না নড়ে।

রাজকন্যাকে রেধেঁ খাবে বলে জীন সেই জঙ্গল থেকে কাঠ কুড়িয়ে আন্‌তে গেছে রাজপুত্র সে কথা বুঝ্‌তে পেরে তাড়াতাড়ি রাজকন্যার কাছে গিয়ে বল্লে—"যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তাহ'লে শীগ্‌গির তুমি আমার কাপড় পর আর তোমার কাপড় আমায় পর্‌তে দাও। তারপর এই মড়াটাকে নিয়ে সেই সওদাগড়ের বাড়ী গিয়ে আমার বদলে তুমি একে পাহারা দিতে থাক। আমি তোমার হ'য়ে এখানে

থাকব, আমার জন্য কোন ভাবনা করো না।" রাজকন্যা তখন তাই করলো।

রাজপুত্র কন্যা সেজে সেখানে বসে আছে। খানিক পরই জীন একটা প্রকাণ্ড কড়ায় করে এক কড়া তেল আর এক বোঝা আলানি কাঠ নিয়ে এল। তারপর প্রকাণ্ড এক আগুন করে তাতে তেলের কড়া চাপিয়ে দিল। যখন টগ্‌বগ্‌ করে তেল ফুটতে লাগলো তখন রাজ-কন্যাবেশী সেই রাজপুত্রকে কড়ার চারদিকে সাতটা পাক দিতে বল্লে। রাজপুত্র তখন এম্‌নি ভাব দেখাল যে কড়ার পাশে কি করে ঘুরবে সে কিছু বুঝতে পারছে না। "এটা আর একটা শক্ত কাজ কি? এই দেখ কি করে ঘুর্‌তে হয়", এই বলে জীন কড়ার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগ্‌লো। রাজপুত্র তখন হঠাৎ পিছন থেকে জীনকে এমনি এক ধাক্কা দিল যে সে একরারে মুখ থুব্‌ড়ে সেই ফুটন্ত তেলের ভিতর পড়ে গেল।

তারপর রাজপুত্র সেই মৃত সওদাগরের বাড়ী ফিরে এসে রাজ-কন্যাকে তার কাপড় চোপড় ফিরিয়ে দিয়ে তাকে বাড়ী ফিরে যেতে বল্লে। রাজকন্যা চলে গেলে সে নিজে আবার মড়া পাহারা দিতে লাগ্‌লো। তারপর কাক ডেকে উঠতেই তার পালা শেষ হ'ল জান্‌তে পার্‌লো। তখন ভোর হওয়া মাত্র ভাইদের জাগিয়ে দিল আর সওদাগরের আত্মীয় স্বজনকে ডেকে বল্লে—"ওগো, রাত কেটে গিয়েছে এইবারে তোমরা তোমাদের মড়ার ভার নিয়ে আমাদের বিদায় কর।"

তখন সওদাগরের আত্মীয়েরা তাদের হাতে চার হাজার টাকার চার থলি এনে ধরে দিল। রাজপুত্রেরা সে টাকা নিতে কিছুতেই রাজী হ'লনা। তারা বল্লে যে আট হাজার টাকার কমে কিছুতেই নিবে

না। যদি তা না দেয় তাহ'লে তারা রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করবে বলে ভয় দেখাতেও ছাড়লনা।

সওদাগরের আত্মীয়েরাও সেই চার হাজার টাকার বেশী দিবেনা, রাজপুত্রেরাও তার দ্বিগুণ টাকা না পেলে নিবেনা। কাজেই রাজপুত্রেরা সেই দেশের রাজার কাছে গিয়ে এই বলে নালিশ করলো যে তারা সওদাগরের আত্মীয়দের কাছে আট হাজার টাকা পাবে, তারা এখন তার অর্দ্ধেকের বেশী দিতে চাচ্ছেনা।

রাজা তখন সওদাগরের আত্মীয় স্বজনকে ডেকে পাঠালেন। রাজসভার সকলে ব্যাপার খানা কি জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল। যখন তারা রাজার কাছে এল তখন রাজা তাদের জিজ্ঞাসা কল্লেন—"এরা বল্‌ছে যে তোমরা এদের কাছে আট হাজার টাকা ধার, তার মধ্যে তোমরা চার হাজার টাকার বেশী দিতে চাচ্ছনা। বাস্তবিক কোন কথা ঠিক"? তারা বল্লে—"মহারাজ, এরা যা বল্‌ছে তা সত্য নয়। আমাদের মড়া পাহারা দিবে ব'লে আমরা এদের চারজনকে চার হাজার টাকা দিব এই কথা দিয়েছি। আমাদের এ কথার অনেক সাক্ষীও আছে। মহারাজ জানেন যে আমরা জুয়াচোর নই, আর তা ছাড়া আমরা এমন গরিবও নই যে এত টাকা দিতে পারবনা বলে ফাঁকি দেওয়ার কোনও কারণ আছে।

এই কথা শুনে রাজা তখন রাজপুত্র চারজনের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—"তোমরা শুনতে পাচ্ছ? এ কথায় তোমাদের কি বল্‌বার আছে?" তারা বল্লে—"মহারাজ, এদের সঙ্গে চার হাজার টাকার কথা হওয়ার পর কি ঘটেছে তা ওরা কিছু জানেনা। মহারাজ, সব কথা শুনে তবে বিচার করুন। রাত্রিতে আমাদের একজনের সঙ্গে সেই মৃত সওদাগর 'প্রমরা' খেলে চার হাজার টাকা হেরেছে। সওদাগর

এই টাকা তার ঘরের অমুক যায়গায় যে ঘড়া ভরে ধন লুকিয়ে রেখেছে তার ভিতর থেকে নিতে বলেছে।"

তখন সওদাগরের আত্মীয়দের দিকে তাকিয়ে রাজা বল্লেন—"তোমরা কি বল ? এ কথা কি সত্য ?" তারা বল্লে—"না মহারাজ, তার কোনও লুকান ধনের খবর আমরা কিছু জানিনে"।

রাজা তখন বল্লেন—"বেশ কথা, যে যায়গায় ওরা লুকান ধনের কথা বল্‌ছে সেখানে যদি সেই ধন পাওয়া যায় তা'হলে এদের কথাই ঠিক হবে"। এই বলে রাজা কয়েকজন সিপাইকে সেই সওদাগরের বাড়ীর গুপ্তধনের তল্লাসে যেতে হুকুম দিলেন। যে রাজপুত্র 'প্রথমরা' খেলেছিল তাকেও তাঁদের সঙ্গে দিলেন।

সওদাগরের বাড়ী গিয়ে ঠিক সেই যায়গা খোঁড়্‌বা মাত্র মাটির ভিতরে সাত ঘড়া আসরফি পাওয়া গেল। তাঁরা তখন সাত ঘড়া ধন নিয়ে রাজার কাছে ফিরে এল। সকলে তখন দেখে অবাক হ'য়ে গেল। রাজা সেই ঘড়া থেকে আট হাজার টাকা রাজ পুত্রকে দিতে হুকুম দিলেন।

তারপর যে রাজপুত্র দ্বিতীয় প্রহরে পাহারা দিয়েছিল সে তখন রাজার সামনে এসে বল্লে—"মহারাজ, আমি জীনকে ভয় দেখিয়ে রাজবাড়ীর সামনে দিয়ে নদী বইয়ে এনেছি"। এই বলে রাজাকে সব কথা খুলে বল্লে। রাজা তখন মুখ তুলে চেয়ে দেখেন বাস্তবিকই একি ! রাজবাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে যে এক মস্ত বড় নদী কল্ কল্ করে বয়ে যাচ্ছে। সকলে তখন দেখে অবাক। নদী দেখে রাজার বড়ই আনন্দ হ'ল। তিনি তখন সেই রাজপুত্রকে অনেক টাকা বকশিস্ কর্‌তে হুকুম দিলেন।

এই দেখে সেজ রাজপুত্রও রাজার কাছে গিয়ে জোড় হাত করে

বল্লে—"মহারাজ, যদি অনুমতি হয় তবে আমিও কি করে এক রাক্ষসীর পা কেটে দিয়েছি তা বল্‌তে পারি"। তখন রাজার আজ্ঞায় আগা গোড়া সব কথা বলে কাপড়ের ভিতর থেকে রাক্ষসীর সেই জুতাটা বের করে রাজার সাম্‌নে রাখ্‌লো। রাক্ষসীর জুতা দেখে রাজা বড়ই খুসী হ'লেন। তখন সেজ রাজপুত্রকেও অনেক টাকা বকশিস কর্‌লেন।

তারপর ছোট রাজপুত্র রাজার সাম্‌নে এসে কি করে সে সেই ভীষণ জীনের হাত থেকে রাজকন্যাকে উদ্ধার করেছে সে সব কথা একটী একটী করে বল্‌তে লাগ্‌লো। সে কথা শুনে সকলের গা শিউরে উঠ্‌লো। রাজার বুক তোলপাড় কর্‌তে লাগ্‌লো। কি সর্ব্বনাশ! রাজার ছেলে নাই, একটী মাত্র কন্যা— কত আদরের কত সোহাগের! আজ তার কিনা এই বিপদ? রাজার সেই কথা বিশ্বাসই হয় না। তখন এ কথা সত্য কি না জান্‌বার জন্য রাজকন্যাকে ডেকে পাঠালেন।

রাজকন্যা এসে যখন আগাগোড়া সব কথা খুলে বল্লেন আর ছোট রাজপুত্রকে তার প্রাণদাতা বলে দেখিয়ে দিলেন তখন সকলে একবারে অবাক হয়ে গেল। রাজা তখন ছোট রাজপুত্রের উপর এমনি খুসী হ'লেন যে সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাকে আলিঙ্গন কর্‌লেন। তার পর রাজকন্যার হাত ধরে তাকে সেই রাজপুত্রের হাতে সমর্পন করে বল্লেন—"এই তোমার পুরস্কার। আজ থেকে রাজকন্যাকে তোমার পত্নী বলে গ্রহণ কর। কত রাজপুত্র এই রাজকন্যাকে বিয়ে করবার জন্য লালায়িত হ'য়েছে, আমি কাউকে দিই নি, কিন্তু আজ থেকে এ তোমারই হ'ল। রাজকন্যার জীবন রক্ষা করেছ, তুমিই তার একমাত্র পতি হওয়ার যোগ্য"। রাজা এই কথা বল্‌বামাত্র চারদিক থেকে সকলে রাজাকে ধন্য ধন্য করতে লাগ্‌লো।

তারপর ছোট রাজপুত্রকে রাজত্বের ভার দিয়া রাজা অপর তিন রাজপুত্রকে লোকজন টাকাকড়ি সঙ্গে দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন ধনদৌলত সঙ্গে নিয়ে কত জাঁকজমকে দেশে ফিরলো তখন রাজপুত্রেরা উপযুক্ত হয়ে ফিরে এসেছেন বলে রাজা খুব আনন্দ করতে লাগলেন। রাজ্যময় তখন আনন্দের ঘটা পড়ে গেল। কিন্তু ভয়ে উজীরেরই কেবল মুখ শুকিয়ে গেল। কারণ রাজপুত্রদের হাতে তাকে নাকালের একশেষ হ'তে হবে তা তিনি বেশ বুঝতে পারলেন। কাজেও তাই হ'ল। দুদিন যেতে না যেতেই উজীরকে দেশ ছেড়ে পালাতে হ'ল।

কাক-কন্যা।

সে জঙ্গলে হাঁড়ি গড়বার ভাল মাটি পাওয়া যায় তাই দুই কুমোরণী এক দিন হাঁড়ি কুঁড়ি গড়্‌বার জন্য সেখানে মাটি আন্‌তে গেল। যাওয়ার সময় তাদের কোলের ছেলে দুটীকে কাঁকালে করে নিয়ে গেল। জঙ্গলের যে যায়গায় সেই মাটি পাওয়া যায় সেখানে গিয়ে শিশু দু'টীকে নামিয়ে রাখ্‌লো। তাদের মধ্যে একটী ছিল ছেলে, আর একটী ছিল মেয়ে। ছেলে মেয়ে দুটীতে তখন গাছের নীচে খেলা কর্‌তে লাগ্‌লো আর তাদের মা'রা মাটী কেটে টুক্‌রী বোঝাই কর্‌তে লাগ্‌লো। গাছের আগায় বসে ছিল একটা চিল আর একটা কাক। তারা নীচে দু'টী কচি শিশু দেখ্‌তে পেয়ে ছোঁ মেরে তাদের দুজনকে তুলে নিয়ে গেল। ছেলেটীকে নিল চিলে আর মেয়েটীকে নিল কাকে। চিলটা ছেলেটীকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ এক আছাড়ে তাকে মেরে ফেললো। কাকটা কিন্তু মেয়েটীকে জঙ্গলের অনেকদূরে একটা মস্ত বট গাছের কোঠর ছিল তার ভিতর নিয়ে রাখ্‌লো।

মেয়েটি তখন ভয়ে কান্নাকাটি না করে বরং ভাব্‌লো কি মজাই হয়েছে। সে সেই পাখীর সঙ্গে হাসি খেলা কর্‌তে লাগলো, তার যেন তখন কত আমোদেই দিন কাটতে লাগ্‌লো। কাকটাও তাকে মায়ের মত আদর কর্‌তে লাগ্‌লো আর বাদাম, আঙুর, ন্যাশপাতি

ও আরও কত কি ফল, রুটির টুকরা; আবার কখনও বা মাংস ঠোঁটে করে এনে তাকে খাওয়াতে লাগ্‌লো। তখন কত সুখে তার দিন কাটে, মা বাপের কথা মনেও পড়ে না। এমনিভাবে দিন গেল, মাস গেল, বছর কাটলো। মেয়ে যেমন দিন দিন বড় হ'তে লাগ্‌লো তেমনি তার রূপের ছটায় বন আলো করে তুললো।

কিছুদিন যায়, একদিন এক ছুতোর জঙ্গলে কাঠ কাট্‌তে গিয়ে ক্রমে সেই গাছের নীচে এসে পড়্‌লো। তাকে দেখ্‌তে পেয়ে মেয়েটি বল্লে—"সেলাম মিস্ত্রী সাহেব, আমায় একটি চর্‌কা গড়ে দাও। আমি এখানে একলাটী পড়ে আছি, আমার কোন কাজ নেই। তুমি যদি দয়া করে একটী চরকা গড়ে দিয়ে যাও তাহ'লে বড় ভাল হয়।" সে কথা শুনে ছুতোর জিজ্ঞাসা কর্‌লো—"তুমি কে, তোমার বাড়ীই বা কোথায় আর তুমি এখানেই বা কেন আছ? ঐ ন্যাকড়া খানা ছাড়া কি তোমার পরবার কাপড় নেই?" মেয়েটী তখন বল্লে—"সে সব কথায় তোমার কাজ কি? তুমি দয়া করে একটা চর্‌কা গড়ে দিয়ে যাও তা হ'লেই আমি খুসী হব।"

ছুতোর আর কোনও কথা না বলে একটি চর্‌কা গড়ে দিয়ে গেল। কাক তখন এক যায়গা থেকে খানিকটা সূতা জোগাড় করে নিয়ে এল। মেয়েটী তখন ঘ্যানর ঘ্যানর করে চর্‌কা ঘুরাতে ঘুরাতে সূতা কাট্‌তে আরম্ভ করে দিল।

এইভাবে কিছুদিন যায়। একদিন সে দেশের রাজা মৃগয়া কর্‌তে গিয়ে, এ বন সে বন ঘুরে সেই জঙ্গলে এসে হাজির হলেন। সেই কোটরওয়ালা গাছটার কাছ দিয়ে যাচ্ছেন এমন সময় কে যেন সূতা কাট্‌ছে এম্‌নি একটা আওয়াজ তাঁর কাণে গেল। রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁর অনুচরদের জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"এ নিবিড় অরণ্যে মানুষের বসত

কোথায় হ'ল ? কে যেন চর্‌কা ঘুরোচ্ছে এমনি শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি। দেখ দেখি এ শব্দ কোথা হ'তে আসছে ?"

রাজার পারিষদেরা তখন এ দিক সে দিক ক্রমাগত খুঁজতে লাগ্‌লো কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেল না। তারপর অনেক খোঁজার পর একজন দেখতে পেল যে একটা গাছের কোটরে বসে একটী মেয়ে চরকা দিয়ে সূতা কাটছে। রাজা সে কথা শুন্‌বামাত্র সেই কন্যার কাছে গেলেন। কন্যার রূপ দেখে রাজা একবারে মোহিত হ'য়ে গেলেন। কাক-কন্যাকে তখন রাণী করবার জন্য রাজপুরীতে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

রাজার ছিল ছয় রাণী। কাক-কন্যাকে নিয়ে হ'ল সাত রাণী। প্রত্যেক রাণীর পৃথক পৃথক অন্দর মহল। সাত মহলে সাত রাণী সাত শ দাসী নিয়ে থাকেন। সাত রাণী সাত দিঘীতে স্নান করেন, সাত সখীর সঙ্গে গল্প করেন, সাতবাগানে ফুল তোলেন, সাতগাছি মালা গাঁথেন। কেউ জানে না রাজা কোন দিন কার মহলে আস্‌বেন। একদিন রাজার কি মনে হ'ল কোন রাণীর কেমন রুচি আর কেমন তাদের বুদ্ধি তা পরীক্ষা করবেন। তখন সাত রাণীকে তাদের প্রত্যেকের মহল সাজাতে হুকুম দিলেন।

ছয়রাণী গোলাপী আতরে ঘরের দেয়াল ধু'লেন, কত ঝাড় লণ্ঠন ছবি দিয়ে জাঁকজমকে ঘর সাজালেন। ছয় রাণীর ছয় মহল তক্ তক্ ঝক্ ঝক্ কর্‌তে লাগলো। আতরের গন্ধে ভুর ভুর কর্‌তে লাগ্‌লো। ছোটরাণী কি করেন, ভেবে চিন্তে কিছু ঠিক কর্‌তে না পেরে সেই কাকের কথা মনে করলেন। মনে করবা মাত্র কাক এসে হাজির হ'ল। তখন তিনি তাকে রাজার কথা সব বল্লেন। সে কথা শুনে কাক বল্লে—"এজন্য ভাবনা কি ? এখনি আমি এর ব্যবস্থা করে

ঠোঁটে একটী গাছের শিকড় এনে কন্যার হাতে দিল।

৭৫ পৃষ্ঠা।

Bijoya Press, Calcutta

দিচ্ছি।” এই বলে সে ঝাঁ করে উড়ে গেল আর খানিক পরই ঠোঁটে করে একটী গাছের শিকড় এনে কন্যার হাতে দিয়ে বল্লে—“এই নাও এই শিকড়টি এটা তোমার ঘরের দেয়ালে ঘসে দিলেই সমস্ত দেয়াল একেবারে সোণালী হয়ে যাবে। কাক-কন্যা তখন তাই কর্‌লো। দেখতে না দেখতে ছোট রাণীর ঘর সব সোণাময় হয়ে গেল। তখন ঘরের দিকে চায় কার সাধ্য ? সোণার আভায় একেবারে চোখ ঝল্‌সে যেতে লাগ্‌লো।

যখন ছয়রাণী ছোট রাণীর ঘরের কথা শুন্‌লো তখন তারা হিংসায় জ্বলে যেতে লাগ্‌লো। তারা যে এত আতর দিয়ে ঘর মুছ্‌লো, জরীর কাজ করা কত দামী গালিচা দিয়ে ঘর মুড়্‌লো. কত ঝাড় লণ্ঠন, আস্‌বাব দিয়ে ঘর পূরলো, তবুও তাদের ঘর কাক-কন্যার ঘরের মত দেখতে হ’লনা! তারা তখন ছুটে গিয়ে ছোটরাণীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লো—“হাঁ লো ছোটরাণী, তুই কি করে এমন সুন্দর করে তোর ঘর সাজালি ?” ছোটরাণী বল্লে—“কি করে করেছি তাত দেখ্‌তেই পাচ্ছ।”

রাজা যখন রাণীদের মহল দেখ্‌তে এলেন তখন ছয় রাণীর ঘর দেখে খুব খুসী হ’লেন। তারপর ছোটরাণীর মহলে গেলেন। সেখানে গিয়ে যা দেখ্‌লেন তাতে রাজা একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। যে দিকে চান সে দিক থেকে আর চোখ তুল্‌তে প্যারেন না এমনি সুন্দর! তখন রাজা ছোটরাণীর উপর এম্‌নি খুসী হলেন যে তাকেই সে দিন থেকে পাটরাণী কর্‌লেন।

ছোটরাণী রাজার সোহাগের আদরিণী হয়েছে দেখে ছয়রাণী হিংসায় তেলে বেগুনে জ্বলে উঠ্‌লো। ছোট রাণীকে কি করে জব্দ কর্‌বে ছয় রাণী মিলে তাই পরামর্শ কর্‌তে লাগ্‌লো। তখন তাকে

মেরে ফেলবার জন্য ষড়যন্ত্র করে সাত রাণীতে মিলে নদীতে নাইতে যাবে ঠিক করলো। যখন সকলে জলে নামবে তখন ছোটরাণীকে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে গভীর জলে ফেলে দিবে, তা'হলেই সে ডুবে মর্‌বে। তখন রাজাকে গিয়ে খবর দিবে যে ছোটরাণী হঠাৎ পা পিছলে নদীতে পড়ে গিয়ে ডুবে মরেছে। এই যুক্তি করে সাত রাণী নদীতে নাইতে যাবেন বলে রাজার অনুমতি চাইলেন।

তারপর একদিন সাতরাণী সাতশ দাসী সঙ্গে নিয়ে সখীদের গলা ধরে নদীতে নাইতে গেলেন। সেখানে গিয়ে সকলে যখন জলে নেমেছে তখন হঠাৎ একজন ছোটরাণীকে এক ধাক্কায় অগাধ জলে ফেলে দিল। তারপর রাজাকে গিয়ে খবর দিল যে ছোটরাণী হঠাৎ পা পিছ্‌লে জলে ডুবে মরেছে। সে কথা শুনে রাজার আর দুঃখের সীমা রইল না। তিনি ছোটরাণীর শোকে অধীর হয়ে ঘরে খিল দিলেন। রাজকার্য্য ভেসে গেল, রাজা আর কারো মুখ দেখ্‌লেন না।

এদিকে ছোটরাণীকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিবার পর তিনি ভাস্‌তে ভাস্‌তে একটা গাছে গিয়ে ঠেক্‌লেন। দূরে জলের ভিতরে ছিল এক হিজল গাছ। সেই গাছে কাক-কন্যা আশ্রয় নিল। একথা জানতে পেরে সেই কাক তখন উড়ে এসে তাকে খাবার যোগাতে লাগ্‌লো। এমনি করে তার দিন কাটতে লাগ্‌লো। তারপর একদিন দুই দিন করে এক মাস কেটে গেল। এদিকে রাজাও একলাটী ঘরে বন্ধ থেকে কাঁপর হয়ে উঠ্‌লেন। তখন একদিন বজ্‌রা করে সেই নদীতে বেড়াতে গেলেন। যেতে যেতে সেই গাছের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কাক-কন্যা দূর হ'তে রাজাকে চিনতে পেরেই গাছের উপর থেকে চেঁচিয়ে বল্লে—"রাজা আমাকে অন্যায় করে ফাঁদে ফেলে-

ছিলেন।" রাজা হঠাৎ এ কথা শুনে চমকে গাছের দিকে চেয়ে দেখেন যে সেখানে একটী মেয়ে বসে আছে। তখন রাজা ভাবলেন এই জলের মধ্যে গাছের আগায় মেয়ে কোথা হ'তে এল।

তারপর যখন কাছে গেলেন তখন দেখেন যে সে মেয়ে তার সোহাগের ছোটরাণী ছাড়া আর কেউ নয়। তখন রাজার যে কি আনন্দ হ'ল তা আর কি বলব! তিনি যেন একবারে আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। তখন তাড়াতাড়ি ছোটরাণীকে বজরায় নিলেন। তারপর দুইজনে শোক দুঃখের কত কথা হ'তে লাগ্‌লো। রাজা যখন ছয় রাণীর ষড়যন্ত্রের কথা শুনলেন তখন তিনি রাগে গরগর্ কর্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর রাজপুরীতে ফিরে গিয়েই ছয় রাণীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

দিবাচোর ও নিশাচোর

এক ছিল স্ত্রীলোক, তার ছিল দুইজন স্বামী। তার সঙ্গে তাদের একজন থাক্‌তো দিনে, আর একজন থাক্‌তো রাত্রে। তারা দুইজনেই ছিল চোর। একজনের নাম ছিল 'দুহুলিচোর'। সে দিনের বেলায় চুরী করত। আর একজনের নাম ছিল 'রাতুলিচোর।' সে করত রাত্রিতে চুরী। দুজনের একজনও জান্‌তোনা যে তার স্ত্রীর আবার আর একজন স্বামী আছে। দুহুলিচোর ভোর হওয়া মাত্র বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেত, আর সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফির্‌তো। আবার রাতুলি চোর সন্ধ্যা হ'লেই বেরিয়ে যেত আর ভোর হওয়া মাত্র বাড়ীতে ফিরে আস্‌তো। কাজেই দুজনের সঙ্গে কখনও দেখাও হ'ত না, তারা একথা জানতেও পার্‌তো না।

একদিন কি করে হঠাৎ দুজনের দেখা হ'ল। তখন তারা যখন জান্‌তে পার্‌ল যে দুজনে একই বাড়ীতে থাকে আবার দুজনের একই স্ত্রী তখন তারা অবাক হ'য়ে গেল। যতদিন তারা একথা জান্‌তে পারেনি, ততদিন বেশ চলে যাচ্ছিল কিন্তু এখন আর কিছুতেই হ'বার যো নাই। তখন তারা তাদের স্ত্রীকে বল্লে—"আমরা দু'জনেই তোমার স্বামী হ'তে পারি না। আমাদের দু'জনের একজনকে নিয়ে

দিয়েছ।” এই বলেই তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে সে নিজে পাথার বাতাস কর্‌তে লাগ্‌লো। কি করে হঠাৎ রাজার ঘুম ভেঙ্গে গেল। যেদিকে দাসী বসে ছিল সেইদিক লক্ষ্য করে রাজা বল্লেন—“আমায় একটা গল্প বল।” নিশাচোর তখন রাজার কাছে ‘তুতুলিচোর ও রাতুলিচোরের গল্প বল্‌তে লাগ্‌লো। গল্প শেষ না হ'তেই রাজা একেবারে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগ্‌লেন।

তখন নিশাচোর দাসীর কাণে কাণে বল্লে—“যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তবে রাজার হীরা জহরৎ কোথায় আছে শীগগির আমায় বল।” দাসী প্রাণের দায়ে তাড়াতাড়ি বল্লে—“রাজার বালিসের নীচে একটা সোণার মাছ আছে। তার ভিতর যত ভাল ভাল দামী জহরৎ আছে।” নিশাচোর তখন রাজার পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিতেই রাজা পাশ ফিরলেন। চোর এই অবসরে বালিসের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে সোণার মাছটা বেরকরে নিল! তারপর আবার দাসীকে সাবধানে চুপ করে থাকৃতে বলে যে পথ দিয়ে ঘরে ঢুকে ছিল সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে এল।

বাড়ী ফিরে নিশাচোর রাজার সমস্ত হীরা জহরৎ ভরা সেই সোণার মাছটী তার স্ত্রীর হাতে দিল। সে সব দেখে তার স্ত্রী বল্লে—“দুজনের জিনিষই সমান দরের হয়েছে, কেউ কাউকে হারাতে পারনি।” তখন তারা বিপদে পড়লো। কি আর করে, আবার তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই। কাজেই পর দিন দুজনে আবার নূতন চেষ্টায় বেরিয়ে পড়লো।

যেতে যেতে তারা একজায়গায় দেখতে পেল যে দূরদেশ থেকে একজন বণিক শতে শতে ঘোড়ার পিঠে কত মণি মুক্তা টাকাকড়ি ও মাল বোঝাই করে নিয়ে আস্‌ছে। তখন তারা দুজনে ওর ভিতর

থেকে খুব দামী দেখে দুটা বোঝা সরিয়ে ফেলবার মতলব আঁট্‌লো। তারপর দুজনে রাস্তার ধারে একটা ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে রইল।

একটা ঘোড়ার পিঠে ছিল পাকা সোণার কাজ করা কতকগুলি অতি সুন্দর জুতা। দিবাচোর তা দেখ্‌তে পেয়ে ভাবলো নিশা-চোরকে ফাঁকি দিয়ে সেগুলি সে নিজে হাত কর্‌বে। তারপর সেই ঘোড়াটা যাই ঝোপের কাছে এল অমনি তার পিঠ থেকে একটা বোঝা নিয়ে দিবাচোর সরে পড়লো। তখন বড় রাস্তা ছেড়ে দিয়ে অলি গলি ঘুরে, বাড়ী যাওয়ার অর্দ্ধেক পথে একটা গাছতলায় এসে বসলো। যখন দেখলো যে নিশাচোর তখনও এল না তখন দিবাচোর এক পাটি জুতা রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেল। তারপর চল্‌তে চল্‌তে খানিক দূর গিয়ে আর এক পাটিও ফেলে দিল। পরে সটান একবারে বাড়ী গিয়ে হাজির হ'ল।

ও দিকে নিশাচোর বসেই আছে। সে আশা করে আছে দিবাচোর এখনই তাকে ডেকে নিয়ে যাবে। কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল তবু দিবাচোরের দেখা নাই। নিশাচোর বসে বসে বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে উঠে পড়লো। মনে মনে ভাবলো সে হতভাগা হয়ত লোভ সাম্‌লাতে না পেরে বেশী নিতে গিয়ে ধরা পড়েছে। তা না হ'লে এতক্ষণে তার কোনও সাড়া শব্দ নাই কেন? এখন আমার কথা কিছু কবুল না কর্‌'লে যে বাঁচি।" এই ভাব্‌তে ভাবতে পথ চল্‌ছে এমন সময়ে হঠাৎ পায়ে একটা কি ঠেক্‌লো। তুলে দেখে যে এক পাটী খাঁটি সোণার কাজ করা অতি সুন্দর জুতা। কিন্তু এক পাটী কি কাজে লাগ্‌বে এই ভেবে সেটা ফেলে দিল। খানিক দূরে গিয়েছে এমন সময় দেখে যে তারই আর একপাটি জুতা সেখানে

পড়ে আছে। তখন এম্‌নি তার কষ্ট হ'ল! বল্লে—"আঃ পোড়া কপাল, সে পাটিটা তখন কেন ফেলে দিলুম। তা যাক্ বেশী দূরে ত আর ফেলেনি, নিশ্চয়ই এর ভিতর সেখানে কেউ আসেনি। তাড়াতাড়ি ফিরে যাই।" এই বলে ছুটে গিয়ে সে পাটিটাও তখন নিয়ে এল।

দিবাচোর বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে বল্লে—"দেখ আমি কেমন তোমার জন্য এক বোঝা মাল নিয়ে এসেছি আর নিশাচোর তোমার জন্য মাত্র এক জোড়া জুতো নিয়ে ঘরে ফির্‌ছে। তোমায় একটা কথা বলি শোন। আমি তার সঙ্গে আজ আর কোনও কথা বল্‌তে চাই নে। আমি মড়ার ভাণ করে পড়ে থাকব। যখন সে ঘরে আস্‌বে তখন তাকে কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বলো যে আমি হঠাৎ মারা পড়েছি।

অনেকক্ষণ পর নিশাচোর বাড়ীতে পা দিল। তাকে দেখেই মনে হ'ল যে সে বড় রাগ করেছে। বাড়ীতে ঢুকেই অন্য কথা নাই, প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলো—"দুহুলীচোর কোথায়?"

স্ত্রী—"সে এই মাত্র মারাগেল।"

নিশাচোর—"মারা গিয়েছে? কখনই না। আমি এখনই তাকে জাগাচ্ছি। মড়াটা কোথায় আছে একবারটী দেখাও ত?"

স্ত্রীলোকটী তখন ঘরের কোণের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

নিশাচোর তখন তার কাছে গিয়ে বল্লে—"আচ্ছা, দেখি মড়াটা নড়ে কিনা?" এই বলে খানিকটা ফুটন্ত জল এনে তার পায়ে ঢেলে দিল। দিবাচোর কিন্তু একটু নড়লও না। একবারে চুপটী করে পড়ে রইল। তখন নিশাচোর বল্লে—"হাঁ, মরেছে বটে! আঃ এই বারে তবে বেচারীর গোরের ব্যবস্থা করিগে।" এই বলে তাকে গোরস্থানে নিয়ে গেল।

গোর খোঁড়া হয়ে গেলে মড়াটাকে তারপাশে রেখে নিশাচোর গিয়ে একটা গাছে উঠে দিবাচোর চালাকি খেলছে কিনা দেখতে লাগলো। গোর স্থানের গা ঘেঁসে যে রাস্তা গিয়েছে গাছটা ঠিক তারই পাশেই ছিল। নিশাচোর যখন সেই গাছে বসে ছিল তখন এক দল চোর অনেক মাল পত্র চুরী করে সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। গোর স্থানের পাশে সেই গাছের উপর একটা লোক দেখে দূর থেকে একজন বল্লে—"দূর বোকা! এই দেখ অনর্থক আমাদের মত রাহী লোককে আচমকা ভয় দেখিয়ে নাকাল করার মজাটা এখনই দেখাচ্ছি। এই বলে এমনি এক ঢিল ছুঁড়ে মারলো যে একবারে তার কয়টা দাঁত ভেঙ্গে গেল।

দিবা চোর এতক্ষণ কিছুতেই সাড়াশব্দ করে নাই। কিন্তু এবারে আর কথা না বলে পারলোনা। হঠাৎ উঃহু করে উঠল। নিশাচোর তখন সুযোগ পেয়ে গাছের উপর থেকে এই বলে চেঁচিয়ে উঠলো—"কে রে পাজি, মড়ার উপর উৎপাৎ করে? এত বড় আস্পর্দ্ধা কার?" এই বল্‌তেই চোরেরা সব জিনিষ পত্র ফেলে একবারে চম্পট দিল। দিবা চোর তখন উঠে নিশাচোরের সঙ্গে চোরাই মাল সব কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল।

পরদিন রাজবাড়ীতে মহা হৈ চৈ পড়েছে। রাজার বালিসের নীচ থেকে সমস্ত হীরা জহরৎ চুরী গিয়েছে! এত সিপাই শান্ত্রীর পাহারা থাকতেও রাজার ঘরে চুরী! আবার জহুরীর দোকান থেকেও রাজার কাছে নালিশ রুজু হ'ল—দোকানের যা কিছু দামী জিনিষ সবই চুরী গিয়েছে। রাজা তখন ক্রোধে অধীর হয়ে কতোয়ালকে হুকুম দিলেন—"রাজ্যে যত চোর আছে সবকে ধরে ফাঁসী দাও। তবে যে চোর আপনাহ'তে নিজের অপরাধ স্বীকার করবে তাকে ক্ষমা করা যাবে।"

দিবাচোর ও নিশাচোর।

রাজার হুকুম শুনে দিবাচোর ও নিশাচোর পরদিন রাজার পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলো আর যে সকল জিনিষ তারা নিয়ে ছিল সে সব এনে রাজার কাছে হাজির করলো। রাজা যখন জিজ্ঞাসা করলেন—"এ কাজ তোমরা কেন কর্‌লে?" তখন তারা সব খুলে বল্লে। শুনে রাজা অবাক হয়ে গেলেন। তখন তাদের চতুরতার জন্য তাদের উপর খুসী হয়ে পুরস্কার দিলেন। আর ঐ স্ত্রীলোকের কুমন্ত্রণাতেই এ সকল ঘটেছে সেজন্য তার ফাঁসীর হুকুম দিলেন।

চতুর হীরামন্

ফকীরের বড় সাধের পাখী সে হীরামন। তার গুণের কথা কি বল্‌ব? সে ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান সব বল্‌তে পারে। ফকীরের ঝুলি না ছুঁলে যেমন চলেনা তেম্‌নি হীরামনের বুলি না শুন্‌লেও তার প্রাণ জুড়ায়না। যে দিন ফকীরের মন খারাপ হয় সে দিন সে পাখীর কাছে বসে কত কথাই শুনে।

একদিন ফকীর হীরামনকে আদর কর্‌তে কর্‌তে বল্লে—"কিরে হীরা, আজকাল যে আমায় কোনও খবর দিসনে? এত চুপচাপ করে থাকিস কেন?"

হীরামন বল্লে-"বেশ, আজ থেকে বল্‌ব। অনেক কথা আছে, তুমি হয়ত শুন্‌তে চাইবেনা তাই চুপ করে থাকি।"

ফকীর বল্লে—"সে জন্য তোর ভাবনা নেই। আমায় সব কথাই বল্‌বি।"

পরদিন সকালবেলা ফকীর ভিক্ষায় বের হ'বার আগে তার স্ত্রীকে বল্লে—"ওগো. আজ একটা মুরগী মেরে তার ঝোল রেঁধো। অর্দ্ধেকটা তুমি খেও আর বাকি অর্দ্ধেকটা আমার জন্য রেখো। আমার আস্‌তে দেরী হবে, আগুণতাতে রেখে দিও, দেখো যেন ঠাণ্ডা হয়ে

না যায়।” এই বলে ফকীর ভিক্ষার ঝুলিটী বগলে করে লাঠি হাতে বের হয়ে পড়্‌ল।

ফকীর চলে গেলে তার স্ত্রী রাঁধ্‌তে গেল। রাঁধতে রাঁধতে মাংসের গন্ধে তখনি তার জিভে জল এল। তখন সাত তাড়াতাড়ি খেতে বস্‌লো। খেতে খেতে ফকীরের ভাগটুকুও গপাগপ মেরে দিল। সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে এসে ফকীর যখন খেতে চাইলো তখন তার স্ত্রী বল্লে—“ওগো, তোমার জন্য এত যত্ন করে ঢাকা ঢুকি দিয়ে মাংসগুলো রেখে দিলুম আর কোত্থেকে একটা লক্ষীছাড়া বিড়াল এসে ঢাকা খুলে কখন যে সে সব খেয়ে গেছে একটু টেরও পাইনি।”

শুনে ফকীর বল্লে—“ভাল, ভাল, আমার ভাগ্যে নেই তা আর হবে কি করে? শীগ্‌গির আমায় আর কিছু খাবার করে দাও, ক্ষিদেয় আমার পেটের নাড়ী শুদ্ধ জ্বলে যাচ্ছে।” ফকীরের স্ত্রী তখন ছুটে খাবার কর্‌তে গেল। ফকীর ততক্ষণ হীরামনের কাছে গিয়ে বল্লে—“কিরে হীরা, আজ কি খবর আছে বল দেখি?”

পাখী বল্লে—“তোমার স্ত্রী মিছা কথা বলেছে। সে সমস্তটা মুরগী নিজে খেয়েছে অথচ তোমায় বল্লে কিনা বিড়ালে খেয়েছে।” ফকীর যখন একথা তার স্ত্রীকে বল্লে তখন সে যেন একবারে আকাশ থেকে পড়লো। কি ভয়ানক কথা! ফকীরের জন্য না রেখে সে কখনও সবটা খেতে পারে? এও কি একটা বিশ্বাসের কথা? ফকীর যেন একথা বলেও মহা ফাঁপরে পড়লো। বেচারা তখন তাড়াতাড়ি বল্লে—“না গো না, এও কি একটা কথা? তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আমি তোমার উপর একটুও সন্দেহ করিনি।”

এই দিন থেকে ফকীরের স্ত্রী কি করে পাখীটাকে বাড়ী থেকে দূর

করবে তাই ভাবতে লাগ্‌লো। এমন আপদ ঘরে রাখতে আছে? যা একটু কিছু হবে আর অম্‌নি গিয়ে ফকীরের কাণে লাগাবে। হতভাগা, লচ্ছার পাখীটাকে যেমন করে হ'ক্‌ বাড়ী থেকে বিদায় করতেই হবে। এই ভেবে একদিন ফকীরকে বল্লে—"ওগো, এখন আমাদের ছাড়াছাড়ি হওয়াই ভাল। হীরামনই আজ কাল তোমার সর্ব্বস্ব। তুমি ওর কথাই বিশ্বাস কর, আমার কথা কাণেই তোলনা। আমি এ অপমান সইতে পারিনে। আমায় যদি রাখ্‌তে চাও পাখীটাকে বিদায় কর, না হয় পাখী নিয়ে তুমি থাক আমি চল্লুম। পাখীও থাক্‌বে আমিও থাক্‌ব এ কিছুতেই হচ্ছে না।" ফকীর তখন বেগতিক দেখে পাখীটাকেই বিদায় কর্‌বে বলে স্ত্রীকে ঠাণ্ডা করলো।

পরদিন ভোরবেলা ফকীর পাখী নিয়ে বিক্রি কর্‌তে চল্‌লো। ফকীরের ছিল এক ঘোড়ী। দূরে কোথাও ভিক্ষায় বের হলে ফকীর সেইঘোড়ার পিঠে চড়ে যেত। সে দিনও খাঁচাটী হাতে করে ঘোড়ীর পিঠে চড়ে যাচ্ছে এমন সময় পাখী বল্লে—"ফকীর সাহেব, আমার এক কথা শুন। আমাকে যার তার কাছে বিক্রী করোনা। আমার যে দাম তা আমি নিজে বল্‌ব। সেই দাম যে দিতে না পার্‌বে তুমি আমাকে তার কাছে কিছুতেই দিও না।" ফকীর বল্লে—"বেশ কথা, তাই হবে"।

যেতে যেতে ফকীর একবারে সমুদ্রের ধারে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সন্ধ্যা হয়েছে দেখে সেখানেই রাত কাটাবে ঠিক করলো। রাত যখন দুপুর তখন ফকীর পাখীকে বল্লে আমার ত কিছুতেই ঘুম হচ্ছেনা। ঘুমুলে পাছে তুমি আর ঘোড়ী দুজনেই সরে পড় সেই ভয়ে আমি চোখ বুজতে পার্‌ছি নে।"

হীরামন বল্লে—"সে কিছুতেই হ'তে পারে না। আমাদের কি

এতই নিমকহারাম ভেবেছ ? ঘোড়ীটাকে ছেড়ে দাও সে চরে বেড়াক, আর আমাকেও খাঁচা থেকে বের করে দাও একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। আমি কিছুতেই তোমায় ফেলে যাবনা। ঐ গাছের ডালে বসে ঘোড়ীটাকেও দেখ্ব আর সারারাত ধরে তোমাকেও পাহারা দিব।"

পাখীর কথায় বিশ্বাস করে ফকীর তাই করলো। হীরামন তখন গাছের ডালে বসে রইল আর ফকীর ঘুমুতে লাগ্লো। এম্নিভাবে খাণিকক্ষণ গেল, হঠাৎ পাখী দেখে যে জলের ভিতর থেকে একটা জল-ঘোড়া উঠে ঘোড়ীটার কাছে এল। তারপর তারা দুজনে ভাব করলো। রাত যখন শেষ হয়ে এল তখন সে জল-ঘোড়া আবার জলে ডুবে গেল। হীরামন একথা ফকীরকে কিছুই বল্লে না।

রাত পোয়ালেই ফকীর ঘুম থেকে উঠে পাখীকে ডেকে খাঁচার ভিতরে পূরে নিল। তারপর সেই ঘোড়ীর উপর চড়ে বরাবর সমুদ্রের ধার দিয়ে যেতে লাগ্লো। যেতে যেতে এক প্রকাণ্ড সহরের ভিতর এসে উপস্থিত হ'ল। সেখানে আস্বামাত্র পথে সে দেশের কতোয়ালের সঙ্গে দেখা।

কতোয়াল ফকীরের হাতে সুন্দর পাখীটি দেখে বল্লে—"সেলাম ফকীর সাহেব, এ পাখীটা কি বিক্রী কর্বেন ?"

ফকীর বল্লে—'হাঁ'। হীরামন তখন তাড়াতাড়ি বলে উঠ্ল— "আপনি কি আমাকে কিন্তে পার্বেন ?"

শুনে কতোয়াল অবাক হয়ে বল্লে—"বাঃ কি সুন্দর পাখী! আমি এখনই গিয়ে উজীরকে এই পাখীর কথা বল্ছি। তিনি অনেক দিন থেকে এম্নি একটী পাখীর সন্ধান কর্ছিলেন। উজীর দরবারে যাওয়ার আগে গিয়ে তাঁকে ধর্তে হবে। ফকীর সাহেব একটু শীগ্গির করে আমার সঙ্গে চলুন।" এই বলে ফকীরকে নিয়ে কতোয়াল উজীরের বাড়ী গেল।

উজীর কতোয়ালের কাছে পাখীর কথা শুনে বল্লেন—"তাইত এমন পাখী আমি রাজাকে না জানিয়ে কিন্‌ব কি করে? তিনি যদি কিন্‌তে চান? সে দিনও রাজা এম্‌নিই একটা পাখীর কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেন। তখন তারা তিনজনে মিলে রাজার কাছে গিয়ে হাজির।

রাজা পাখীর কথা শুনে খুব সুখী হলেন। তখন ফকীরকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন —"ফকীর, তোমার এ পাখীর দাম কত?"

হীরামন অমনি উত্তর কর্‌ল—"দশ হাজার টাকা।"

হীরামনের কথায় রাজা এমনি সন্তুষ্ট হ'লেন যে তৎক্ষণাৎ খাজাঞ্চিকে দশ হাজার টাকা দিতে হুকুম দিলেন। অতগুলি টাকা ফকীর কখনও চোখেও দেখে নাই! সে তখন আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে পাখীকে রাজার কাছে দিয়ে বিদায় হবে এমন সময় হীরামন ফকীরকে বল্লে—"এবারে তোমার ঐ ঘোড়ীর যে ছানা হবে তা রাজাকে দিতে হবে।" "বেশ, তাই হবে"—এই বলে ফকীর তৎক্ষণাৎ রাজাকে সেলাম করে চলে গেল।

হীরামনের এখন আদরের সীমা নাই। রূপার খাঁচায় থাকে, সোণার পাত্রে নিত্য নূতন ফল খায়। রাজার অন্দরমহলে তার স্থান হয়েছে। তার সেবার জন্য কত দাস দাসী খাট্‌ছে। তা ছাড়া রাণীদের কত আদর, কত সোহাগ পায়। এমনি সুখে তার দিন যেতে লাগ্‌লো।

একদিন সকল রাণী মিলে খাঁচার কাছে গিয়ে বল্লেন—"বলত হীরামন, আমরা কে কেমন দেখ্‌তে?" রাণীরা আমোদ করে জিজ্ঞাসা করেছেন, সেও কিছু না ভেবে বল্লে—"ছোটরাণী ছাড়া আর সবাই সুন্দরী। তাঁর মুখখানা দেখ্‌তে যেন ঠিক শূয়রণীর মত"। এই কথা শোনবামাত্র ছোটরাণী অজ্ঞান হয়ে মাটীতে ঢলে পড়্‌লেন।

রাজার কাছে তৎক্ষণাৎ খবর গেল। ছোটরাণী রাজার আদরের আদরিণী, সোহাগে গরবিণী। তাঁর কথায় রাজা মরেন বাঁচেন। এহেন রাণী ধূলায় পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন শুনে রাজা আস্তে ব্যস্তে ছুটে এসে জিজ্ঞাসা কল্লেন—"কি রাণী, তোমার কি হ'য়েছে ?"

ছোটরাণী উত্তর কর্‌লেন—"মহারাজ, আমার বড্ড অসুখ করেছে। এই হীরামনের মাংস খেলে তবে আমার রোগ সার্‌বে, তা নয়ত মারা যাব।"

ছোট রাণীর কথায় রাজার বড়ই কষ্ট হ'ল। এমন পাখীটাকে মার্‌তে রাজার মন উঠ্‌ছেনা অথচ ছোট রাণীর আব্দার না শুনেও উপায় নাই। কাজেই তখন রাজা সেই পাখীটাকেই মার্‌তে হুকুম দিলেন।

রাজার হুকুম শুনে হীরামন চেঁচিয়ে বল্লে—"মহারাজ, আমি ছয় দিনের জন্য আপনার কাছে প্রাণ ভিক্ষা কর্‌ছি। ছয়টা দিন আমায় রক্ষা করুন। এই ছয় দিন আমাকে যেথা সেথা ঘুরে বেড়াতে দিন। তারপর মহারাজের বিবেচনায় যা হবে তাই কর্‌বেন। আমি প্রতিজ্ঞা করে বল্‌ছি ছয় দিনের দিন আমি এসে মহারাজের কাছে নিশ্চিত ধরা দিব, একটুও অন্যথা হবেনা।"

পাখীর কথায় বিশ্বাস করে রাজা তাকে ছেড়ে দিতে হুকুম দিলেন। হীরামন খাঁচা থেকে বের হয়েই একদিকে উড়ে গেল। যেতে যেতে পথে এক ঝাঁক হীরামনের সঙ্গে দেখা হল। এক সঙ্গে বার হাজার পাখী একদিকে উড়ে যাচ্চে। তাদের দেখে রাজার হীরামন চেঁচিয়ে বল্লে—"থাম, থাম, ভাই সকল তোমরা সব কোথা যাচ্চ ?"

তারা বল্লে—"আরে ভাই, আমরা সব এক দ্বীপে যাচ্চি। সেখানে এক রাজকন্যা আমাদের রোজ ওলা দানা মতি খেতে দেয়। তুমি ও আমাদের সঙ্গে যাবে, এস।" হীরামন তখন তাদের সঙ্গে জুটে গেল।

তারপর যেতে যেতে তারা সেই দ্বীপের রাজকন্যার কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। সেখানে গিয়ে দেখে পথীরা যা বলেছিল সে কথা ঠিক। রাজকন্যা নিজ হাতে, ওলা দানা ও মতি ছড়িয়ে দিচ্চেন আর হাজার হাজার পাখী তাই খাচ্চে! খাওয়া হয়ে গেলে আর সব পাখী চলে গেল। কেবল রাজার হীরামন অসুখের ভান করে সেখানে পড়ে রইল।

সকল পাখী উড়ে গেল, এ পাখীটা উড়্‌তে পারছেনা দেখে রাজকন্যা তার কাছে গিয়ে আদর করে বল্লেন—"কিরে পাখী, তোর আবার কি হ'ল? আহা বেচারা, অসুখ করেছে বুঝি? আয় তোকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাই।" এই বলে রাজকন্যা হীরামনকে নিজ হাতে নিয়ে তাঁর মহলে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে পাখীকে কত আদর করে বিছানা করে দিলেন, কত ওলা দানা ও মতি খেতে দিলেন কিন্তু পাখীর কিছুতেই গা নাই। তখন রাজকন্যা বল্লেন—"তোকে এত করে খেতে দিলুম একবারও মুখে দিলিনে?"

রাজকন্যার কথা শুনে হীরামন বল্লে—"রাজকন্যা, আপনার দয়ার সীমা নেই। আপনি আমাদের কত ওলা দানা মতি খেতে দেন। কিন্তু আমার যে রাজা তাঁর বড় রাজা নেই। তিনি উত্তরের রাজা, দক্ষিণের রাজা, পূবের রাজা, পশ্চিমের রাজা, তাঁর রাজত্বের শেষ নেই। আমার সেই রাজা হাঁস পায়রার সাম্‌নে কত হীরা মতি ছড়িয়ে দেন তার ঠিক ঠিকানা নেই। আহা যদি একবার আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ত! আহা,যদি তাঁর সঙ্গে আপনার বিয়ে হ'ত তা হ'লে কত সুখেরই না হ'ত। যেমন আমাদের রাজা তেম্‌নি আমাদের রাণীও হ'ত। সে রাজার আপনিই একমাত্র রাণী হওয়ার উপযুক্ত।"

পাখীর কথায় রাজকন্যার মন গলে গেল। তিনি তখন মনে মনে

এই রাজাকেই পতি বলে বরণ কর্লেন। তারপর রাজার কাছে গিয়ে পাখী যা যা বলেছে সব বল্লেন আর সেই রাজার রাজ্যে বেড়াতে যাবেন বলে অনুমতি চাইলেন। শুনে রাজা বল্লেন—"মা, তাও কি হয়? তুমি মেয়ে মানুষ কোথায় যাবে? আমি এখনি সে রাজার কাছে চিঠি লিখে এই হীরামনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্চি। আমি তোমার সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠাচ্ছি। পাখীর কথা যদি সত্য হয় তাহ'লে তিনি নিশ্চয়ই আস্বেন। মা, তুমি ভেবোনা, আমি সেই রাজার সঙ্গেই তোমার বিয়ের সব বন্দোবস্ত কর্ছি।" তারপর একখানা চিঠি লিখে হীরামনের পায়ে বেঁধে তৎক্ষণাৎ তাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল।

একদিন যায়, দুদিন যায়, তিন দিন যায়, চারদিন যায়, হীরামন আর ফেরেনা। তখন ছোটরাণী উতলা হয়ে উঠ্লেন। রাজাকে বল্তে লাগ্লেন—"মহারাজ, কোথায় সে পাখী? রাজাকে বোকা পেয়ে ফাঁকি দিয়ে যখন একবার পালাতে পেরেছে তখন কি আর আসে? তার কি আর প্রাণের মায়া নেই?" রাজা কি আর বলেন! মনে মনে ভাব্লেন—"এ পাখী ফাঁকি দিবে বলে ত মনে হয় না।" পাঁচ দিনের দিন সন্ধ্যার সময় রাজা বসে বসে ভাব্ছেন এমন সময় হীরামন সে চিঠি নিয়ে এসে হাজির।

রাজা তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

পাখীকে বল্লেন—"যা হোক, ঠিক সময় মতই এসেছ।" পাখী বল্লে—"মহারাজ, আপনায় মিনতি করে বল্ছি—আমায় মারবেন না। আমি আপনার বা রাজবাড়ীর কারো একবিন্দুও অনিষ্ট করিনি। রাণীরা আমায় ধরে বস্লেন তাঁরা কে কেমন দেখতে তাই আমাকে বলতে হবে। আমি যা বুঝেছি তাই বলেছি। মহারাজ

বিনা অপরাধে আমার প্রাণ নিবেন না। আমায় বধ না কর্‌লে রাণী বাঁচ্‌বেন না তা নয়। আমি বেঁচে থাকলে মহারাজের অনেক কাজে লাগ্‌ব। আপনার জন্য যে পরম রূপসী রাজকন্যা ঠিক করে এসেছি এই দেখুন তার প্রমাণ"—এই বলে হীরামন সেই চিঠিখানা দেখিয়ে দিল। রাজা তখন চিঠি খুলে পড়ে মহাখুসী হয়ে বল্লেন—"তুমি ঠিক কথাই বলেছ, অবিশ্বাসের কাজ কিছুই করনি সে কথা ঠিক। আমি তোমায় বধ করবনা। এই রাজকন্যাকে আমায় বিয়ে করতেই হবে। তবে এখন আমি সে দ্বীপে কি করে যাব তাই বল ?"

পাখী বল্লে—"মহারাজ সেজন্য কোনও চিন্তা নাই। আমি না ভেবে চিন্তে কিছু বলিনি। সেই ফকীর মহারাজকে যে ঘোড়ার ছানা দিবে বলে স্বীকার করে গিয়েছিল একবার যদি সেই ছানাটাকে পাঠিয়ে দিতে আদেশ করেন তা হ'লে অতি সহজে এ কাজ সম্পন্ন হ'তে পারে"।

রাজার আদেশে তখন ফকীরের কাছ থেকে সেই ঘোড়ার ছানা আনতে লোক গেল। সেই ছানার যে কি গুণ আছে ফকীর তা কিছুই জানতোনা, কাজেই রাজার লোক যাওয়ামাত্র সে তৎক্ষণাৎ তাকে রাজার কাছে পাঠিয়ে দিল। তার এখন আর অভাব কি ? একটা ঘোড়ার ছানা বইত নয় ? রাজা তা'কে এতগুলি টাকা দিয়েছেন, তার দুঃখ কষ্ট সব তাতে ঘুচে গেছে। কাজেই রাজার এই সামান্য অনুরোধ রক্ষা করবে না ?

ঘোড়ার ছানা নিয়ে আসবামাত্র রাজা তাতে চড়ে হীরামনকে সঙ্গে নিয়ে সেই দ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা কর্‌লেন। যেতে যেতে এক-বারে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পড়্‌লেন। সেখানে সেই বিশাল সমুদ্র দেখে কি করে এই অগাধ জলরাশি পার হবেন তাই ভাবতে লাগলেন।

তখন নিরাশ হয়ে ফিরে আস্‌বেন মনে করে পাখীকে বল্লেন—“এই পর্ব্বত সমান জল পার হব কি করে?”

শুনে হীরামন বল্লে—“ভয় কি মহারাজ, অনায়াসে পার হবেন। যে ঘোড়ার ছানার পিঠে চড়ে যাচ্ছেন এ যে সে ঘোড়া নয়। এর উপর চড়ে এক নিমেষে সাত সমুদ্র পার হয়ে যেতে পারবেন। কোন ভয় নেই মহারাজ, ঘোড়াকে চালিয়ে দিন। ও ডাঙ্গায় জলে সমান ছুট্‌তে পারে।”

পাখীর কথায় রাজা তাই কর্‌লেন। তখন দেখ্‌তে না দেখ্‌তে সেই দ্বীপে গিয়ে হাজির হ'লেন। দ্বীপের রাজা তাঁকে কত আদর যত্ন করে ঘরে নিলেন। সে দেশের রাজকন্যাও রাজাকে দেখে আনন্দে নেচে উঠ্‌লেন। যখন চার চক্ষুর মিলন হ'ল তখন রাজাও রাজকন্যার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে বিবাহের প্রস্তাব কল্লেন। তখন সকলে একমত হয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ের আয়োজন করলেন। কত ঘটা কত আমোদ আহ্লাদ, কত নাচ গান, কত খাওয়ান দাওয়ান হ'ল তা আর কি বলব! কয়েকদিন পর সব ধূম ধাম ফুরিয়ে গেল। তারপর রাজকন্যাকে নিয়ে রাজা দেশে ফিরে চল্লেন।

রাজারাণী দুজনে সেই ঘোড়ার ছানার পিঠে চড়ে যাচ্ছেন আর হীরামন আগে আগে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে। পাখী রাজাকে যে পথে নিয়ে গিয়েছিল ফিরবার সময় সেই পথে না এসে অন্যদিক দিয়ে এল। সে পথে রাজা একটা প্রকাণ্ড দ্বীপ দেখ্‌তে পেলেন। তার চারিদিকে বন জঙ্গল আর গাছ। তাতে না আছে জনমানব, না আছে ঘরবাড়ী। কেবলই ধু ধু করে মাঠ। সেই দ্বীপে এসে রাজা বল্লেন—“বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এখানে একটু বিশ্রাম করে নিই।”

শুনে পাখী বল্লে—“মহারাজ, এখানে কিছুতেই বিশ্রাম করা হবেনা, তাহ'লে বিপদ ঘট্‌বে”।

তখন রাজা বল্লেন—"তা হোক্‌গে, আমি বিশ্রাম না করে আর পার্‌ছিনে। একটু ঘুমিয়ে নিয়ে তবে আবার চল্‌তে আরম্ভ কর্‌ব।" এই বলে রাজকন্যাকে নিয়ে ঘোড়া থেকে নাবলেন। তারপর দুজনে একটা গাছ তলায় শুয়ে ঘুমাতে লাগ্‌লেন আর হীরামন সেই গাছের ডালে বসে তাদের পাহারা দিতে লাগ্‌ল।

দ্বীপের উপর রাজারাণী অকাতরে ঘুমুচ্ছেন এমন সময় সেই দ্বীপে এক সওদাগরের জাহাজ এসে ভিড়্‌লো। সওদাগর তখন সেই দ্বীপের মধ্যে একটা গাছের নীচে দুটী লোক শুয়ে আছে দেখ্‌তে পেয়ে জাহাজ থেকে নেমেই তাদের কাছে গেল। সেখানে গিয়ে পরীর মত সুন্দরী রাণীকে দেখে সে তাহাকে তুলে জাহাজের ভিতর নিয়ে এল। তারপর সেই ঘোড়ার ছানাটাকে কাছে দেখ্‌তে পেয়ে তাকেও বেঁধে নিয়ে এল। তখন রাজা একলাটী গাছতলায় পড়ে ঘুমুতে লাগ্‌লেন।

পাখী গাছের ডালে বসে সবই দেখ্‌তে পেয়েছে। পাছে সাড়াশব্দ কর্‌লে সওদাগর তাকেও গুলি করে মেরে ফেলে সেই ভয়ে সে চুপ করে ছিল। কাজেই রাজা তখন এক বিন্দুও জান্‌তে পার্‌লেন না যে তাঁর কি সর্ব্বনাশই হ'ল। এদিকে সওদাগর জাহাজে এসেই তৎক্ষণাৎ জাহাজ ছেড়ে দিল। হীরামন তখন অনেক কষ্টে রাজাকে জাগিয়ে সব কথা বল্লে। রাজা তখন হায় হায় কর্‌তে লাগ্‌লেন। কেন পাখীর কথা না শুনে এই বিপদ ডেকে আন্‌লেন, এই ভেবে রাজা কতই না আপশোষ কর্‌তে লাগ্‌লেন। এখানে না আছে খাবার না আছে কিছু। এই অপার জলরাশি যে কি করে পার হয়ে যাবেন তারও না আছে এমন কোনও উপায়। হায় হায় এখন এ বিপদ থেকে কেই বা উদ্ধার করে?

রাজার আক্ষেপ শুনে হীরামন বল্লে—"মহারাজ এই গাছটা কেটে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিন আর তাতে ভর দিয়ে ভাস্‌তে ভাস্‌তে চলুন। এখন ভগবান যেখানে নিয়ে ঠেকান। এ ছাড়া অন্য উপায় ত আর দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।"

তখন আর কি করেন? পাখীর কথামত গাছটা কেটে তাই জলে ভাসিয়ে দিলেন আর রাজা নিজে তার উপর উঠে বস্‌লেন। গাছ তখন ভাস্‌তে ভাস্‌তে চল্‌লো। এখন, সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল একটা ঈগল পাখী। ডাল পালাসমেত গাছটা ভেসে যেতে দেখে কি মনে করে সে হঠাৎ ছোঁ মেরে সেটাকে তুলে নিল। রাজাও সেই সঙ্গে গাছের ডালে ঝুল্‌তে লাগ্‌লেন। ঈগল গাছের ডালটা এক জঙ্গলের ভিতর নিয়ে সেখানে ফেলে দিল। তখন ঈগলের পিছু পিছু হীরামনও উড়ে গিয়ে রাজার কাছে হাজির হ'ল। ঈগল চলে গেলে হীরামন রাজাকে বল্লে—"মহারাজ, এখান থেকে নড়্‌বেন না। আমি গিয়ে রাণী ও সেই ঘোড়ার ছানার সন্ধান নিয়ে আসি। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আপনি কোথাও যাবেন না।" এই বলে হীরামন একদিকে উড়ে গেল।

পাখী উড়ে উড়ে কতরাজ্য ঘুরে তবে এক যায়গায় রাণীর সন্ধান পেল। সেখানে গিয়ে দেখে রাণী এক সওদাগরের সইস সেজে তার ঘোড়াশালায় কাজ করেন। হীরামনকে দেখ্‌তে পেয়ে রাণীর আর আনন্দ ধরে না। তিনি তখন পাখীকে কাছে ডেকে বল্লেন—"ও পাখী, তুই কোথায় ছিলি? রাজা কোথায় আছেন, কেমন আছেন শীগ্‌গির আমায় বল।"

হীরামন তখন যা যা ঘটেছিল সব বল্লো। রাণী শুনে বল্লেন—"শীগ্‌গির ফিরে গিয়ে তাঁকে আমার খবর দে।" তারপর পাখীকে

কয়েক খানা গয়না দিয়ে বল্লেন—"এ গুলিও তুই সঙ্গে নিয়ে যা। তিনি হয়ত না খেতে পেয়ে কত কষ্টই পাচ্ছেন। গয়নাগুলি বিক্রী করে অনেক কাজে লাগ্‌তে পারে। তাঁকে শীগ্‌গির করে এসে সওদাগরের কাজে লাগ্‌তে বল্‌বে। তাহ'লে সেই ঘোড়ার ছানার উপর চড়ে আমাদের দুজনের একসঙ্গে পালাবার সুবিধা হবে। একবার এই ঘোড়ার ছানার পিঠে চড়্‌তে পার্‌লে তখন ডাঙ্গায় কি জলে আমাদের নাগাল আর কে পাবে ?"

তখন হীরামন ফিরে গিয়ে রাজার কাছে রাণীর খবর দিল। শুনে রাজার ধড়ে প্রাণ এল। তিনি তৎক্ষণাৎ পাখীর সঙ্গে সওদাগরের বাড়ী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'লেন। পাখী আগে আগে পথ দেখিয়ে যেতে লাগ্‌লো, রাজা তার পিছন পিছন চল্‌তে লাগ্‌লেন। সাতদিন নয় রাতের পর রাজা সওদাগরের বাড়ী গিয়ে হাজির হ'লেন। তখন রাজা রাণীতে আবার দেখা হ'ল। আর যে কখনও দুজনের মিলন হবে সে আশাও তাদের ছিলনা। দুজনে তখন কত সুখ দুঃখের কথা কইলেন।

রাণীর কথামত দিনমানে দুজনে সওদাগরের সহিস সেজে রইলেন। তারপর রাত্রি হওয়ামাত্র আস্তাবল থেকে সেই ঘোড়ার ছানা বের করে নিয়ে দুজনে তাতে চড়ে একবারে তীরবেগে ছুটিয়ে দিলেন। সওদাগর কিছুই জান্‌তে পার্‌ল না। পথে তাঁরা আর কোথাও না থেমে একবারে রাজার নিজরাজ্যে এসে প'ড়্‌লেন।

এত দিনের পর রাজাকে দেখে রাজ্যময় হুলস্থুল পড়ে গেল। নূতন রাণীকে দেখে সকলে ধন্য ধন্য কর্‌তে লাগ্‌ল। তখন কত সুখেই রাজার দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল। রাজা তখন হীরামনকে রাজ্যের প্রধান উজীর ক'রে দিলেন।

গুল-ই-জার বা গোলাপী পরী।

উজীরের ছেলে রাজার ছেলেতে বড় ভাব। তারা দুজনে মিলে একদিন তীর দিয়ে নিশানা ঠিক কর্‌তে শিখ্‌ছিল। কাছে ছিল এক সওদাগরের বাড়ী। দোতলার উপর সওদাগরের স্ত্রী জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কাজ কর্‌ছিল। এমন সময়ে একটা তীর এসে তাঁর গায়ে বিঁধ্‌ল।

সওদাগরের বাড়ীর জানালার উপর বসেছিল একটা দয়েল পাখী। রাজপুত্র সেই পাখীকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়েছিলেন। জানালার পাশে কেউ আছে কি না তা তিনি দেখ্‌তে পান নাই। তীরটা পাখীর গায়ে না লেগে একবারে ঘরের ভিতর সওদাগরের স্ত্রীর গায়ে গিয়ে লেগেছে। রাজপুত্র সে কথা জান্‌তেও পারেন নাই। তখন খেলা শেষ করে দুজনে সেখান থেকে চলে এসেছেন।

সওদাগর ঘরে গিয়ে দেখে তার স্ত্রী মেজের উপর পড়ে আছে আর তার মাথা হ'তে হাত খানেক দুরে একটা তীর দেয়ালের গায়ে বিঁধে আছে। স্ত্রীকে এই মাত্র কেউ মেরে রেখে গেছে ভেবে সওদাগর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে—"চোর, চোর—আমার স্ত্রীকে মেরে ফেলেছে" এই বলে চেঁচিয়ে উঠলো। চীৎকার শুনে পাড়াপড়্‌শি

সকলে এসে জড় হ'ল। তখন কি হয়েছে দেখ্‌বার জন্য দৌড়ে সকলে উপরে গেল। গিয়ে দেখে যে তীরটা বুকের পাশ ঘেঁসে দেয়ালে গিয়ে বিঁধেছে, সামান্য একটু মাংস ছড়ে গেছে, আর বেশি কিছু হয় নাই। তবে সওদাগরের স্ত্রী ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।

জল, বাতাস দিয়ে যখন তার জ্ঞান হ'ল তখন সওদাগরের স্ত্রী বল্লে —"দুটো ছেলে তীর ধনুক হাতে করে এই দিক দিয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় আমাকে জানালার পাশে দেখে তাদের একজন আমার গা লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়্‌ল। ভাগ্যিস আমার বুকে, মাথায় লাগেনি তা না হ'লে আজ আর উঠ্‌তে হ'ত না।" শুনে সওদাগর বল্লে—"বটে, এত বড় আস্পর্দ্ধা? তীর ছুঁড়্‌বার আর যায়গা পায় নি? আচ্ছা, রাজার কাছে বলে এর শাস্তি দিতেই হ'বে।"

পরদিন সওদাগর রাজার কাছে গিয়ে নালিশ করলো। রাজা ছেলে দুটোর আস্পর্দ্ধার কথা শুনে অত্যন্ত চটে গেলেন। ধরা পড়্‌লে তাকে অতি গুরুতর শাস্তি দেওয়া হবে এই বলে রাজা শপথ কর্‌লেন। সওদাগরকে ফিরে গিয়ে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে বল্লেন যে সে তাদের দুজনকে আবার দেখ্‌লে চিন্‌তে পার্‌বে কিনা।

তখন বাড়ী ফিরে সওদাগর তার স্ত্রীকে সে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লো। শুনে তার স্ত্রী বল্লে—"চিন্‌তে আর পারব না? সহরের সব লোক একত্র হ'লেও আমি তাদের দুজনকে বেছে নিতে পার্‌ব।"

পরদিন সওদাগর রাজাকে গিয়ে সেই কথা বল্লে। শুনে রাজা বল্লেন—"আমার হুকুম, সহরের যত পুরুষ মানুষ আছে কাল তারা সব তোমার বাড়ীর পাশ দিয়ে একে একে চলে যাবে। তোমার স্ত্রীকে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে বল্‌বে। সেই ছেলে দুটো যখন

সেখান দিয়ে যাবে তখনই যেন তাদের দেখিয়ে দেয়।" তখন সহরময় ঢেঁট্‌রা পিটে রাজার হুকুম জানিয়ে দেওয়া হ'ল।

পরদিন সহরের সমস্ত পুরুষ দলে দলে সওদাগরের বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে লাগ্‌লো। রাজপুত্র আর উজীরপুত্রও সেই তামাসা দেখ্‌তে গেল। দলের মধ্যে মিশে তারা যাই সেই জানালার পাশে গিয়েছে অম্‌নি সওদাগরের স্ত্রী বলে উঠ্‌লো—"ওই যে দেখা যাচ্ছে সেই দুটী লোক"। তখন রাজপুত্রদের দেখিয়ে বল্লে—"ওরাই আমায় তীর মেরেছে।"

এ খবর যখন রাজার কানে গেল তখন তিনি অবাক হ'য়ে বল্লেন —"রাজপুত্র আর উজীরপুত্রের এই কাজ ? প্রজার সাম্‌নে কি দৃষ্টান্তই দেখালে।" রাজা তখন ক্রোধে অধীর হ'য়ে দুজনেরই প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন।

উজীর তখন জোড় হাত করে বল্লেন—"মহারাজ, বিনা বিচারে প্রাণদণ্ডের বিধান সঙ্গত নয়। এ বিষয়ে এদের কি বলবার আছে আগে শুনা উচিত।" এই বলে তাদের দুজনের দিকে চেয়ে বল্লেন— "তোমরা এ নিষ্ঠুর কাজ কেন কর্‌লে ? এর যথার্থ কারণ কি বল।"

তখন রাজপুত্র বল্লেন- "ঐ বাড়ীর খোলা জানালার গোবরাটে একটা দয়েল বসে ছিল। আমি সেই পাখীকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়েছিলুম। কিন্তু সেটা তার গায়ে না লেগে পাশ দিয়ে চলে গেল। আমার বোধ হয় সেই তীরটাই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'য়ে সওদাগরের স্ত্রীর গায়ে লেগেছে। ওখানে কে আছে জান্‌তে পার্‌লে কি ওদিকে কখনও তীর ছুঁড়ি ?"

রাজপুত্রের জবাব শুনে রাজা সভাভঙ্গ করে দিলেন। তারপর উজীরের সঙ্গে তাদের দুইজনের সম্বন্ধে অনেক কথা হ'ল। রাজার

ইচ্ছা দুইজনের প্রাণদণ্ড হয়। এমন কুপুত্র থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল। উজীরের ইচ্ছা তার নিজের ছেলেটী বেঁচে যায়। তখন রাজাকে বল্লেন—"মহারাজ এদের দুজনের মধ্যে রাজপুত্রের অপরাধই অধিক। তাকে কিছু শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হোক।" রাজা একথায় কিছুতেই সম্মত হ'লেন না। তখন উজীর বল্লেন—"মহারাজ যখন আর রাজপুত্রের মুখ দর্শন কর্‌বেন না প্রতিজ্ঞা করেছেন তখন তাকে নির্ব্বাসন দণ্ড দেওয়া হোক।" অনেক তর্ক বিতর্কের পর রাজা উজীরের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

পরদিন প্রাতে রাজপুত্র বনবাসে চল্লেন। তাকে রাজ্য পার করে দিতে তার সঙ্গে গেল একদল সেনা। পিতার রাজ্য ছেড়ে রাজপুত্র যখন অপর রাজার রাজ্যে গিয়ে পড়্‌বেন ঠিক সই সময় উজীরপুত্র চার ঘোড়ার উপর চার থলি মোহর নিয়ে ছুটে এসে তার কাছে উপস্থিত। তখন রাজপুত্রের গলা জড়িয়ে ধরে উজীরপুত্র বল্লে—আমি তোমাকে কখনই একেলা যেতে দিতে পারব না। আমরা এতদিন একসঙ্গে থেকেছি একসঙ্গে খেলেছি, একসঙ্গে পড়েছি, এখন নির্ব্বাসনেও একসঙ্গে যাব। মরতে হয় এক সঙ্গে মর্‌ব। আমায় যদি ভালবাস তাহ'লে আমায় কখনও ফেলে যেওনা।"

উজীরপুত্রের কথা শুনে রাজপুত্র বল্লেন—"তুমি কি কর্‌ছ একবার ভাল করে ভেবে দেখ। আমার সাম্‌নে যে কত বিপদ আছে তার অবধি নেই। তুমি কেন আমার জন্য দেশত্যাগী হবে?" উজীর-পুত্র বল্লে—"আমি তোমায় ভালবাসি, তাই। তোমায় ছেড়ে আমি কখনই সুখী হ'তে পারব না।"

তখন সঙ্গের লোকজনকে বিদায় দিয়ে দুই বন্ধুতে মিলে হাত ধরাধরি করে চলতে লাগল। যেতে যেতে তারা এক গ্রামের কাছে

এসে উপস্থিত হ'ল। সে দিন তারা টা বড় গাছের নীচে রাত্রি কাটাবে বলে ঠিক কর্‌ল। তারপর সঙ্গে যা কিছু জিনিষ পত্র ছিল সে সব গুছিয়ে নিয়ে রাজপুত্র রান্নাবান্না কর্‌বার জন্য আগুণ ধরাবার আয়োজন কর্‌তে লাগ্‌লেন আর উজীরপুত্র কাছে কোনও এক বেনের দোকান থেকে খাবার জিনিষপত্র কিনে আন্‌তে গেল।

রাজপুত্র আগুণ ধরিয়ে বসে আছেন—এদিকে উজীরপুত্রের দেখা নাই। অনেকক্ষণ বসে বসে শেষকালে রাজপুত্র উঠে এদিক ওদিক দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর নিকটেই একটা অতি ছোট নদী দেখ্‌তে পেলেন। নদীটী পাহাড়ের গা দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে। তার হিম শীতল ফটিক জল কুল্‌ কুল্‌ করে বয়ে যাচ্ছে দেখে রাজপুত্রের বড়ই ভাল লাগ্‌ল। তিনি তখন নদীর ধারে ধারে চল্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর যখন শুন্‌লেন যে যেখান থেকে নদীর আরম্ভ সে যায়গাটা অতি কাছেই আছে তখন রাজপুত্র সেই দিকে যেতে লাগ্‌লেন।

একটা অতি সুন্দর হ্রদ থেকে নদীটা বের হয়েছে। রাজপুত্র গিয়ে দেখেন যে হ্রদের ভিতর হাজার হাজার লাল, নীল, শ্বেত পদ্ম ফুটে আছে। তা ছাড়া কত কুমুদ, কলমী, পানফল ও ভেটে ছেয়ে আছে তার সংখ্যা নাই। আহা! সে যে কি সুন্দর তা আর কি বল্‌ব? সে শোভা দেখ্‌লে চোখ জুড়ায়। রাজপুত্র তখন সেই হ্রদের তীরে বসে সেই শোভা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর তৃষ্ণা পেতেই অঞ্জলী পূরে হ্রদ থেকে খানিকটা জল তুলে নিলেন। জলটা মুখে দিবার আগে দেখে নিতে গেলেন তাতে কিছু আছে কিনা। জলের দিকে চেয়েই দেখেন যে তাতে একটী পরম রূপসী পরীর চেহারা দেখা যাচ্ছে। যার চেহারা ছায়ায় পড়েছে সে

নিশ্চয়ই কাছে কোথাও আছে এই ভেবে তাকে দেখ্‌বার জন্য এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখেন কেউ কোথাও নাই। তখন রাজপুত্র সেই জল টুকু খেয়ে আবার জল তুল্‌বার জন্য হাত বাড়ালেন। সেবারেও হাতে করে জল তোলবা মাত্র তাতে সেই পরীর চেহারা দেখ্‌তে পেলেন। এবারে আবার চারিদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। তখন দেখেন যে হ্রদের যে পাড়ে তিনি বসে আছেন ঠিক তার অপর পাড়ে অপরূপ এক পরী বসে আছে। তারপর চার চক্ষু মিলন হওয়ামাত্র রাজপুত্র ঢলে পড়্‌লেন।

উজীরপুত্র ফিরে এসে দেখ্‌লে যে দাউ দাউ করে আগুণ জল্‌ছে, ঘোড়াগুলি যেমন গাছে বাঁধা ছিল তেম্‌নি আছে, মোহরের থলিগুলিও স্তূপাকারে পড়ে রয়েছে অথচ রাজপুত্রের কোনও চিহ্ন নাই। উজীরপুত্র তখন ভেবেই পায়না হঠাৎ রাজপুত্রের কি হ'ল। সেখানে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও কাউকে না দেখ্‌তে পেয়ে উজীরপুত্র চীৎকার করে রাজপুত্রকে ডাক্‌তে লাগ্‌লো। তখন তাঁর কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে উজীরপুত্র সেখান থেকে উঠে সেই নদীর দিকে যেতে লাগলো।

নদীর ধারে গিয়েই উজীরপুত্র সেখানে তার বন্ধুর পায়ের চিহ্ন দেখ্‌তে পেল। তখন সেখান থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ঘোড়াগুলি ও টাকা কড়ি সব নিয়ে রাজপুত্রের পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে উজিরপুত্র সেই হ্রদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সেখানে গিয়ে দেখে—একি সর্ব্বনাশ! রাজপুত্র যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে! দেখেই উজীরপুত্র বলে উঠ্‌ল—"হায়, হায় একি হ'ল? ভাই, তুমি মর্‌লে আমার দশা কি হবে? রাজপুত্র, একবারটী চোখ মেল—একটী বার কথা বল।" কিন্তু হায়, কে কার উত্তর দেয়। রাজপুত্রের যে কিছুমাত্র চেতনা নাই!

উজীরপুত্র আর কি করে, তখন রাজপুত্রকে তুলে ধরে তার মাথায় জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগলো। খানিক পরে রাজপুত্রের চেতনা হ'ল। তিনি তখন চোখ মেলে চাইলেন। দেখে উজীরপুত্রের ধড়ে যেন প্রাণ এল। সে তখন রাজপুত্রকে বল্লে—"ভাই, ব্যাপার কি? তোমার কি হয়েছিল?"

রাজপুত্র—"তুমি চলে যাও। তোমার কাছে আমি কিছু বল্‌তে চাইনে, তোমায় আমি দেখ্‌তেও চাইনে। তুমি এখান থেকে চলে যাও"।

উজীরপুত্র—"এস, আমরা এখান থেকে চলে যাই। এই দেখ তোমার জন্য কেমন সব খাবার কিনে এনেছি।"

রাজপুত্র—"তুমি একলা যাও, আমি যাবনা।"

উজীরপুত্র—"তা কিছুতেই হবে না। হঠাৎ তোমার একি হ'ল যে আমায় দেখ্‌তে পার্‌ছনা? কিছু আগেও ত আমরা ঠিক দুভাইয়ের মত ছিলুম। ভাই, বল তোমার এ হ'ল কি?"

তখন রাজপুত্র বল্লেন—"আমার উপর এক পরীর দৃষ্টি হয়েছে। মাত্র এক পলক সেই পরীর দিকে চেয়েছিলুম। চোখে চোখে পড়্‌বা মাত্র সে তার মুখখানা পদ্মের পাপ্‌ড়ী দিয়ে ঢেকে ফেল্‌লো। আহা সে যে কিরূপ তা আর কি বল্‌ব? এক নিমেষে আমার নয়ন মন সব হরণ করে নিয়েছে। যে মুহুর্ত্তে আমি তার দিকে চেয়েছিলুম সেই মুহুর্ত্তে সে তার বুকের ভিতর থেকে একটা হাতীর দাঁতের বাক্‌স বের করে আমার দিকে তুলে ধর্‌লো আর আমিও তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হ'য়ে পড়লুম। এই পরীর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে দিতে পার তাহ'লে তুমি যেখানে যেতে বল্‌বে সেইখানেই যেতে রাজী আছি।"

শুনে উজীরপুত্র বল্লে—"ও ভাই! তুমি যে পরী দেখেছ এ পরী

সকল পরীর সেরা। এ পরী আর কেউ নয়—এ শাড়্-ই-আজের * গুল্-ই-জার। সে যে তোমায় সঙ্কেত করেছে তা থেকেই আমি সব জান্তে পেরেছি। সে যে পদ্মের পাপ্ড়ী দিয়ে মুখ ঢেকেছে তা থেকে তার নাম জানতে পারা গেল। আর সে যে গজদন্তের বাক্স দেখিয়েছে তাইতেই সে কোথায় থাকে তা জান্তে পারা যাচ্ছে। তুমি ধৈর্য্য ধরে থাক। আমি নিশ্চয় করে বল্ছি যে এই পরীর সঙ্গেই তোমার বিয়ে ঠিক কর্ব।"

রাজপুত্র উজীরপুত্রের মুখে আশার কথা শুনে অনেকটা আশ্বস্থ হলেন। তখন কিছু খেয়ে দুই বন্ধুতে মিলে আবার পথ চল্তে লাগ্লেন।

যেতে যেতে পথে দুটী লোকের সঙ্গে তাদের দেখা হ'ল। তারা হ'ল ডাকাতের দলের লোক। তারা ভাই বোনে এগার জন। সকলের বড় এক বোন, সে বাড়ীতে থাকে আর রান্না-বান্না করে আর ভাই দশটী রাহাজানি † করে ফিরে। তারা এক এক দিকে দুই দুই জন করে বেরিয়ে যায় আর অসহায় রাহী ‡ লোকদের মেরে ধরে তাদের যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নেয়। যদি তারা দলে ভারি হয় তা হ'লে তাদের ভুলিয়ে বাড়ীতে অতিথি করে নিয়ে যায়। তারপর সকলে এক সঙ্গে মিলে তাদের আক্রমণ করে। এই ডাকাতদের বাড়ী ঠিক যেন একটা কেল্লার মত। ঘরগুলি খুব মজবুত আর তারই একটার মেজের ভিতর এক বিশাল চোরাই গর্ত্ত।

* শাড়্-ই-আজ-গজদন্তপুর। গুল্-ই-জার্-গোলাপী গাল বিশিষ্ট।

† রাহাজানি—পথিকদিগের নিকট হইতে টাকাকড়ি ইত্যাদি কেড়ে নেওয়া।

‡ রাস্তার লোক।

এদের হাতে যে সব হতভাগ্য পথিকের প্রাণ যায় তাদিগকে অতল অন্ধকার এই গর্ত্তের ভিতর ফেলে দেয়।

লোক দুটী সাম্‌নে এসে রাজপুত্র ও উজীরপুত্রকে সে রাত্রির মত তাদের বাড়ীতে গিয়ে থাক্‌বার জন্য বার বার অনুরোধ কর্‌তে লাগ্‌ল। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে, সাম্‌নে আর কোনও গ্রাম নাই যে সেখানে গিয়ে উঠ্‌তে পার্‌বে। এই সব দেখে শুনে রাজপুত্র উজীরপুত্রকে বল্লেন —"ভাই, আমরা কি এই ভাল মানুষদের বাড়ী অতিথ হ'তে যাব ?" উজীরপুত্র তখন চোখের ইঙ্গিতে তার অনিচ্ছা জানাল। রাজপুত্র বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাই ভাব্‌লেন উজীরপুত্রের খেয়াল বইত নয়, এ রাত্রে কোন মাঠে জঙ্গলে গিয়ে বিপদে পড়্‌ব ? এই ভেবে লোক দুটীকে বল্লেন—"বেশ, আজকার রাত্রির মত তোমাদের বাড়ীতেই গিয়ে থাকি চল।" এই বলে তখন তাঁরা ডাকাতের দলে মিলে তাদের আড্ডায় গিয়ে হাজির!

সেখানে গিয়ে দুজনে একটা ঘরে আটক হ'য়ে রইলেন। তখন আর কি করেন, দুজনে মিলে নিজেদের অদৃষ্টের কথা ভেবে বিলাপ কর্‌তে লাগ্‌লেন। সেখান থেকে উদ্ধার হওয়ার কোন উপায় না দেখে উজীরপুত্র বল্লে—"এখানে বসে বসে আর্ত্তনাদ করে ফল কি ? আমি জানালায় উঠে দেখি পালাবার কোনও পথ দেখ্‌তে পাওয়া যায় কিনা।" এই বলে জানালায় লাফিয়ে উঠে দেখে যে নীচেই উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এক খাদ। উজীরপুত্র তখন জানালা দিয়ে গলে সেই খাদের ভিতর লাফিয়ে পড়্‌লো। সেখানে পড়ে চারিদিকে চেয়ে দেখে যে পাঁচিলের একপাশে একটা ঘরের ভিতর বসে অতি কদাকার একটী মেয়ে মানুষ। দেখেই তাকে বাড়ীর ঘরণী বলেই মনে হ'ল।

তখন উজীরপুত্র পাঁচিল বেয়ে ফিরে এসে রাজপুত্রকে বল্লে—"ভাই, আমাদের পালাবার এক উপায় ঠিক করেছি। বাড়ীতে একটা পেত্নী মেয়ে মানুষ আছে দেখ্‌তে পেলুম। বোধ হয় সে এই বাড়ীর ঘরণী। তাকে গিয়ে আমাদের কথা সব খুলে বল্‌তে হবে। তারপর রাজপুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দিব এই লোভ দেখিয়ে তারই সাহায্যে পালাতে হবে, তা না হ'লে আর নিস্তার নেই। তোমার কাছে বিয়ের কথা বল্লে প্রথমটা তুমি রাজী হবে না। তারপর যখন আমাদের উদ্ধার করে দিবে বলে কথা দিবে তখন তুমি নিমরাজী হ'য়ে থাক্‌বে। তারপর যা কর্‌বার আমি করে নিব।"

এই পরামর্শ স্থির করে উজীরপুত্র ফিরে সেই মেয়ে মানুষটীর কাছে গেল। উজীরপুত্রকে দেখেই সে মেয়েমানুষটী কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। তা দেখে উজীরপুত্র বল্লে—"ওগো, তুমি একলা বসে কাঁদ্‌ছ কেন? তোমার ছেলে মেয়ে নেই?" উজীরপুত্রের কথা শুনে মেয়েমানুষটী বল্লে—"আমার বিয়েই হয়নি, তার আবার ছেলে! আমার ভাইরা সব ডাকাত। তাদের হাতে যে তুমি কতক্ষণ বাঁচ্‌বে এই ভেবেই আমার কান্না পাচ্ছে। তাদের হাতে যে কত লোকের প্রাণ যায়, দেখে আমার বড় কষ্ট হয়।" শুনে উজীরপুত্র বল্লে—"তুমি কেঁদনা। যদি তুমি আমাদের বাঁচাতে পার তাহ'লে তোমাকে রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিব। এস, আমার সঙ্গে চল তোমাকে রাজপুত্রের কাছে নিয়ে যাই।" বিয়ের নামে তখন তার কান্নাটান্না সব একবারে থেমে গেল। তখন মুখে হাসি আর চোখে জল নিয়ে সে উজীরপুত্রের সঙ্গে রাজপুত্রের সন্ধানে গেল। উজীরপুত্র যখন রাজপুত্রের সঙ্গে সেই ডাকাতের বোনের বিয়ের প্রস্তাব করলো তখন রাজপুত্র বল্লে—"মাগো, অমন মেয়ে মানুষকে আবার বিয়ে করে কে? এখানে বন্দী

দশায় পচেমরা সেও স্বীকার তবু এমন ডাইনিকে বিয়ে কর্‌ব না।" উজীরপুত্র তখন বল্লে—"আহা, অমন কথা বলোনা। এমন রূপের ডালি কয়জনের ভাগ্যে মিলে? আমি হ'লেত এখনই বিয়ে করি। আর তা'ছাড়া বিয়ে করেই যে সে আমাদের নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। তুমি রাজী হ'লেই সে আমাদের সঙ্গে নিয়ে এখান থেকে বের হবে। তারপর কত ঘটা করে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিব।" তখন রাজপুত্র বল্লেন—"বেশ, আমি রাজী হলুম। তুমি সব ঠিক কর।"

এ কথা শুনে তার আহ্লাদ দেখে কে? সে তখন একটী গোপন পথে তাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লো। পাঁচিলের বাইরে এসে উজীর-পুত্র বল্লে—"আমাদের জিনিষপত্র ও ঘোড়া দুটো যে রয়ে গেল। এ দরজা দিয়ে আনাই বা যায় কি করে?" তখন সে বল্লে—"সেজন্য ভয় নেই, আমি এক মন্ত্র জানি, তাতে ইচ্ছামত সরু মোটা করা যায়।" এই বলে সে তখন সেই মন্ত্র পড়ে ঘোড়া দুটোকে এম্‌নি ভাবে নিয়ে এল যে তখন তারা চিপসে ঠিক একখানা কাপড়ের মত হ'য়ে গেল। তারপর বাইরে এসে আবার যে কে সেই আকার ধারণ কর্‌লো!"

ডাকাতের হাতার বাইরে এসেই রাজপুত্রকে ইসারা করে উজীর-পুত্র তার ঘোড়ায় চেপে বস্‌লো। রাজপুত্র ও তখন ঘোড়ায় চড়ে তৎক্ষণাৎ ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। ডাকাতের বোন তা দেখে চেঁচিয়ে উঠলো—"ওগো থাম, থাম, আমায় যে ফেলে গেলে! আমার ভাইরা জান্‌তে পার্‌লে যে আমায় কেটে দু'খানা করে ফেল্‌বে।"

তখন উজীরপুত্র বল্লে—"আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে এসনা, আমরা ত ধীরে ধীরেই যাচ্ছি।" সে তখন ঘোড়ার পিছু পিছু ছুট্‌তে লাগ্‌ল। তারপর যখন ডাকাতের মাঠ পার হয়ে গেল তখন উজীরপুত্র ঘোড়া

থেকে নেমে ডাকাতের বোনকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে আবার চল্‌তে লাগ্‌ল।

চল্‌তে চল্‌তে এক গাঁ ছেড়ে আর এক গাঁয়ের ভিতর গিয়ে উপস্থিত হ'ল। পথে যেতে যেতে যাকে দেখ্‌তে পেল তাকেই 'শাড় ই-আজ'এর কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌লো। তারপর খুঁজে খুঁজে সেই সহরে গিয়ে হাজির হ'ল। সেখানে গিয়ে এক বুড়ীর কুঁড়ে ঘরে যায়গা নিল। বুড়ীত প্রথমে তাদের দেখে কোথাকার সব আপদ বালাই জুটেছে বলে মনে মনে বড়ই বিরক্ত হ'ল। তারপর রাজপুত্রকে যে গ্লাসে জল খেতে দিয়েছিল তার তলায় একটা মোহর দেখ্‌তে পেয়ে বুড়ীর মনটা ভিজে গেল। আবার উজীরপুত্রের জলের গ্লাসেও যখন আর একটা মোহর দেখতে পেল তখন তাদের "বাবা, বাছা" করে কতই আদর করতে লাগ্‌লো। বুড়ী তখন আদর করে তাদের 'নাতি' বলে ডাকতে লাগ্‌লো।

পরদিন বুড়ী ঘরের কাজ কর্ম্ম শেষ করে 'নাতিদের' কাছে এসে পা ছড়িয়ে গল্প জুড়ে দিল। এ কথা সে কথার পর উজীরপুত্র জিজ্ঞাসা কল্লে—"হাঁগা বাছা, এ সহরটার কি কিছু নাম আছে?" শুনেই বুড়ী তেলে বেগুনে জ্বলে বল্লে—"কোথাকার বোকা ছেলে? সামান্য গাঁয়েরও একটা নাম থাকে আর অত বড় একটা সহরের নাম নেই? এ কথাটাও আবার জিজ্ঞেস করতে হয়?"

উজীরপুত্র আরো ন্যাকা সেজে বল্লে—"এ সহরটার তবে নাম কি?" বুড়ী তখন বল্লে—"এর নাম 'শাড়-ই-আজ'। জগত শুদ্ধু লোক জানে আর তোমরা বাছা এ নাম শোননি?"

'শাড়-ই-আজ'এর নাম শুনেই রাজপুত্র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌লো। উজীরপুত্র তখন চোখ টিপে তাকে সাবধান হ'তে বল্‌লো। তারপর

বুড়ীকে জিজ্ঞাসা কল্লে—"আচ্ছা, এদেশের কি কেউ রাজা আছে ?"

বুড়ী তখন হেসে বল্লে—"রাজা আর নেই ? রাজা আছে, রাণী আছে, আর—এক রাজকন্যাও আছে।"

উজীরপুত্র যেন অবাক হয়ে বল্লে—"আচ্ছা, রাজকন্যার কি নাম বল্‌তে পার ?"

বুড়ী তখন রেগে বল্লে—"নাম আর বল্‌তে পারিনে ? রাজকন্যার নাম হ'ল 'গুল্‌-ই-জার', বুঝ্‌লে ? গজদন্তপুরের গোলাপী পরীর নাম কে না জানে ?"

সে নাম শুনেই রাজপুত্র একবারে পাগল হ'য়ে গেলেন। উজীর-পুত্র বুঝ্‌তে পেরে রাজপুত্রকে কানে কানে বল্লে—"ভাই, আমরা ঠিক যায়গাতেই এসেছি। আর ভাব্‌না নেই। শীঘ্রই তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে"।

পরদিন সকাল বেলায় বুড়ী খুব সাজগোজ করে বাড়ী থেকে বের হচ্ছে এমন সময় উজীরপুত্র জিজ্ঞাসা কল্লে—"কি গো, অত সেজেগুজে কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?" বুড়ী তখন বল্লে—"গোলাপী পরী গুল্‌-ই-জারের কাছে আমার মেয়ে কাজ করে, আমি তাকে দেখ্‌তে যাচ্ছি। কালই যেতুম, তোমরা এলে বলে আর যেতে পারিনি, তাই আজ একটু সকাল করেই যাচ্ছি।"

বুড়ীর কথায় উজীরপুত্র বল্লে—"ওগো, সাবধান, গোলাপী পরীর সামনে যেন তোমার মেয়ের কাছে আমাদের কথা কিছু বলো না।" উজীরপুত্র জানে যে মেয়ে মানুষের পেটে কথা থাকে না। নিষেধ করেছে বলেই আরো বেশী করে বল্‌তে ইচ্ছা যাবে। তাহ'লেই সেখানে তাদের আসবার কথা গোলাপী পরী ঠিক জান্‌তে পার্‌বে।

রাজবাড়ীতে যাওয়ামাত্র বুড়ীর মেয়ে তাকে বল্লে—"মা, তুমি

কাল এলেনা কেন? আমি কত আশা করেছিলুম যে তুমি আসবে।" সে কথার জবাবে বুড়ী বল্লে—"কি করব মা, কাল বাড়ীতে দুজন অতিথ এল। তাদের একজন এক দেশের রাজপুত্র, অপরজন এক উজীরপুত্র। কাল সারাদিন ধরে খেটে খেটে আমার মাজা পিঠ এক হয়ে গেছে, কোমর আর নাড়তে পাচ্ছিনে। তবে ছেলে দুটী যে সে লোক নয় আর রোজ আমাকে দুটী করে মোহর দিচ্ছে। তাই তাদের যায়গা না দিয়ে পারলুম না। কোন দেশ থেকে যে ওরা এসেছে কে জানে? আবার জিজ্ঞাসা করে এদেশের নামই বা কি আর রাজাই বা কে? ওমা! এমন লোকও আছে গা?"

মেয়ের কাছ থেকে পরে বুড়ী ধীরে ধীরে গোলাপী পরীর কাছে গেল। এমন একটা কথা তার কাছে বল্‌তে নাপার্‌লে যে বুড়ীর পেট একবারে ফেঁপে উঠছে তাই আর কিছুতেই থাকৃতে না পেরে বুড়ী তখন রাজপুত্র ও উজিরপুত্রের আস্‌বার কথা গোলাপী পরীর কাছে একে একে সব বলে ফেল্লো। গোলাপী পরী একথা শুনেই বুড়ীকে এম্‌নি ঠেঙ্গানী দিলে যে সে গাঁক গাঁক করে চেঁচাতে লাগলো। ফের যদি অজানা, অচেনা লোকের কথা তার সামনে মুখে আনে তাহ'লে এর চাইতে আরও বেশী ঠেঙ্গানী খাবে এ কথাও গোলাপী পরী বুড়ীকে বলে দিতে ছাড়লেন না।

সন্ধ্যার সময় বুড়ী যখন বাড়ী ফিরলো তখন উজীরপুত্রের কাছে তার লাঞ্ছনার কথা সব খুলে বল্লো। রাজপুত্র সে কথা শুনেই উজীরপুত্রকে বল্লেন—"গোলাপী পরী যখন আমাদের কথা শুনেই এত রাগ করেছে, দেখা হ'লে না জানি কত রাগই কর্‌বে।"

শুনে উজীরপুত্র বল্লে—"রাগ? সে ত নয়ই, দেখ্‌লে যে কত সুখী হবে আমি সব জান্‌তে পার্‌ছি। বুড়ীকে যে এমনি কর্‌লে তাতেই

বোঝা যাচ্ছে যে আস্‌ছে আমাবস্যার রাতে তোমাকে তার কাছে যেতে বলেছে।"

আবার যখন বুড়ী তার মেয়েকে দেখ্‌তে রাজবাড়ীতে গেল তখন গুল্‌-ই-জার তার চাকরদের বলে দিল যে সে যখন বুড়ীর সঙ্গে আলাপ করতে থাকবে ঠিক সেই সময় যেন তারা ছুটে সেই ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে। তাদের দেখে বুড়ী যদি কিছু বলে তা হ'লে তারা বলবে যে রাজার হাতী ক্ষেপে গিয়ে বাজার ও সহরময় ছুটোছুটী করছে আর যা সাম্‌নে পড়ছে তাই নাশ করছে।"

গোলাপী পরীর হুকুম মত যাই চাকরেরা বুড়ী যে ঘরে বসে রাজ-কন্যার সঙ্গে কথা বল্‌ছিল সেই ঘরে ঢুকে পড়্‌লো, অমনি বুড়ী আস্তে ব্যস্তে চোখ কপালে তুলে তাদের জিজ্ঞাসা কল্লে—"হাঁগা, কি হয়েছে? তোমরা সব অমন করছ কেন?" তারপর তাদের কাছে যখন বুড়ী পাগলা হাতীর কথা শুনলো তখন সে ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগ্‌লো। "ও মা গো, আমার কি হবে গো! আমার ঘর দোর সব ভেঙ্গে দিলে কি দশা হবে গো!" এই বলে তাড়াতাড়ি ছুটে বাড়ী যাবার জন্য বুড়ী ব্যস্ত হয়ে পড়্‌লো।

গুল্‌-ই-জারের ছিল যাদুকরা এক দোলা। তাতে চাপ্‌লে এক নিমেষে এক মাসের পথ যাওয়া যায় এম্‌নি ছিল তার গুণ। সে দোলার আরও এক গুণ ছিল যে তাতে চেপে মনে মনে যেখানে যেতে ইচ্ছা করবে দোলা তাকে ঠিক সেইখানে নিয়ে যাবে। গোলাপী পরী সেই দোলা আন্‌বার জন্য তখন চাকরকে হুকুম করলেন। দোলা আনা হ'লে বুড়ীকে তাতে চড়ে নির্ভয়ে বাড়ী যেতে বল্লেন।

বুড়ী তখন দোলায় চড়ে চোখের পলকে বাড়ী গিয়ে হাজির হ'ল। সেখানে গিয়ে যখন দেখ্‌লো যে যেমনকার যা সব তেমনিই আছে তখন

উজীরপুত্রদের বল্লে—"ও মাগো, আমি আরও ভাব্‌ছিলুম তোমাদের দেখ্‌তে পাবনা। রাজার হাতী পাগলা হয়ে, পথে ঘাটে ছুটে বেড়াচ্ছে আর যা সাম্‌নে পড়ছে তাই মাড়িয়ে যাচ্ছে। এ কথা শুনেইত আমি তোমাদের জন্য পাগল হ'য়ে উঠ্‌লুম। তাই দেখে রাজকন্যা তার নিজের দোলায় করে আমায় তাড়াতাড়ি বাড়ী পাঠিয়ে দিলে। যাক এখনও যখন পাগলা হাতীটা এদিকে আসেনি চল আমরা এই বেলা এখান থেকে পালিয়ে যাই।"

বুড়ীর কথা শুনে উজীরপুত্র বল্লে—"না গো না, তোমার সে ভাব্‌না ভাব্‌তে হবেনা। গোলাপী পরী তোমার সঙ্গে চাতুরী খেলেছেন, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক।" তারপর রাজপুত্রের কাণে কাণে বল্লে—"শীগ্‌গিরই তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে। এ সবই হচ্ছে তার লক্ষণ।" এই দোলা আমাদেরই জন্য পাঠিয়েছে।

দেখ্‌তে না দেখ্‌তে অমাবস্যা এসে পড়্‌লো। নিশার অন্ধকারে রাজপুত্র ও উজীরপুত্র সেই দোলায় চেপে মনে মনে বল্লে—"চল্ দোলা, গোলাপী পরীর মহলে নিয়ে চল।" তখন চোখের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে দোলা গোলাপী পরীর ঘরের সাম্‌নে এসে থাম্‌লো। গুল্-ই-জার তখন রাজপুত্রের আশায় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আবার তাঁদের চার চক্ষুর মিলন হ'ল। তখন তাঁদের দুইজনেরই যে কি আনন্দ হ'ল তা আর কি বল্‌ব! দুজনে কত কথা, কত আদর, কত সোহাগই হ'ল তা বলে শেষ করা যায় না।

এখন থেকে রাজপুত্র রোজ গুল-ই-জারের কাছে যাওয়া আসা করতে লাগ্‌লেন। সারাদিন রাজকন্যার কাছে থাকেন আর রাত হ'লেই চলে যান, এম্‌নি করে কয়দিন গেল। একদিন গোলাপী পরী বল্লে—"ওগো, তুমি রাত হ'লেই চলে যাও এ ত আর আমার প্রাণে

সয়না। তোমাকে সাপেই খায়, না বাঘেই খায়, কি ডাকাতেই মারে, না অসুখ বিসুখেই ধরে, আমি যে সর্ব্বদাই সেই ভয়ে মরি। তোমায় ছেড়ে যে আমি আর এক মুহূর্ত্তও থাকৃতে পারিনে। এখন থেকে তুমি আর রাত্রিতে যেওনা”। এই বলে গুল-ই-জার রাজপুত্রকে থাকতে পীড়াপিড়ি করৃতে লাগ্‌লেন। রাজপুত্র তখন তাঁকে অনেক করে বুঝালেন যে তার এ সব ভয় করবার কোনও কারণ নেই। আর এটাও ঠিক যে তার বন্ধুর কাছে রাত্রিতে না যাওয়াটা ভাল হয় না। সে বেচারা তার জন্য নিজের ঘর বাড়ী ছেড়ে এসেছে আর তা ছাড়া সেই বন্ধুর সাহায্য না পেলে তাদের দুজনের মিলন ঘট্‌তোনা।

গুল-ই-জার রাজপুত্রের কথা শুনে তখনকার মত রাজি হ'ল। কিন্তু মনে মনে ঠিক কর্‌লো যে যেমন করেই হ'ক উজীরপুত্র:কে সরাতেই হবে। কয়দিন যায়, একদিন গোলাপী পরী তার একজন রাঁধুনীকে পোলাও রাঁধ্‌তে বল্লে। তারপর তাতে বিষ মিশিয়ে একজন চাকরের হাতে দিয়ে উজীরপুত্রের কাছে পাঠিয়ে দিল। আর গুল-ই-জার তার জন্য খাবার করে পাঠিয়েছেন এই কথা উজীরপুত্রকে বল্‌তে বলে দিল। পোলাও দেখে উজীরপুত্র ভাব্‌লে যে রাজপুত্র হয়ত তার কথা অনেক করে গোলাপী পরীর কাছে বলেছে তাই সে খুসী হয়ে তার জন্য আদর করে খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে।

উজীরপুত্র তখন খাবার পাত্রটী হাতে করে নিয়ে একটা ঝরণার ধারে গিয়ে বস্‌লো। তারপর ঢাকনাটী খুলে ঘাসের উপর রেখে ঝরণার জলে হাত ধুতে গেল। হাত মুখ ধুয়ে এসে দেখে যে যে যায়গায় ঢাকনাটী রেখেছে সেই যায়গার ঘাসগুলি একবারে হলদে হ'য়ে গেছে। দেখেই উজীরপুত্র একবারে চম্‌কে গেল। পোলাওএর মধ্যে নিশ্চয়ই বিষ মিশান হয়েছে এই তার সন্দেহ হ'ল। তখন পরীক্ষা

কবুতরের জন্য পাত্র থেকে খানিকটা পোলাও নিয়ে সামনে কয়েকটা কাক বসেছিল, তাদের কাছে ছড়িয়ে দিল। কাকগুলি দেখতে পেয়েই সে পোলাও খেতে এল। তারপর খাওয়ামাত্র কাকগুলি ডানা ঝট্‌পট্‌ করে মরে গেল। তখন উজীরপুত্র ভাব্‌লে—"ভাগ্যে আমি মুখে দিই নি। ভগবান আজ আমায় বড্ড বাঁচিয়েছেন।"

সে দিন সন্ধ্যার পর রাজপুত্র যখন বুড়ীর বাড়ীতে ফিরে এলেন তখন উজীরপুত্র একবারে মনমরা হয়ে চুপ করে রইল। তা দেখে রাজপুত্র উজীরপুত্রের গলা ধরে বল্লেন—"ভাই, তোমার কি হয়েছে? এমন করে মুখ ভার করে রইলে কেন? আমি সারাদিন তোমায় ছেড়ে গোলাপী পরীর ওখানে কাটিয়ে আসি তাই কি তোমার মনে এত লেগেছে?" উজীরপুত্র তখন বুঝ্‌তে পার্‌লো যে পোলাওএর কথা রাজপুত্র কিছুই জানেনা। গোলাপী পরী তাকে মারবার জন্যই যে বিষ মাখান পোলাও পাঠিয়েছিল সে কথা আর তখন তার বুঝতে বাকী রইল না। উজীরপুত্র তখন সেই পোলাওএর কথা রাজপুত্রকে বল্লে। সে কথা শুনে রাজপুত্র একেবারে অবাক হয়ে গেলেন।

উজীরপুত্র তখন রাজপুত্রকে বল্লে—"ভাই, আমার কথা শুন। আবার যখন গোলাপী পরীর কাছে যাবে তখন তুমি সঙ্গে করে কিছু বরফ নিয়ে যেও। তার সঙ্গে দেখা হ'বার ঠিক আগেই চোখে একটু বরফ দিবে তা হলেই তোমার চোখে জল আস্‌বে। তা দেখে তুমি কাঁদ্‌ছ কেন, গুল্‌-ইজার তোমায় এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বে। তখন তুমি বল্‌বে যে হঠাৎ সকাল বেলায় তোমার বন্ধু মারা গেছে তাই তার শোকে তোমার কান্না পাচ্ছে। তা ছাড়া আর এক কাজ কর্‌তে হবে। সেখানে যাওয়ার সময় এই সরাপ ও চিম্‌টেটা সঙ্গে নিয়ে যাবে। তোমার, বন্ধুর জন্য যখন দুঃখ কর্‌তে থাক্‌বে তখন গোলাপী পরী

তোমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা কর্‌বে। তখন তুমি তাকে এই সরাপ খেতে দিবে। এই সরাপ খাওয়ামাত্র সে একবারে ঘুমে ঢুলে পড়্‌বে। যখন সে অঘোরে ঘুমুতে থাক্‌বে তখন তুমি এই চিম্‌টেটা তাতিয়ে তার পিঠে দাগিয়ে দিবে। সাবধান ফিরে আসবার সময় চিম্‌টেটা আন্‌তে ভুলে যেওনা। আর গোলাপী পরীর গলার মুক্তার হার ছড়াটাও আনা চাই। যেম্‌নিটী বলে দিলুম ঠিক তেম্‌নিটী করে চলে আস্‌বে। কোনও ভয় নেই, যা বল্লুম তা কর্‌তে পার্‌লে তবে তোমার মনস্কাম পূর্ণ হবে আর এটীও জান্‌বে যে তোমার সৌভাগ্য, সুখ সকলই এর উপরই নির্ভর কর্‌ছে। আমার কথামত যদি সব কর্‌তে পার তা হ'লেই গোলাপী পরীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'তে পার্‌বে, তা না হ'লে সব বিফল হবে, জেনো"।

রাজপুত্র তখন উজীরপুত্রের কথামত ঠিক ঠিক তাই কর্‌লো। পরদিন রাত্রিতে যখন রাজপুত্র গুল-ই-জারের কাছ থেকে ফিরে এল তখন রাজপুত্র ও উজীরপুত্র দুইজনে মিলে তাদের ঘোড়া ও মোহরের সব থলিগুলি নিয়ে দূরে এক কবরখানায় গিয়ে আড্ডা নিল। সেখানে উজীরপুত্র সাজ্‌লো এক ফকীর আর রাজপুত্রকে কর্‌লো তার চেলা।

পরদিন সকালবেলা যখন গুল-ই-জারের জ্ঞান হ'ল তখন তার পিঠের এক যায়গায় বড্ড জ্বালা কর্‌ছে মনে হ'ল। তারপর গলায় হাত দিয়ে দেখে যে তার সখের যে মুক্তার হারছড়াটা ছিল সেটাও গলায় নাই। সে তৎক্ষণাৎ হার চুরীর কথা রাজাকে সংবাদ দিল। পিঠের বেদ্‌নার কথাটী কিন্তু কাউকেও বল্লোনা।

রাজা যখন হার চুরীর কথা শুন্‌তে পেলেন তখন তাঁর এম্‌নি রাগ হ'ল যে সে চুরীর কথা রাজ্যময় ঢেঁট্‌রা পিটে দিলেন। উজীরপুত্র সে কথা শুনে রাজপুত্রকে বল্লেন—"ভাই এইবারে

বেশ হয়েছে। তুমি একবারটী বাজারে গিয়ে এই হারছড়াটী বিক্রী করে এস।

রাজপুত্র হারছড়া নিয়ে বাজারে এক স্যাক্‌রার দোকানে গিয়ে বল্লেন—"স্যাক্‌রা ভাই, হার কিন্‌বে?"

স্যাক্‌রা—"দেখি, কেমন হার?" রাজপুত্র তখন সে হার খুলে দেখাতেই স্যাক্‌রা চিন্‌তে পারলো যে এটা গোলাপী পরীর গলার হার। সে কথা তাকে কিছু না বলে জিজ্ঞাসা কল্লে—"এ হারের দাম কত?"

রাজপুত্র—"পঞ্চাশ হাজার টাকা।"

স্যাক্‌রা—"বেশ, তাই হবে। তুমি দোকানে বস, আমি বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে আস্‌ছি।" এই বলে স্যাক্‌রা বের হয়ে গেল। রাজপুত্র বসেই আছে—বসেই আছে, স্যাক্‌রার আর দেখা নাই।

এমনি ভাবে কতক্ষণ গেল। তারপরই স্যাক্‌রা কতোয়ালকে নিয়ে এসে হাজির! রাজকন্যার হার চুরী করেছে বলে কতোয়াল তখন রাজপুত্রকে আটক কর্‌লো। এ হার সে কি করে পেল একথা কতোয়াল তাকে জিজ্ঞাসা করাতে রাজপুত্র বল্লে—"ঐ কবরখানায় এক ফকীর এসেছেন। তিনিই আমাকে এ হারছড়াটা বাজারে বিক্রী কর্‌তে দিয়েছেন, আমি এর কিছুই জানিনে।"

কতোয়াল তখন রাজপুত্রকে সঙ্গে করে সেই কবরখানায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সেখানে এসে দেখে যে ফকীর তখন চোখ বুজে ধ্যান কর্‌ছে। কতোয়াল তখন পাশে বসে অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লো। তারপর ফকীর চোখ মেলে চাইতেই কতোয়াল জিজ্ঞাসা কল্লে—"তুমি রাজকন্যার এই হার কোথায় পেলে?" শুনে ফকীর বল্লে—"রাজাকে এখানে আস্‌তে বল, আমি তাঁর কাছে সব কথা বলুব।"

তখন ফকীরের কথা রাজার কাণে গেল। তিনি সে কথা শুনেই সেই ফকীরের সঙ্গে দেখা কর্‌তে এলেন। এসে যখন দেখ্‌লেন যে ফকীর চোখ বুজে ধ্যান কর্‌ছে তখন রাজা মনে মনে ভাব্‌লেন এ ফকীর নেহাৎ কেউ কেটা হবেনা। একে রাগালে হয়ত দেবতা অসন্তুষ্ট হয়ে কোনও বিপদ ঘটাবে। এই ভেবে রাজা জোড় হাত করে বল্লেন—"ফকীর সাহেব, রাজকন্যার কণ্ঠহার আপনার হাতে কি করে এল ?"

ফকীর বল্লে—"কাল নিশিথ রাতে আমি কবরের উপর বসে জপ তপ ক'র্‌ছি এমন সময় দেখি একটী স্ত্রীলোক—তার পোষাক দেখে মনে হ'ল কোন রাজকন্যাই বা হবে—এই কবরখানায় এসে সদ্য গোর দেওয়া একটা মড়া তুলে খেতে লাগ্‌লো। তা দেখে আমার মনে বড়ই রাগ হ'ল। আমার এখানে আগুণ জলছিল আর সেখানে আমার হাতের চিম্‌টা পোতা ছিল। সেই গরম চিম্‌টেটা নিয়ে আমি তখন তার পিঠে এক ঘা মেরে দিলুম। সে যখন ছুটে পালাতে গেল তখন তার গলার হারটা খসে পড়ে গেল। তাড়াতাড়িতে আর সেটা ফিরে নিতে তার সময় হ'লনা। আমি যা বল্‌ছি তা হঠাৎ বিশ্বাস না হওয়ারই কথা। তবে রাজকন্যাকে পরীক্ষা করে দেখ্‌লেই আমার কথা সত্য কি মিথ্যা প্রমাণ হবে।"

ফকীরের কথা শুনে রাজা একবারে অবাক হয়ে গেলেন। তখন তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসে একজন দাসীকে ডেকে গুল-ই-জারের পিঠে কোনও দাগ আছে কিনা দেখ্‌তে হুকুম দিলেন।

দাসী ফিরে এসে বল্লে—"একটা পোড়ার দাগ ত রাজকন্যার পিঠে আছে দেখ্‌তে পাচ্ছি।" রাজা সে কথা শুনে রেগে বল্লেন—"তা হ'লে এই মুহুর্ত্তেই ওকে মেরে ফেল।" তখন সকলে বল্লে—

"না মহারাজ, রাজকন্যাকে মেরে কাজ নেই। আমরা তাকে সেই ফকীরের কাছে নিয়ে যাই। তিনি যা ব্যবস্থা করেন তাই ঠিক হবে।" রাজা সে কথায় রাজী হ'লেন। তখন গুল-ই-জারকে সেই কবর খানায় নিয়ে যাওয়া হ'ল।

ফকীর তাদের দেখে বল্লে—"রাজকন্যাকে একটা খাঁচায় পূরে যে গোর থেকে সে মড়া তুলে খেয়েছিল সেই গোরের উপর তাকে রেখে তোমরা সব এখান থেকে চলে যাও"। ফকীরের কথামত তাই করা হ'ল। তখন রাজপুত্র উজীরপুত্র আর গুল-ই-জার ছাড়া সেখানে আর কেউ রইলনা।

সন্ধ্যা হওয়ামাত্র গোলাপী পরীকে খাঁচা থেকে বের করে রাজপুত্র ও উজীরপুত্র তাদের পরিচয় দিল। তারপর গুল-ই-জারের পিঠের পোড়া ঘায়ে একটা মলম দিয়ে তাদের তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিয়ে একটা ঘোড়ার উপর উজীরপুত্র ও আর একটা ঘোড়ার উপর গোলাপী পরীকে নিয়ে রাজপুত্র চেপে বস্‌লেন। তখন আর কোনও কথা না বলে তারা ক্রমাগত ঘোড়াছুটিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লো। যখন তারা শাড়-ই-আজের রাজার রাজ্য ছাড়িয়ে আর এক রাজার রাজ্যে এসে উপস্থিত হ'ল তখন গোলাপী পরীকে সকল কথা খুলে বল্লে। তখন গুল-ই-জার উজীরপুত্রের বুদ্ধির কতই প্রশংসা কর্‌তে লাগ্‌ল আর সে যে তাকে বিষ খাইয়ে মার্‌বার চেষ্টা করেছিল সেজন্য তার বড়ই লজ্জা হ'তে লাগ্‌ল।

তারপর তারা যে দেশের রাজপুত্র উজীরপুত্র সেই দেশের উজীরের কাছে সকল কথা লিখে এক চিঠি পাঠিয়ে দিল। উজীর চিঠি পয়েই রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে সব দেখালো। রাজা তখন উজীরকে দিয়ে তাদের লিখে পাঠালেন যে তারা যেন এখন দেশে

ফিরে না আসে। আর গুল-ই-জারের বাবাকে সব পরিচয় দিয়ে তার মেয়েকে রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিবার প্রস্তাব করে যেন চিঠি দেয়। তারা তখন তাই কর্‌লো।

গুল-ই-জারের বাবা চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। অতবড় একজন রাজপুত্র দেশে এল অথচ তিনি এক বিন্দুও জানতে পারলেন না এজন্য তাঁর উজীরদের উপর খুব রাগ কর্‌লেন। তারা না নিল তাদের কোনও খবর পরিচয়, না কর্‌লো তাদের কোনও আদর অভ্যর্থনা। তখন এই অপরাধের জন্য রাজা সব উজীরদের প্রাণ-দণ্ডের হুকুম দিলেন। এই আদেশের একমাসের মধ্যেই সকলের প্রাণ যাবে এই ঠিক হ'ল।

তারপর রাজা নিজহাতে সেই চিঠির এমনি জবাব দিলেন যে রাজ-পুত্র আর উজীরপুত্র তৎক্ষণাৎ গোলাপী পরীকে নিয়ে সেই রাজ্যে ফিরে গেলেন। তখন কত ঘটা করে রাজপুত্রের সঙ্গে গুল-ই-জারের বিয়ে হ'ল।

বিয়ের পর কয়েক দিন কেটে গেল। তারপর রাজপুত্র ও উজীর-পুত্র দেশে ফিরে যাবেন বলে রাজাকে জানালেন। তখন রাজা তাদের কত হাতী ঘোড়া, মণি মুক্তা, ধন দৌলত সঙ্গে দিয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার বন্দোবস্ত কর্‌তে হুকুম দিলেন।

তাদের দেশে ফিরবার আগের দিন যে সকল উজীরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছিল তারা সকলে মিলে উজীরপুত্রকে গিয়ে ধরে বস্‌লো যে রাজাকে বলে কয়ে তাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ রদ করে দিলে উজীরপুত্রের সঙ্গে তাদের মেয়েদের বিয়ে দিবে। একথা শুনে উজীরপুত্র রাজাকে অনেক করে ধরে সকলকে ক্ষমা করবেন বলে রাজার মত করালো।

তারপর রাজপুত্র গোলাপী পরী গুল-ই-জারকে নিয়ে আর উজীর-পুত্র তার সব স্ত্রীদের নিয়ে দেশে চল্লো। রাজা তখন কত হাতী ঘোড়া দান কর্‌লেন, গা ভরা গয়না দিলেন, সারি সারি উটের পিঠে ধন দৌলত বোঝাই করে দিলেন, কত দাসদাসী লোক লস্কর সঙ্গে দিলেন আর তাদের সাথে সাথে যাওয়ার জন্য একদল সৈন্য দিলেন।

তারা ফিরে যাওয়ার পথে সেই ডাকাতের আড্ডায় গিয়ে তাদের সব ঘর দুয়ার ভেঙ্গে দিল। ধন দৌলত যা এত দিন তারা সব লুঠে এনেছিল সে সব তাদের কেড়ে নিল আর সঙ্গীনের খোঁচায় একটী একটী করে সব মেরে ফেল্‌লো।

তারপর সব ধন দৌলত, পাইক পল্টন, হাতী ঘোড়া ও লোক লস্কর নিয়ে যখন তারা দেশে গিয়ে পৌঁছাল তখন তাদের দেখে রাজা খুব খুসী হ'য়ে তাদের সকল দোষ ক্ষমা কর্‌লেন। তখন কত সুখেই তাদের দিন কাট্‌তে লাগ্‌লো।

মাছের হাসি।

রাজবাড়ীর সাম্‌নে দিয়ে মেছুনী হেঁকে যাচ্ছে—"চাই মাছ, মাছ—চাই—গো"। রাণী সে কথা শুন্‌তে পেয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মেছুনীকে কাছে এনে কি আছে দেখাতে ইসারা কর্‌লেন। মেছুনী ঝাঁকা নামিয়ে ঢাকনা খুলতেই ঝুড়ির ভিতর থেকে একটা মস্ত বড় মাছ লাফিয়ে উঠ্‌লো।

দেখে রাণী জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"ওগো তোমার এ মাছটা মেয়ে না মদ্দা? মেয়ে হ'লে আমি এটাকে কিন্‌ব।"

একথা শুনে মাছটা 'হো হো' করে হেসে উঠলো। "এটা মদ্দা মাছ"—এই বলে মেছুনী তার মাছের ঝুড়ি মাথায় তুলে অপর যায়গায় বিক্রী কর্‌তে চলে গেল।

রাণী তখন রাগে গর গর কর্‌তে কর্‌তে ঘরে গিয়ে দোর দিলেন। নাওয়া নাই, খাওয়া নাই, ডাক্‌লে সাড়া নাই। এত অপমান কি সইতে পারা যায়? একটা মাছ কিনা তাঁর কথায় হেসে উঠ্‌লো! তাই রাগে দুঃখে ঘরে খিল দিয়ে সারা দিন পড়ে রইলেন।

সন্ধ্যা হ'লে রাজা রাজসভা ভঙ্গ করে বাড়ীর ভিতর গেলেন। গিয়ে দেখেন রাণীর ঘরে খিল দেওয়া। তখন ডেকে ডেকে রাণীকে উঠালেন। রাণীকে 'রুখো' বেশে দেখেই রাজা বুঝ্‌তে পার্‌লেন একটা

কি ঘটেছে। তখন কাছে গিয়ে আদর করে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"হাঁগা, তোমার কি অসুখ করেছে? আমাকে এতক্ষণ খবর পাঠাওনি কেন?"

রাণী বল্লেন—"না গো, আমার অসুখ টসুখ কিছু হয়নি। আজ আমাকে যে অপমান করেছে তার জন্য মরে আছি।" রাজা শুনে গর্জ্জে উঠ্‌লেন—"কি, তোমাকে অপমান করে এত বড় আস্পর্দ্ধা কার আছে? এতক্ষণ বলনি কেন? এখনি জহ্লাদের হাতে তাকে কুকুর দিয়ে খাওয়াব"। রাণী বল্লেন—"সে কথা শুন্‌লে তুমি অবাক হবে। আজ এক মেছুনী মাছ বিক্রী কর্‌তে এসেছিল। ঝাঁকার ভিতর একটা মাছ লাফিয়ে উঠ্‌তেই আমি জিজ্ঞাসা কল্লুম এটা মেয়ে না মদ্দা? আমার কথায় মাছটা কিনা হো হো করে হেসে উঠ্‌লো"!

শুনে রাজা বল্লেন—"মাছটা হেসে উঠ্‌লো? তাও কি কখনও হ'তে পারে? তুমি তা হ'লে স্বপ্ন দেখেছিলে"।

রাণী বল্লেন—"আমাকে কি তুমি এম্‌নি বোকাই পেয়েছ? আমি নিজের চোখে যা দেখেছি, নিজের কাণে যা শুনেছি তাই তোমায় বল্‌ছি। স্বপ্নেও দেখিনি বা বানিয়েও বলিনি"।

তখন রাজা বল্লেন—"অতি আশ্চর্য্যের কথাই বটে! বেশ, আমি এর সব খবর নিচ্ছি, তুমি নিশ্চিন্ত হও"।

পরদিন রাজসভায় বসেই রাজা উজীরকে ডেকে সব কথা বল্লেন। তারপর হুকুম দিলেন যে মাছ কেন হেসে উঠ্‌লো ছয় মাসের ভিতর এ কথার জবাব দিতে না পার্‌লে উজীরের প্রাণ যাবে।

উজীর তখন মনে মনে ভাব্‌লেন—"মাছ কখন হাসেওনা আর কেন হাস্‌লো তার কোনও কারণও খুঁজে বের কর্‌তে হবেনা। কাজেই ছয়মাস পরে আমাকে মর্‌তেই হবে। তবে প্রাণের মায়া কি

সহজে ছাড়া যায়? তাই হতাশ হয়েও মাছ কেন হাস্‌লো তার কারণ জান্‌বার জন্য উজীর ক্রমাগত চেষ্টা কর্‌তে ছাড়লেন না।

একমাস যায়, দু'মাস যায়, উজীর এখানে যান, সেখানে যান, একে জিজ্ঞাসা করেন, তাকে জিজ্ঞাসা করেন, কিছুতেই সে কথার কারণ সন্ধান করে উঠ্‌তে পারলেননা। দেশের যত গুণী, জ্ঞানী তাদের সব ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, যত যাদুকর, বাজীকর, ভুতুড়ে, রোজা— তাদের কত লোভ দেখালেন, কত পয়সা দিলেন এইকরে পাঁচ মাস কেটে গেল, কেউ সে কথার কারণ বল্‌তে পার্‌লো না।

তখন উজীর জান্‌লেন যে এবারে নিশ্চিত তার প্রাণ যাবে। কারণ রাজার হুকুম পালন হবেই হবে। তাই জীবনে হতাশ হয়ে উজীর তার বিষয় আসয় সব বিলি ব্যবস্থা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। তারপর ছেলেকে ডেকে বিদেশে যেতে বল্লেন। আর যত দিন রাজার রাগ না থামে ততদিন দেশে ফির্‌তে মানা করে দিলেন।

উজীরপুত্র তখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্‌লো। কোথায় যাবে, কার কাছে যাবে কোন ঠিক নাই। কিস্মতে যা আছে তাই হবে, এই ভেবে যে দিকে দু'চোখ যায় সেই দিকে চল্‌তে লাগ্‌লো। যেতে যেতে পথে এক বুড়ো কিষাণের সঙ্গে তার দেখা হ'ল। সেও অনেক দূরে এক গ্রামে যাবে বলে সেই পথে যাচ্ছে। বুড়োকে দেখে উজীর-পুত্রের বড়ই ভাল লাগ্‌লো। সে তখন তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লে—"তুমি কতদূর যাবে"? বুড়ো যে গ্রামে যাবে তার নাম কর্‌লো। শুনে উজীরপুত্র বল্লে—"বেশ, ভালই হ'ল, আমিও সেই গাঁয়ে যাব। চল, আমরা দু'জনে এক সাথে যাই।" এই বলে তারা আবার পথ চল্‌তে লাগ্‌লো।

খানিক দূরে গিয়ে উজীরপুত্র বল্লে—"দিনটা যে গরম, আর এত

দুরের পথ যেতে হবে। তুমি আমায় খানিকটা কাঁধে করলে আবার আমি তোমায় খানিকটা কাঁধে করলুম, এই করে গেলে বেশ হয় না?” শুনে বুড়ো মনে মনে ভাবলে ছোঁড়াটা কি বোকা! মুখে বল্লে—“এ ভাল বুদ্ধি বটে!”

তারা আর খানিক দূর গিয়েছে এমন সময় এক পাকা ধান ক্ষেতের পাশে এসে পড়লো। ধানগুলি তখন ঠিক কাটবার মত হয়ে এসেছে। ধানের শীষগুলি পেকে সোণার বরণ হয়ে আছে। বাতাসে সেই সোণালী শীষগুলি যখন ঢেউ খেলিয়ে যায় তখন যে কি সুন্দর দেখায় সে কি আর বলব?

ধান ক্ষেতের কাছে এসে উজীরপুত্র কিরষাণকে জিজ্ঞাসা করলো—“এগুলি খাওয়া হ’য়ে গেছে, না, না?” উজীরপুত্র যা জিজ্ঞাসা করেছে তা ঠিক বুঝতে না পেরে বুড়ো বল্লে—“আমি জানিনে”।

তারপর যেতে যেতে তারা একটা বড় গ্রামের ভিতর এসে প’ড়লো। সেখানে এসে উজীরপুত্র বুড়োর হাতে একখানা চাকুছুরী দিয়ে বল্লে—“ভাই, এটা নিয়ে যাও, গিয়ে এতে করে দুটো ঘোড়া নিয়ে এস। তবে সাবধান! ছুরিখানা ফিরে নিয়ে আসতে ভুলোনা, এটা ভারি দামী”।

বুড়ো তখন কতক রেগে কতক তামাসার ভাবে ছুরিখানা ঠেলে দিয়ে “হয় ছোঁড়াটার মতিচ্ছন্ন ঘটেছে না হয় আমার সঙ্গে চালাকি করছে”—এই বলে বিড় বিড় করে বকতে লাগল। উজীরপুত্র যেন সে কথা শুনতে পায় নাই এমনিভাবে চুপ করে রইল। পরে বুড়োর বাড়ীর কাছাকাছি এসে একটা সহর দেখতে পেল। সেখানে এসে তারা বাজারের ভিতর দিয়ে বরাবর মসজিদের ভিতর গেল। পথে কেউ তাদের বসতেও বল্লে না বা সেলামও কল্লে না। তাই দেখে

উজীরপুত্র বল্লে—“কি মস্তবড় একটা গোরস্থান!” উজীরপুত্রের কথা শুনে বুড়ো মনে মনে বল্লে—“এত লোকজনে ভরা অত বড় সহরটাকে বলে কিনা একটা গোরস্থান! এ ছোঁড়া বলে কি” ?

তারপর সেখান থেকে খানিক দুরে যেতেই সাম্‌নে একটা গোরস্থান দেখতে পেল। তখন কাছে গিয়ে দেখে যে একটা গোরের উপরে কয়েকটী লোক নমাজ পড়্‌ছে আর সেই পথ দিয়ে যারা যাচ্ছে তাদিগকে তাদের মৃত আত্মীয়ের নামে চাপাটি * ও কুলিচা † বিলুচ্ছে।

উজীরপুত্র ও বুড়োকে ডেকে তারা প্রচুর খেতে দিল। এই দেখে উজীরপুত্র বুড়োকে বল্লে—“কি প্রকাণ্ড জমকাল সহর!” একথা শুনে বুড়ো ভাব্‌লো—“লোকটা নিতান্তই ক্ষেপেছে দেখ্‌ছি। এর পরে যে আর কি বল্‌বে তাই আমি ভেবে পাই নে। এ দেখ্‌ছি জলকে বল্‌বে ডাঙ্গা আর ডাঙ্গাকে বল্‌বে জল, আলোকে বল্‌বে আঁধার আর আঁধারকে বল্‌বে আলো।” বুড়ো তখন কোনও কথা না বলে চুপ করে শুনে গেল।

তারপর খানিক দুরে গিয়ে তারা একটা ছোট নদী দেখ্‌তে পেল। সে নদীটা হেঁটে পার হ'তে হবে তাই বুড়ো তার জুতা আর পাজামা খুলে নিয়ে পার হয়ে গেল। উজীরপুত্র কিন্তু জুতা, পাজামা পরেই নদীটা পার হ'ল। তা দেখে বুড়ো অবাক হয়ে মনে মনে বল্লে—“কথায় কাজে এমন আদত বোকা আর ত কখনও দেখিনি” !

ছেলেটীর ফুট্‌ফুটে চেহারাটী দেখে কিন্তু কিরষাণের খুব ভাল লেগেছে। তাই মনে মনে ভাব্‌লো যে এই বোকা ছেলেটাকে বাড়ী নিয়ে গেলে তাকে দেখে তার স্ত্রী আর মেয়ে খুব আমোদ পাবে। এই ভেবে বুড়ো তাকে তার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব কর্‌লো।

---

* হাতগড়া রুটিবিশেষ। † নারিকেলের বিস্কুটবিশেষ।

শুনে উজীরপুত্র বল্লে - "বেশ, ভালই ত। তবে একটা কথা তোমাকে আগেই জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি যে তোমার ঘরের আড়কাঠ খুব দড় আছে ত ?"

একথা শুনে বুড়ো ভাব্‌লো এ লোকটা দেখ্‌ছি আস্ত ক্ষ্যাপা। তখন উজীরপুত্রের জবাবে বল্লে—"তা, সে জন্য তোমাকে ভাবতে হবেনা।"তারপর যখন তারা বুড়োর বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছাল তখন কিরষাণ হাসতে হাসতে তার বাড়ীর ভিতর এসে বল্লে—"ওগো, পথে আমার একটী অতি সুন্দর ছেলের সঙ্গে দেখা। আমি তাকে বল্লুম যে যত দিন সে এ গাঁয়ে থাকবে আমার বাড়ীতেই যেন সে থাকে। সে ছোক্‌রাটা এম্‌নি নিরেট বোকা যে আমায় তখন জিজ্ঞাসা কল্লে— "ভিরাম কড়ি ছেইয়ে দড় ?" * এই কথা বলে বুড়ো হো, হো, করে হেসে উঠ্‌লো।

কিরষাণের মেয়ে ছিল অতি চতুর ও বুদ্ধিমতী। সে কথা শুনে সে বল্লে—"না বাবা লোকটা যেই হ'ক, তুমি তাকে যতটা বোকা ঠাউরেছ সে ততটা বোকা নয়। ঐ কথাতে সে শুধু জান্‌তে চেয়েছে যে তোমার অতিথি সৎকারের সঙ্গতি আছে কিনা।"

তখন কিরষাণ বল্লে—"হাঁ, হাঁ, তা বটে, তা বটে! আমার মনে হচ্ছে পথে আস্‌তে আস্‌তে সে আমাকে এম্‌নি আরো কয়টা কথা জিজ্ঞাসা করেছে। তুমি হয়ত সে গুলির মর্ম্ম বলে দিতে পার্‌বে। আমরা যখন আস্‌ছিলুম তখন সে বল্‌ছিল যে আমরা একজন আর একজনকে কাঁধে করে নিলে মন্দ হয় না।

* অর্থাৎ তোমার ঘরের আড়কাঠ দড় কি ? এটী একটী কাশ্মিরী প্রবাদ বাক্য। ইহার অর্থ এই যে "তুমি আমায় ভাল করে সৎকার কর্‌তে পার্‌বেত ?"

কিরষাণ-কন্যা সে কথা শুনে বল্লে—"ঠিকই ত বলেছে। সে কথার মানে এই যে তোমাদের একজন একটা গল্প বলে সময়টা কাটিয়ে দিলে পথ চলতে তত কষ্ট হ'তনা।"

শুনে বুড়ো বল্লে—"ঠিক বটে! আমরা একটা ধান ক্ষেতের পাশ দিয়ে আস্‌ছি তখন সে জিজ্ঞাসা কল্লে কিনা—"এগুলি খাওয়া হয়ে গেছে? না, না?"

মেয়ে—"এই সোজা কথাটা তুমি বুঝ্‌তে পারনি, বাবা? সে শুধু জান্‌তে চেয়েছে যে, যে লোকটার ক্ষেত, তার দেনা আছে কি না? কারণ দেনা থাক্‌লে তার পক্ষে ও শস্য খাওয়ার সামিল হয়ে আছে। অর্থাৎ তা হ'লেত এ ধান পাওনাদারের কাছেই যাবে, যার ক্ষেত সে কিছুই পাবেনা।"

বুড়ো—"হাঁ, হাঁ, ঠিক বটে! ঠিক বটে! তারপর আমরা একটা গ্রামের কাছে আস্‌তেই সে আমার হাতে একখানা চাকুছুরি দিয়ে তাতে করে দুটো ঘোড়া নিয়ে আস্‌তে বল্লে। আর সেই ছুরিখানাও আবার তাকে ফিরিয়ে দিতে বল্লে।"

মেয়ে—"রাস্তায় চল্‌বার পক্ষে দু'গাছা শক্ত মোটা লাঠি কি দুটো ঘোড়ার সমান নয়? সে শুধু তোমাকে দু'গাছা লাঠি কেটে আন্‌তে বলেছিল আর তার ছুরিখানা যাতে না হারায় সে কথাও বলে দিয়েছিল"।

বুড়ো—"ঠিক বলেছ, এখন বুঝতে পার্‌ছি বটে। আমরা যখন একটা সহরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলুম তখন আমাদের চেনা লোক একটাও সেখানে দেখ্‌তে পেলুমনা আর যারা ছিল তাদের কেউ আমাদের ডেকে একটী কথাও জিজ্ঞাসা কর্‌লেনা বা এক টুক্‌রো কিছু খেতেও দিলেনা। তারপর যখন আমরা একটা গোরস্থানের পাশে এলুম তখন কয়েকটী

লোক আমাদের ডেকে দুজনের হাতে কিছু চাপাটী ও কুলিচা খেতে দিল। তাই দেখে সেই ছোক্‌রা কিনা সহরটার বেলায় বল্লে 'এটা দেখ্‌ছি মস্ত বড় একটা গোরস্থান! আর গোরস্থানটার বেলায় বল্লে 'এটা দেখ্‌ছি একটা জমকাল সহর'!"

মেয়ে—"এটা আর বুঝ্‌তে পার্‌লেনা, বাবা? সহরেই ত মানুষ সব জিনিষ পায়। যে সকল লোক অতিথিকে আদর করে খাওয়ায় না তারা ত মরার সামিল। সে সহরে এত লোক থাক্‌তেও তোমাদের কেউ একবার ডেকে জিজ্ঞাসা কল্লে না। তোমাদের কাছে ত সে সব লোক থাকা আর না থাকা সমানই হয়েছে। আবার দেখ, গোরস্থান ত মড়ায় ভর্ত্তী, তবু সেখানে তোমাদের আদর করে কেমন খেতে দিয়েছে। তা হ'লে সে যা বলেছে তোমাদের পক্ষে তাই ঠিক হ'লনা কি?"

বুড়ো তখন অবাক হ'য়ে বল্লে—"বাঃ তাইত বটে! আচ্ছা আর একটা কথা বল্লেই শেষ হয়। আমরা যখন নদী পার হ'তে গেলুম তখন সে তার জুতো পাজামা না খুলেই সেগুলি ভিজিয়ে পার হ'ল"।

সে কথা শুনে কিরষাণের মেয়ে বল্লে—এখানেও "আমি তার বুদ্ধির প্রশংসা না করে থাক্‌তে পারিনে। আমি অনেক সময় ভেবেছি লোক-গুলি কি বোকা! খালি পায়ে নদী পার হ'তে যায়। জলের নীচে পাথর, কাঁচ ভাঙ্গা কত কি থাকৃতে পারে। একবার হুচোট খেয়ে পড়্‌লেই ত সব ভিজে যাবে আর নিজে ত চুবুনি খাবেই! তোমার পথের সঙ্গীটী অতি বুদ্ধিমান। আমার তাকে দেখ্‌তে আর তার সঙ্গে দুটো কথা বল্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে।"

কিরষাণ বল্লে—"বেশ, আমি এখনি গিয়ে তাকে বাড়ীর ভিতর ডেকে আস্‌ছি।" তখন মেয়ে বল্লে—"বাবা, তাকে শুধু বলো যে

আমাদের কড়ি খুব দড়, তাহ'লেই সে আস্‌বে। আর আমি আগে থাক্‌তে তার কাছে কিছু জিনিষ পাঠিয়ে জান্‌তে দিব যে আমরা তাকে অতিথ বলে আদর কর্‌ছি।"

তারপর একজন চাকরকে ডেকে তার হাতে এক বাটী ঘি, বারখানা চাপাটী, আর এক ভাঁড় দুধ দিয়ে সেই ছেলের কাছে যেতে বল্লে। সেই সঙ্গে তাকে একখানা চিঠিও দিয়ে দিল। তাতে লেখাছিল—"বঁধু পূর্ণিমার চাঁদ, বারমাসে বছর আর সায়র জলে উপু চুপু"।

চাকর সেই খাবার আর চিঠি নিয়ে অর্দ্ধেক পথ যেত না যেতেই পথে তার ছেলের সঙ্গে দেখা। ছেলে সেই খাবার দেখে তার বাবাকে তা থেকে কিছু দিতে বারবার পীড়াপিড়ি কর্‌তে লাগ্‌লো। চাকর তখন তাকে কিছু খেতে দিল। তারপর উজীরপুত্রের কাছে গিয়ে সেই খাবার ও চিঠিখানা দিল।

উজীরপুত্র চিঠিখানা পড়ে চাকরকে বল্লেন—"তোমার ঠাকুরুণকে গিয়ে আমার সেলাম দিযে বল, 'আমাবস্যার চাঁদ, বছরে এগার মাস আর সায়র উনা,।"

চাকর উজীরপুত্রেব কথা কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে তার কথাগুলি ঠিক ঠিক এসে বল্লে। শুনেই কিরষাণের মেয়ে বুঝ্‌তে পারলো যে ঘিটা সব দেয়নি, চাপাটিও একখানা কম দিয়েছে আর দুধও পূরোটা দেয়নি। তখন চাকরের চুরী ধরা পড়্‌লো আর তাকে সে জন্য খুব পিটুনী খেতে হ'ল।

খানিক পরে বুড়ো কিরষাণ উজীরপুত্রকে নিয়ে বাড়ীর ভিতরে এল। তাকে তখন খুব আদর যত্ন করে বাড়ীতে রাখ্‌লো। ক্রমে কিরষাণের মেয়ের সঙ্গে তার খুব ভাব হ'ল। তার খুব বুদ্ধি দেখে উজীরপুত্র একবারে ভুলে গেল! একদিন কথায় কথায় উজীরপুত্র

মেয়েকে মাছের হাসির কথা, তার বাপের প্রাণ-দণ্ডের কথা আর তার নিজের দেশ ত্যাগের কথা সব খুলে বল্লে।

সে সব কথা শুনে মেয়ে বল্লে—"মাছ হেসেছে বলেই যে তোমাদের এত বিপদ ঘটেছে সে আর কিছুই নয়। তার হাস্‌বার কারণ এই যে রাণী মহলে একজন পুরুষ মানুষ দাসী সেজে কাজ কর্‌ছে, রাজা তার কোন খবরই রাখেন না।"

একথা শুনেই উজীরপুত্র আনন্দে লাফিয়ে উঠে বল্লে—"তোমার জয় জয়কার হ'ক,' তাহ'লেত দেখছি এখনও আমার বাবাকে বাঁচাবার সময় আছে।" তখন তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যাওয়া ঠিক কর্‌লো।

পরদিনই উজীরপুত্র কিরষাণের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দেশের দিকে যাত্রা কর্‌লো। তারপর বাড়ী পঁহুছেই তৎক্ষণাৎ উজীরের কাছে গিয়ে সব কথা বল্লে। উজীর তখন আধমরা হয়েছিলেন। ছেলের কথায় একবারে লাফিয়ে উঠ্‌লেন। তারপর রাজার কাছে ছুটে গিয়ে ছেলে যে খবর নিয়ে এসেছে তা সব বল্লেন।

শুনে রাজা বল্লেন—"তা কখনই হ'তে পারে না"।

উজীর বল্লে—"মহারাজ, না হয়েই পারে না। আমি যা শুনেছি তা ঠিক কিনা তার প্রমাণ নিতেই হবে। রাণী মহলের আঙ্গিনায় একটা গর্ত্ত খোঁড়া হ'ক আর রাণীর যে সকল দাসী বাঁদী ও সখীরা আছে তাদের সকলকে সেটা ডিঙ্গিয়ে যেতে হুকুম করা হ'ক। যদি তাদের মধ্যে কেউ পুরুষ থাকে তাহ'লে সে তৎক্ষণাৎ ধরা পড়্‌বে।

রাজার হুকুমে তখন রাণীমহলে এক গর্ত্ত খোঁড়া হ'ল। তারপর রাণীর সব দাসীবাঁদি ও সখীদের একজন একজন করে সে গর্ত্ত লাফিয়ে পার হ'তে হুকুম দেওয়া হ'ল। সকলেই সেটা লাফিয়ে পার হ'তে

চেষ্টা করলো কিন্তু তার মধ্যে কেবল একজন সেটা অনায়াসে ডিঙিয়ে গেল। তা দেখে উজীর বল্লে—"মহারাজ, এই সেই পুরুষ।"

তখন সে লোকের চাতুরী সব ধরা পড়লো। রাণীও মাছের হাসির কারণ জেনে তুষ্ট হ'লেন আর বৃদ্ধ উজীরও প্রাণে বাঁচ্‌লেন। তারপর শুভদিনে শুভক্ষণে কিরষাণ-কন্যার সঙ্গে উজীরপুত্রের কত ঘটা করে বিয়ে হয়ে গেল। তাদের তখন পরম সুখে দিন কাটতে লাগ্‌লো।

হায়বন্দ ও জৌড়াখোতন।

কত ব্রত উপবাস, যপ তপ, স্নান আহ্নিক করেও সওদাগরের একটী ছেলে হ'ল না। ছেলের অভাবে তার নামই বা রাখ্‌বে কে আর এই বিষয় বাণিজ্যই বা দেখ্‌বে কে? মরবার সময় কাকেই বা এ অগাধ সম্পত্তি দান করে যাবেন? সওদাগরের মনে রাত দিনই এই ভাব্‌না। এত যে ব্রত নিয়ম পালন কর্‌ছেন, এত যে দান ধ্যান কর্‌ছেন,এত যে মানত কর্‌ছেন, বিধাতা পুরুষ যেন সে সব দেখেও দেখেন না, শুনেও শুনেন না।

এমনি ভাবে কিছুদিন যায়। সওদাগরের মনে সুখ নাই, শান্তি নাই, কেবল একমনে বিধাতার চরণে মাথা খুঁড়্‌ছেন। তাই দেখে যেন মা ষষ্ঠীর কৃপা হ'ল। কিছুদিন পরে সওদাগরের এক সোণার চাঁদ ছেলে হ'ল। তার নাম রাখলেন 'হায়বন্দ'। পাঁচ বছরে হায়বন্দের হাতে খড়ি হ'ল, তারপর দশ বছর বয়সে তার লেখাপড়া শেষ হ'ল।

একদিন সওদাগর তার দোকানে জানালার পাশে বসে আছেন এমন সময় দেখ্‌তে পেলেন য ময়লা চীরকুট লেংটি পরা দুটী ছোট্ট ছেলে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। তিনি তখন তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা

কর্‌লেন—"হাঁরে, তোদের মা বাপ নেই ?" ছেলে দুটী বল্লে যে তাদের মা বাপ ভাই বোন সব মরে গেছে। আপনার বল্‌তে সংসারে তাদের কেউ নেই। সে কথা শুনে সওদাগরের বড়, দয়া হ'ল।

সওদাগর তখন তাদের দুজনকে বাড়ীতে নিয়ে এলেন। তারপর নিজের ছেলেব সঙ্গে তাদের পাঠশালায় পাঠিয়ে দিলেন। সওদাগর মনে ভাবলেন যে তার ছেলেটী একা থাকে, এরা তার সাথী হ'য়ে খেলা ধুলা কর্‌বে আর দোকানের ফাই ফরমাস খাট্‌বে।

সওদাগর মনে ভাব্‌লেন এক,কাজে হ'ল আর। ছেলে দুটো ময়লা চীরকুট কাপড় পরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, কোন দিন পেটে অন্ন জুট্‌তো, কোন দিন বা একবারেই জুট্‌তো না। আর এখন সওদাগরের ছেলের সঙ্গে সমানে খাওয়া পরা চল্‌ছে, আবার স্কুলেও যাচ্ছে। এ সবের জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া বা সওদাগরের ছেলের খেলার সাথী হওয়াত দূরের কথা, উল্টে আরো তাদের বিরুদ্ধে কত কি ষড়যন্ত্র কর্‌তে লাগ্‌লো। রোজ তারা সওদাগরের ছেলের সঙ্গে স্কুলে যায়, হায়বন্দ একমনে পড়াশুনা করে কত কিছু শিখ্‌তে লাগ্‌লো আর তারা কেবল স্কুলে ফাঁকি দিয়ে যত সব বদ ছেলেদের সঙ্গে মিশে নানারকম দুষ্টুমি নষ্টামি শিখ্‌তে লাগ্‌লো।

একদিন তিনজনে মিলে স্কুলে যাচ্ছে এমন সময় তারা হায়বন্দকে বল্লে—"ভাই, তোমারত শীগ্‌গীরই বিয়ে হবে। তোমার বাপকে বলে আমাদেরও বিয়ে ঠিক করে দাওনা" ? একথা শুনে হায়বন্দ বল্লে—"তা বেশত। আমি বরং তোমাদের আগে বিয়ে দিয়ে পরে আমায় বিয়ে দিতে বল্‌ব"। কয়েক দিনের মধ্যেই সওদাগর ঘটক পাঠিয়ে এক ধনীর পরমা সুন্দরী অতি বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী মেয়ের

সঙ্গে ছেলের বিয়ে ঠিক কর্‌লেন। তখন পাঁজি-পুথি দেখে বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল।

বিয়ের দিন সওদাগরের বাড়ী কত ঘটা করে সব খাওয়ান হ'ল, কত হাজার হাজার কাঙ্গালী বিদায় হ'ল—সারাদিন ধরে আমোদ আহ্লাদ চল্‌তে লাগ্‌লো। সন্ধ্যার সময় সওদাগরপুত্রকে রাজ পুত্রের মত সাজিয়ে গুজিয়ে কনের বাড়ী পাঠান হ'ল। সে ছেলে দুটো কিন্তু আগে থাকতেই কনের বাড়ী গিয়ে হাজির! তারা গিয়ে কনের বাপ্‌কে বল্লে যে মেয়েটাকে একেবারে জলে ফেলে দেওয়া হ'চ্ছে। বর ত একজন আস্ত পাগল। সে কথা শুনে কনের মা বাপ দুজনেই এমনি রেগে গেলেন যে তখনই তাঁদের বিয়ে ভেঙ্গে দিতে ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু কি করেন, সমস্ত ঠিকঠাক, বর এসে পড়্‌লো বলে। এখন কি করেই বা বন্ধ করা যায়?

ছেলে দুটো যখন দেখ্‌লো যে তাদের এ চাল্‌টা ফস্কে গেল তখন তারা তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে পথে কৌশল করে হায়বন্দকে মিঠাইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে এমনি একটা ঔষধ খাইয়ে দিল সে তা খেয়ে কেমন এক জড়ভরত হয়ে গেল। আর তারপরই সেই দুষ্টু ছেলে দুটো ছুটে সওদাগরের বাড়ী ফিরে গিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লে যে, যে মেয়ের সঙ্গে সওদাগরপুত্রের বিয়ে ঠিক হয়েছে সে একটা রাক্ষসী। একথা তারা অনেক কষ্টে জান্‌তে পেরেছে। তার পেটে যে কত মানুষ গিয়েছে তার ঠিক ঠিকানা নাই। সে কথা শুনে সওদাগর তৎক্ষণাৎ বিয়ে বন্ধ করে দিবেন ভাব্‌লেন। কিন্তু কি করেন, আর যে সময় নাই।

বরযাত্রীর দল কনের বাড়ী পৌঁছাতেই সকলে হায়বন্দের উপর বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে লাগলো। কনের মা বাপ তখন তার জড়ভরত ভাব দেখে সেই ছেলে দুটা যা বলেছে ঠিক তাই মনে

করে বিয়ে একেবারে বন্ধ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু সেই বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মভীরু কনে জোড়াখোতন এর ভিতরে নিশ্চই কিছু কারচুপি আছে ভেবে জোর করে তার মা বাপের মত করাল। জোড়াখোতনের ঠিক মনে হ'ল যে হায়বন্দের বাপ এমন ভাল সাধু লোক হয়ে কখনই ঠকাতে পারেন না। তখন রীতিমত বিয়ে হয়ে গেল। পরদিন যখন হায়বন্দের সেই নেশার ভাব কেটে গেল তখন তার স্ত্রীকে খুব আদর করতে লাগ্‌লো।

কয়দিন পরই কনে নিয়ে বরের দেশে ফিরে যাবার সময় হ'ল। অনেকটা দূরের পথ যেতে হবে বলে মাঝখানে একটা গ্রামের এক বাড়ীতে তারা রাত্রি বাসকরে যাবে বলে ঠিক কর্‌লো। তারপর পথে যখন হায়বন্দ ও জোড়াখোতন রাত্রিতে শু'তে গিয়েছে তখন হঠাৎ জোড়াখোতনের মনে হ'ল যে সে ত তার শাশুড়ীকে দিবার মত কোনও কিছু গয়না আনেনি, এখন উপায়? খালি হাতে শ্বশুরবাড়ী গেলে লোকেই বা বলবে কি? তখন তার মনে বড়ই কষ্ট হ'তে লাগলো। তারপর ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে গেল।

ঘুমের ঘোরে জোড়াখোতন স্বপ্নে দেখ্‌লো যে একজন লোক এসে তাকে বল্‌ছে—"ওগো, সতী সাধ্বী মেয়ে, তোমার কোনও ভাবনা নেই। ঐ গাঙ্গ দিয়ে একটা মড়া ভেসে যাচ্ছে, তার হাতে সোণার বালা পরা আছে দেখ্‌তে পাবে। কাছে গিয়ে তাকে ডাক্‌লেই সে তোমার কাছে আস্‌বে। তখন তুমি তার হাত থেকে বালা দুগাছা খুলে নিয়ে তোমার শাশুড়ীর জন্য নিয়ে যেও"। এই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে জোড়াখোতনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে তৎক্ষণাৎ বিছানা থেকে উঠে নদীর ধারে গেল। সেখানে গিয়েই নদীর জলে একটা মড়া ভেসে আস্‌ছে দেখ্‌তে পেল। তখন সে তাকে হাত ছানি দিয়ে ডাক্‌বামাত্র

মড়াটা তার কাছে এল। তখন তার হাতের সেই বালা ছুগাছা খুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি সে ঘরে ফিরে এল।

একথা সেই ছুটো দুষ্টু ছেলে ছাড়া আর কেউ জান্‌তেও পারে নাই, দেখতেও পায় নাই। তারা কেবলই নানান ছুতায় ঘুরে ফির্‌ছিল। এ ঘটনা দেখ্‌তে পেয়েই তারা তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সওদাগরকে বল্লে যে তারা তার পুত্রবধুর মানুষ খাওয়া স্বচক্ষে দেখেছে। জোড়া-খোতনকে নিশুতি রাতে মড়ার কাছ থেকে ফিরে যেতে দেখেছে শুনে সওদাগর মনের কষ্টে হাউ হাউ করে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। পরদিন ভোর বেলায় সে কথা হায়বন্দকে বলা হ'ল কিন্তু সে কিছুতেই তা বিশ্বাস কর্‌লো না। পরে সঙ্গের দাইকে জিজ্ঞাসা করায় সে বল্লে যে দুপুর রাতে একবার ঘরের বাইরে গিয়েছিলেন বটে কিন্তু কোথায় আর কেন যে গিয়েছিলেন সে তার কিছুই জানে না। একথা শুনে হায়বন্দ অবাক হয়ে গেল। তখন সেই ছেলে ছুটোর কথাই তাকে মান্‌তে হ'ল।

বরকনে যখন ঘরে ফিরে এল তখন কোথায় আমোদ আহ্লাদে বাড়ী তোলপাড় হবে, তা না হয়ে সকলের মুখ ভার হয়ে রইল। তখন বাড়ীতে কেমন একটা শোকের ছায়া পড়্‌লো। জোড়াখোতনকে অপর একটা ঘরে যায়গা দেওয়া হ'ল। সে ঘরে তার বাপের বাড়ীর দাই ছাড়া আর কেউ ঢোকেনা। এম্‌নি করে দিনের পর দিন কাট্‌তে লাগ্‌লো। সেই ছেলে ছুটো তখন হায়বন্দের সাথের সঙ্গী হয়ে রইল। রাক্ষসীর হাত থেকে উদ্ধার করেছে বলে হায়বন্দ বরং এখন সেই ছেলে ছুটোকেই বন্ধু বলে মনে করে। যে ঘরে তার স্ত্রী থাকে হায়বন্দ সেদিকেও মাড়ায় না। তখন বন্দী দশায় কত মনের কষ্টেই না জোড়াখোতনের দিন কাট্‌তে লাগ্‌লো।

কিছুদিন যায়, একদিন সওদাগর হায়বন্দকে ডেকে বল্লেন যে ছেলে ছুটি ত এখন বড় হয়েছে, তাদের নিয়ে সে একবার বিদেশে বাণিজ্য করতে যায় এই তার বাপের ইচ্ছা। হায়বন্দ আজ কাল তার স্ত্রীর জন্য মনে মনে দুঃখ করে জান্‌তে পেরে সওদাগর তাকে দূরে পাঠাবার মতলব করলেন। তখন সমস্ত ঠিক ঠাক করে একদিন তিন জনে মিলে বাণিজ্য করতে যাত্রা কর্‌লো। সারাদিন পথ চলে সন্ধ্যার সময় হঠাৎ হায়বন্দের মনে পড়্‌লো যে সে তার হিসাবের খাতাপত্র সব বাড়ীতে ফেলে এসেছে। সে তখন সেই সব খাতাপত্র আনবার জন্য বাড়ী ফিরে চল্‌লো। যাওয়ার সময় তার সঙ্গীদের বলে গেল যে সে পরদিনই এসে পথে তাদের ধর্‌বে।

এখন সেই খাতাপত্রগুলি সব ছিল জোড়াখোতনের ঘরে। সে ঘরে যে কি করে সে সব গেল কেউ তা ভেবে পায় না। বাড়ী ফিরে হায়বন্দ তাড়াতাড়ি সেগুলি আন্‌বার জন্য সেই ঘরের ভিতর ঢুক্‌লো। ঘরে ঢুকেই দেখে আঁধার ঘর আলো করে জোড়াখোতন ঘরের ভিতর বসে আছে। ভরা যৌবনে রূপ তার উছ্‌লে পড়্‌ছে। সে যে কি সুন্দর কি বলব? এত অযত্ন অবহেলাতেও সে মুখখানা এম্‌নি করুণা মাখা দেখ্‌লে যেন মনপ্রাণ কেড়ে নেয়! এতদিন পরে তার স্ত্রীকে দেখে হায়বন্দ ভাবে এম্‌নি বিভোর হ'য়ে গেল যে সে সকল ভুলে তাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর কর্‌তে লাগ্‌লো। সেদিন আর হায়বন্দের ফিরে যাওয়া হ'ল না। তখন একদিন দুই দিন করে একমাস কেটে গেল। তারপর হঠাৎ একদিন তার সঙ্গীদের কথা মনে পড়্‌ল। তখন তারা কি কর্‌ছে দেখ্‌বার জন্য লুকিয়ে দেখ্‌তে গেল।

হায়বন্দ ফিরে গিয়ে দেখে যে যেখানে তার সঙ্গীদের রেখে গিয়েছিল তারা সেখান থেকে এক পাও নড়েনি বা জিনিষপত্র বিক্রী

কর্‌বারও একটু চেষ্টা করেনি। কেবল মদ খেয়ে, জুয়াখেলে আর সব নানা বদখেয়ালে দিন কাটিয়েছে। তা দেখে হায়বন্দের খুব রাগ হ'ল। সে তখন তাদের সেই সকল অপকর্ম্মের জন্য তাদিগকে তিরস্কার করে একালাটাই বাণিজ্য কর্‌তে চলে গেল। সঙ্গীরা তখন হায়বন্দের উপর এমনি রেগে গেল যে তারা মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লো যে হায়বন্দের উপর যেমন করে হ'ক এর শোধ তুল্‌তেই হবে। তারা দুজনে তখন ফকীরের বেশ ধরে সওদাগরের বাড়ী গিয়ে হাজির হ'ল। সেখানে গিয়ে বল্লে—"এবাড়ীতে একজন মানুষ-বেশী রাক্ষসী আছে সে পোয়াতি হ'য়েছে। যদি তোমাদের ভাল চাও আর দেবতার শুভদৃষ্টি চাও তাহ'লে ওকে এখনি তাড়িয়ে দাও।

ফকীরের কথা শুনে সওদাগরের স্ত্রীর মনে মহা আতঙ্ক হ'ল। বাড়ীর ভিতর কোনও পোয়াতি মেয়ে মানুষ আছে কিনা তখন তিনি তার সন্ধান নিতে লাগ্‌লেন। কিন্তু ফকীরের কথামত তেমন কাউকে ত খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষকালে জোড়াখোতনের ঘরে গিয়ে খোঁজ নেওয়া হ'ল। যখন জান্‌তে পারাগেল যে সে পোয়াতি হ'য়েছে তখন আর যায় কোথা? সে যে একজন সতী-সাধ্বী-স্ত্রী—একটা রাক্ষসী নয়, এ কথা তাদের বার বার কত করে বুঝাতে চেষ্টা কর্‌লো কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লনা। তার কান্নাকাটি কাকুতি মিনতিতে কেউ কাণ দিলে না। সওদাগর তখন দেওয়ানের কাছে লোক পাঠিয়ে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ নিয়ে এলেন।

চারজন জল্লাদ এসে ড়াখোতনকে ধরে এক জঙ্গলের ভিতর নিয়ে গেল। সেখানে তার মাথা কেটে মুণ্ডুটা নিয়ে দেওয়ানের কাছে দিতে হবে এই তাদের উপর হুকুম হয়েছে। জঙ্গলের ভিতর নিয়ে যখন জল্লাদেরা জোড়াখোতনের মাথা কাট্‌তে যাবে এমন সময়

সে অনুনয় বিনয় করে তাদের বল্‌তে লাগ্‌লো যে মিছামিছি তারা যেন একজন নির্দ্দোষী স্ত্রীলোকের প্রাণ না নেয়। জহ্লাদেরা বল্লে যে তারা কারো দোষ আছে কি না আছে সে কথার কোনও খবর রাখে না। তাদের উপর যা হুকুম হয়েছে তারা কেবল তাই পালন কর্‌বে। এ কথায় নিরুপায় হয়ে জোড়াখোতন মাটিতে লুটিয়ে দেবতার কাছে কেবল এই বলে মাথা খুঁড়্‌তে লাগ্‌লো—"হে ঠাকুর, আমার একবিন্দুও দোষ নেই, তুমি জান। তুমি আমায় রক্ষা না কর্‌লে আর আমার কে আছে? দোহাই ঠাকুর! নিরপরাধিণীর প্রাণ নিওনা।"

এই সময়ে একজন জহ্লাদ এসে তার মাথার উপর যাই খাঁড়া তুলেছে অমনি সে একটা গাছ হয়ে গেল। তখন আর একজন গিয়ে যাই খাঁড়া তুল্‌তে গেল অমনি পিছনদিকে তার হাত আট্‌কে গেল। তারপর আবার একজন গিয়ে সেইরূপ কর্‌তেই সে অজ্ঞান হয়ে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। এই দেখে জহ্লাদেরা বুঝ্‌তে পার্‌লো যে বাস্তবিকই এ কাজে বিধাতা বিরূপ হয়েছেন। কাজেই তারা আর তাকে মার্‌বার কোন চেষ্টা না করে বল্লে—"ওগো মেয়েমানুষটী, দেবতার কৃপায় তুমি আজ বেঁচে গেলে। আর তোমায় আমরা মার্‌ব না। এখন আমরা দেওয়ানের কাছে কি নিয়ে যাই? একটা মুণ্ডু না নিয়ে গেলেই ত আমাদের প্রাণ যাবে।"

তখন জোড়াখোতন বল্লে—"বাছা তোমাদের কোনও ভয় নেই। আমি একটী মুণ্ডু গড়ে তোমাদের হাতে দিচ্ছি।" এই বলে জোড়াখোতন খানিকটা মাটি নিয়ে ঠিক তার নিজের মুখের মত একটী মূর্ত্তী গড়ে তাকে রক্ত মাংসে পরিণত করবার জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা কর্‌তে লাগ্‌লো। সে মাটীর গড়া মুণ্ডু তখন রক্তমাংসের

মুণ্ডু হয়ে গেল। আর তা দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে রক্তও পড়্‌তে লাগ্‌লো। জহ্লাদরা তখন হাসতে হাসতে সেইমুণ্ডুটা নিয়ে ফিরে গেল। সেই টাট্‌কা কাটা মুণ্ডু দেখ্‌তে পেয়ে সওদাগরের মনে বড়ই আনন্দ হ'ল। এতদিন পরে রাক্ষসীর হাত থেকে বাঁচা গেল এই ভেবে সওদাগর সেই মুণ্ডুটা বাগানের একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখ্‌লেন।

জহ্লাদরা চলে গেলে জোড়াখোতন সেই বনের ভিতর রয়ে গেল। দিনের বেলায় বনের ফলমূল খেয়ে কাটায় আর রাত হ'লে গাছে উঠে ঘুমায়। একদিন তার মনে হ'ল যে যেমন করে হোক হায়বন্দকে খুঁজে বের কর্‌তেই হবে। এই ভেবে জোড়াখোতন সে বন ছেড়ে চলে গেল। একটা জহ্লাদ যে গাছ হয়ে গিয়েছিল যাওয়ার সময় সেই গাছটাকে বলে গেল যে হায়বন্দ এখানে এলে তাকে যেন বলে যে জোড়াখোতন এখনও বেঁচে আছে আর সে তারই সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই বলে জোড়াখোতন সে বন পার হয়ে পরে এক রাজার রাজ্য ছেড়ে আর এক রাজার রাজ্যে এসে পড়্‌লো। সেখানে এসে এক গরিব বিধবা বুড়ীর বাড়ীতে যায়গা নিল। দিনের বেলায় সে কাঠ কুড়িয়ে এনে তাই বিক্রী করে দিন চালায় আর রাত্রি বেলায় বুড়ীর কুঁড়ে ঘরটীতে শুয়ে থাকে। এমনি করে তখন তার দিন কাট্‌তে লাগ্‌লো। ক্রমে যখন দশমাস পূর্ণ হ'ল তখন সে দিব্য একটী সুন্দর ছেলে প্রসব কর্‌লো।

এখন ঠিক এই সময়ে সে দেশের রাণীও প্রসব হ'লেন। রাণীর একে একে সাতটী মেয়ে হয়েছে। এবারে ছেলে না হ'লে রাণীর প্রাণ যাবে, এই রাজার হুকুম। রাণীর কিন্তু সেবারেও হ'ল একটী মেয়ে। তাই দেখে সকলে মহাভাবনায় পড়্‌লো। তখন দাই ও রাণীর সখী আর দাসীরা সব মিলে যুক্তি কর্‌লো যে সেদিন যার ছেলে

হয়েছে এমনি এক ছেলের সঙ্গে চুপি চুপি এই মেয়ের বদল কর্‌তে হবে। তখন চারিদিকে লোক ছুটে গেল। খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে সে লোক বুড়ীর ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ঘরের ভিতর ছোট ছেলের কান্নার শব্দ শুনতে পেল। সে তখন তাড়াতাড়ি বুড়ীর ঘরে গিয়ে দিব্য একটী ছেলে দেখ্‌তে পেল। জোড়াখোতন তখন ঘরের বাইরে গিয়েছে, বুড়ী ছেলেটীকে কোলে নিয়ে ব'সে আছে। তাই দেখে সুযোগ বুঝে বুড়ীকে টাকার লোভ দেখিয়ে ছেলেটিকে তুলে নিয়ে এল। বুড়ী তখন একটা নোড়া নিয়ে কাঁথা চাপা দিয়ে রাখ্‌লো।

তারপর জোড়াখোতন ঘরের ভিতর ফিরে আস্‌বামাত্র বুড়ী বল্লে—"ওগো, এমনি আমার পোড়া কপাল! একজন পরী এইমাত্র এখানে এসেছিল। সে এসেই তোমার ছেলেটীকে একটী নোড়া করে রেখে গেল। এম্‌নি করে আমার কত ছেলেকে যে নোড়া করে রেখে গেছে সে কি আর বল্‌ব? সে পরীটা বছরে একবার করে এখানে আসে। আমি তোমাকে একথা বল্‌তে একেবারেই ভুলে গিয়ে ছিলুম। হায়, আমার পোড়া কপাল"। এই ব'লে বুড়ী চোখটিপে দু'ফোঁটা চোখের জলও বের কর্‌লো। আর বেচারা জোড়াখোতন! তার যে তখন কি অবস্থা হ'ল সে কথা আর বল্‌বার নয়। ঘর বাড়ী সব গেল, স্বামী গেল, অন্ধের নড়ি ভবিষ্যতের একমাত্র ভরসা সোণার চাঁদ ছেলেটী হ'ল তাও গেল! হায়, হায়, কোন সুখে কার আশায় আর এ জীবন রাখা? হায়, এসংসার কি নিষ্ঠুর! কি নির্ম্মম! আর ত সহ্য হয়না! কিন্তু বিধিলিপি এমনি যে তাকে বেঁচে থেকে দিনের পর দিন কাঠ কুড়িয়ে, ফলমূল খেয়ে কাটাতে হ'ল, আর সন্ধ্যা হ'লে রোজ সেই ডাইনী বুড়ীর শ্মশানসম কুঁড়ের ভিতর আশ্রয় নিতে হ'ল।

এদিকে রাজার ঘরে গিয়ে জোড়াখোতনের ছেলে দিন দিন শশি-

কলার মত বাড়্তে লাগ্লো। কয়েক বছরের মধ্যেই রাজপুত্র বড় সড় হ'য়ে উঠ্লো। এখন প্রায়ই ঘোড়ায় চড়ে সে বেড়াতে বের হয়। একদিন বুড়ীর বাড়ীর পাশ দিয়ে আস্‌বার সময় জোড়াখোতনকে দেখ্তে পেয়ে তাকে রাজপুত্রের বড়ই ভাল লাগ্লো। গরিবের ঘরে এমন সুন্দরী মেয়ে কি করে এল তখন তার মনে কেবল এই কথা উঠ্তে লাগ্লো। রাজপুত্র তখন সে কথা গিয়ে রাজাকে বল্লে। রাজা সে কথা শুনে মন্ত্রীকে দিয়ে খবর নিলেন। তারপর নিজেও বেড়াবার ছলে একদিন তাকে দেখ্তে গেলেন। দেখেই সেই মেয়ের মুখের সঙ্গে রাজপুত্রের মুখের অনেকটা ভাব আসে দেখে রাজা অবাক হয়ে গেলেন। তখন রাজা জোড়াখোতনকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করে লোক পাঠালেন। প্রথমে জোড়াখোতন কিছুতেই রাজী হয় নাই। তারপর যখন ক্রমাগত প্রলোভন ও শেষকালে উৎপীড়ন আরম্ভ হ'ল তখন জোড়াখোতন রাজাকে বলে পাঠালো যে ছয় মাসের মধ্যে যদি তার স্বামীর কোনও উদ্দেশ না পাওয়া যায় তাহ'লে ছয়মাস পর রাজা তাকে বিয়ে কর্তে পার্বেন। রাজা এ প্রস্তাবে সম্মত হ'লেন। জোড়াখোতন তখন কেবল রাতদিন এই বলে দেবতার কাছে মাথা খুড়্তে লাগ্লেন—"হে ঠাকুর, আমি যদি যথার্থ সতী হই তবে যেন নিজের স্বামীকে ফিরে পাই।"

হায়বন্দ সেই যে বাণিজ্য কর্‌তে বের হয়েছে, কত বৎসর কেটে গেল এত দিন সে বাড়ী ফিরে নাই। এবারে না না দেশ বিদেশে বাণিজ্য করে কত ধন দৌলত নিয়ে ঘরে ফির্‌লো। বাড়ী ফিরবার সময় কত আশা করে এসেছে যে এত দিনে নিশ্চয়ই তার মা বাপ জোড়াখোতনকে নিরপরাধ জেনে আদর করে ঘরে নিয়েছেন। কিন্তু হায়! বাড়ীতে এসে যখন সব শুন্‌লো তখন যে তার কি কষ্ট হল তা

হাত থেকে নামলেখা একটা আংটী খুলে সেটা বুড়ির হাতে দিলেন।

১৪৫ পৃষ্ঠা।

Bijoya Press, Calcutta.

কি আর বলে শেষ করা যায়? যে পথে জল্লাদেরা জোড়াখোতনকে বধ করতে নিয়ে গিয়েছিল সে তখন পাগলের মত সেই পথ ধরে চলতে লাগলো। হায়বন্দকে তার খবর দিতে জোড়াখোতন সেই জঙ্গলের ভিতর যে গাছটাকে বলে এসেছিল সে তখন একবারে সেই গাছের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সে গাছ তখন হায়বন্দকে দেখে সব খবর বল্লে। জোড়াখোতন বেঁচে আছে শুনে যেন তার মৃত দেহে প্রাণ এল, গায়ে শত হাতীর বল পেল। গাছের কথামত সে যে দেশে জোড়াখোতন আছে সেই দেশের দিকে ছুটে চল্‌লো।

যেতে যেতে এক যায়গায় গিয়ে দেখে যে একখানা কুঁড়ে ঘর। সেই ঘরের সাম্‌নে ভারে ভারে সব তত্ত্ব নিয়ে আস্‌ছে দেখে হায়বন্দ জিজ্ঞাসা করলে—"তোমরা সব কোথায় যাচ্ছ গা? এত সব জিনিষ-পত্র কার জন্য আস্‌ছে?" সেকথা শুনে তারা বল্লে—"এই বুড়ির বাড়ীতে বিদেশ থেকে একটী মেয়ে এসেছে, নাম তার জোড়াখোতন। রাজার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। বুড়ীর ঘরে কিছু নেই, তাই রাজা সেই মেয়ের জন্য সব জিনিষপত্র পাঠিয়েছেন।" এই কথা শুনেই বুড়ার কাছে গিয়ে হায়বন্দ তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে নাম লেখা একটা আংটী খুলে সেটা বুড়ির হাতে দিয়ে বল্লে—"ওগো বাছা, এই আংটীটি নিয়ে জোড়াখোতানকে দেখাও আর সে কি বলে আমায় একটীবার এসে বলে যাও। আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি"। এই বলে বুড়ির হাতে একটী আসরাফি দিয়ে বল্লে—"এটা দিয়ে তুমি কিছু খাবার কিনে খেও।" বুড়ী চক্ চকে মোহরটী হাতে পেয়ে হায়বন্দকে একটী লম্বা সেলাম ঠুকে ছুটে ঘরের ভিতর গেল।

জোড়াখোতন তখন সে আংটী দেখ্‌বামাত্র চিনতে পার্‌লো যে এ

হায়বন্দের আংটী। তখন আশায় নিরাশায় তার বুক ধড়াস ধড়াস কর্‌তে লাগ্‌লো। মুখে তখন আর তার কথা সর্‌ছে না। বুড়ী কিছু বুঝ্‌তে না পেরে বল্লে—"হ্যাঁ গা, সে লোকটীকে কি বল্‌তে হবে বলনা? সে যে পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে?" বুড়ীর কথায় জোড়া-খোতনের চমক ভাঙ্গ্‌লো। সে তখন তাড়াতাড়ি ঘরের বার হয়েই দেখে যে হায়বন্দ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। যাই দেখা আর অম্‌নি পাগলের মত ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধর্‌লো। আজ নিজের স্বামীকে ফিরে পেয়ে সতী স্ত্রীর যে কি আনন্দ তা জোড়াখোতনের মুখ দেখ্‌লেই বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়।

রাজার কাছে তখন খবর গেল যে এতদিন পরে জোড়াখোতনের নিজের স্বামী ফিরে এসেছে। সে কথা শুনে রাজার সুখের স্বপন ভেঙ্গেগেল, তাঁর বড় সাধে বালি পড়্‌লো। কিন্তু কি করেন, মনের বেদনা মনেই চেপে রাখতে হ'ল। রাজপুত্রের কিন্তু সে কথায় বিশ্বাস হ'লনা। ব্যাপারখানা কি দেখ্‌বার জন্য তিনি তখন নিজে বুড়ীর বাড়ী গিয়ে হাজির! কি আশ্চর্য্য! সকলে দেখে অবাক যে রাজপুত্রের চেহারার সঙ্গে জোড়াখোতন ও হায়বন্দ এ দুজনেরই অবয়বের কেমন একটা মিল দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে।

তখন ক্রমে সকল কথা বের হয়ে পড়্‌লো। রাণী ও সেই বুড়ী এ দুজনকেই ছেলে বদলের কথা একবাক্যে স্বীকার কর্‌তে হ'ল। যে দাসী বুড়ীর কাছ থেকে ছেলে নিয়ে এসেছিল সেও তখন সকল কথা স্বীকার কর্‌লো। সে সকল কথা শুনে রাজার এম্‌নি রাগ হ'ল যে তৎক্ষণাৎ রাণীকে বনবাসে দিলেন আর সেই বুড়ীর প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিলেন। তারপর হায়বন্দ জোড়াখোতন ও ছেলেকে নিয়ে দেশে ফিরে গেল।

এক পয়সায় পাঁচ রকম।

সওদাগরের ধন দৌলতের সীমা নাই, লোক জনের অভাব নাই। কিন্তু ছেলেটী একটী হস্তা মুর্খ, নীরেট বোকা। তার না আছে একটু আক্কেল সরম, না আছে একটু যত্ন চেষ্টা। সওদাগর কত পণ্ডিত, কত মাষ্টার রেখে দিলেন, দিনরাত কত করে বুঝাতে চেষ্টা কর্‌লেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লনা। সে সব তার এক কাণ দিয়ে ঢোকে আর এক কাণ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সওদাগর দেখে শুনে হাল ছাড়্‌লেন, ছেলের সব আশা ভরসা ছেড়ে দিলেন। এখন তার নাম শুন্‌লেই হয়ত চটেন। কিন্তু হাজার হলেও মায়ের প্রাণ—সওদাগরের স্ত্রী এখনও আশা করেন তাঁর ছেলে নিশ্চয়ই ভাল হবে। তার কোনও অন্যায় কাজের কথা হলেই বলেন—"ও ছেলে মানুষ, বড় হ'লে সব সেরে যাবে।"

মা ষষ্ঠীর কৃপায় ছেলে দিন দিন বাড়্‌তে লাগ্‌লো। সওদাগরের স্ত্রী একদিন সওদাগরকে বল্লেন—"ওগো, ছেলের এখন বয়স হয়েছে, ওকে বিয়ে থাওয়া দাও, ঘরে একটী টুক টুকে বউ আসুক, দেখে চোখ জুড়োই"। সওদাগর শুনে বল্লেন—"যে না তোমার ছেলে! অমন লক্ষীছাড়া নীরেট মূর্খকে কে মেয়ে দিবে? অমন বোকচন্দ্রকেও কি আবার একটা বিয়ে দিতে হবে? আমি কোন্ মুখে একথা লোকের

কাছে বল্‌ব? সে আমাকে দিয়ে কিছুতেই হবেনা"। সে কথায় সওদাগরের স্ত্রী বল্লেন—"ওমা, সেকি কথা গা? ছেলে কি চিরকাল আইবুড়ো থাক্‌বে? সকলের ছেলেই কি সমান বুদ্ধিমান হয় গা? আমার বাছার এম্‌নি কি বয়স হয়েছে যে বুঝে সুজে সব কাজ কর্‌তে পার্‌বে? আর ওর যে একেবারে বুদ্ধি শুদ্ধি নেই তাও ত নয়। অনেক সময় ও বেশ বুদ্ধিমানের মত কাজ করে, তুমিত সব খবর রাখনা?" সওদাগর তখন বল্লেন—"তোমার ওসব ঘ্যান্‌ ঘ্যানানী রেখে দাও। তোমার কাছে ও কথা অনেকবার শুনেছি, কিন্তু আমি কাজে তার কিছুই দেখিনে। তোমার ওসব কথার কাণা কড়া মূল্য নেই। মা কি আর নিজের ছেলের দোষ দেখতে পায়? যাক্‌, আমি এবারে তাকে একবার শেষ পরীক্ষা করে দেখ্‌ছি। তাকে এখনি ডেকে পাঠাও আর তার হাতে তিনটী পয়সা দিয়ে বাজারে যেতে বল। এই তিন পয়সার একটা দিয়ে যেন তার নিজের জন্য কিছু কিনে, আর একটা যেন নদীতে ফেলে দেয়, আর বাকি যেটা থাক্‌বে তা দিয়ে 'খাউন, চুন, তা ব্রাকুন, তা ওয়ারী ওয়ায়ুন, তা গৌ খাউত খোরাক * (অর্থাৎ যার কিছু খাওয়া যায়, কিছু পানকরা যায়. কিছু চিবান যায়, কিছু বাগানে বোনা যায় আর কিছু গরুর খোরাক হয়) এই পাঁচ রকম জিনিষ কিন্‌বে।"

সওদাগরের স্ত্রী তখন ছেলেকে ডেকে এনে তার হাতে তিনটী পয়সা দিয়ে সওদাগর যা যা বলেছিলেন সব বলে দিলেন। ছেলে বাজারে গিয়ে এক পয়সার মিঠাই কিনে খেল। তারপর নদীর ধারে গিয়ে পয়সাটা ছুঁড়ে ফেল্‌বে এমন সময়ে হঠাৎ বলে উঠলো—"আমি

* কাশ্মীরী ধাঁধাঁ—'হৈদাওয়েদ' অর্থাৎ তরমুজ।

কি বোকা ? পয়সাটা ফেলে দিয়ে লাভ কি ? এ পয়সাটা জলে ফেলে দিলেত আমার আর একটা মাত্র পয়সা থাক্‌বে। তা দিয়ে মা যে বলে দিলেন, খাওয়া পিয়ার জিনিষ ও আরো কত কি কিন্‌তে হবে তাহ'লে তা কি করে হবে ? অথচ পয়সাটা যদি জলে ফেলে না দিই তা'হলে তার কথার অমান্য করা হয়।"

নদীর ধারে একলা একলা দাঁড়িয়ে বিড়্ বিড়্ করে বক্‌ছে এমন সময় সে দিক দিয়ে যাচ্ছিল এক কামারের মেয়ে। সওদাগরপুত্রকে ওরূপ বক্‌তে দেখে সেই মেয়ে তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা কল্লে—"কিগা, তুমি কি বল্‌ছ ?" সওদাগরপুত্র তখন তার মা যা যা কর্‌তে বলেছেন সে সব সেই মেয়েকে বল্লে। সেই সঙ্গে একথাও বল্লে যে সে যে এখন কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পাচ্ছেনা।

তখন সেই মেয়ে বল্লে—"কি করতে হবে আমি তোমায় বলে দিচ্ছি। তুমি বাজারে গিয়ে এক পয়সা দিয়ে একটা তরমুজ কিনে নিয়ে এস। আর একটা পয়সা নদীতে ফেলে না দিয়ে নিজের কাছে রেখে দাও। যে পাঁচটা জিনিষ তোমায় কিন্‌তে বলেছে সে সবই তরমুজের ভিতর আছে। যাও, একটা তরমুজ নিয়ে এসে তোমার মাকে দাও। তখন সওদাগরপুত্র তাই কর্‌লে।

সওদাগরপুত্র তখন তরমুজটা তার মার হাতে এনে দিয়ে বল্লে—"এই নাও মা, এক পয়সায় পাঁচরকম এনেছি।" তখন সওদাগরের স্ত্রী ভাব্‌লেন যে তার ছেলে বাস্তবিকই কেমন বুদ্ধিমান। তাঁর মনে তখন বড়ই আহ্লাদ হ'ল। তিনি তখন ছুটে গিয়ে সেই তরমুজটা সওদাগরকে দেখিয়ে বল্লেন—"ওগো, এই দেখ আমাদের ছেলের বুদ্ধি আছে কিনা।" সওদাগর তা দেখে খুবই আশ্চর্য্য হ'লেন। তারপর তার স্ত্রীকে বল্লেন—"তোমার ছেলের ঘটে যে এত বুদ্ধি আছে এ আমার

কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয়ই অপর কেউ ওকে বলে দিয়েছে।" এই বলে ছেলের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—"হ্যাঁরে, তোকে তরমুজ কিন্‌তে কে বলে দিলে?"

ছেলে বল্লে—"এক কামারের মেয়ে।" সওদাগর তখন তার স্ত্রীকে বল্লেন—"দেখলে? আমি আগেই বলেছি ওর মত বোকার অতটুকু বুদ্ধি গজাবে এ কিছুতেই হ'তে পারেনা। যাক, ওকে বিয়ে দিতে চাচ্ছ, দাও। তবে আমি এই বল্‌ছি যে তোমার যদি মত হয় আর ও ইচ্ছা করে তা'হলে এই কামারের মেয়ের সঙ্গেই ওর বিয়ে হ'ক। এই মেয়েকে খুব চালাক চতুর বলে মনে হচ্ছে আর তা ছাড়া তোমার ছেলের উপর মেয়ের বেশ টান দেখা যাচ্ছে।" এ কথায় সওদাগরের স্ত্রী বল্লেন—হাঁ, হাঁ, বেশ বলেছ। সেই সব চেয়ে ভাল হবে।"

কয়েকদিন পরই যে কামার-কন্যা সওদাগর পুত্রকে বুদ্ধি দিয়েছিল সওদাগর সেই কামারের বাড়ী গিয়ে হাজির হ'লেন। বাড়ীতে পা দিতেই কামার-কন্যাকে সামনে দেখতে পেলেন। তাকে দেখেই জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"বাছা, বাড়ীতে কে আছে?"

মেয়ে—"আমি এক্‌লাই আছি।"

সওদাগর—"তোমার মা বাপ কোথা?"

মেয়ে—"বাবা এক কড়ার চুণি কিন্‌তে গিয়েছে, আর মা কথা বেচ্‌তে গিয়েছে।" সওদাগর মেয়ের কথা ভাল বুঝ্‌তে না পেরে আবার জিজ্ঞাসা কল্লেন—"তোমার বাবা, মা, কোথায় গিয়েছে বল্লে? আমি তোমার হেঁয়ালি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।"

তখন মেয়ে বল্লে—"বাবা এক কড়ার চুণি কিনে আন্‌তে গিয়েছে মানে প্রদীপের জন্য এক কড়ার তেল আন্‌তে গিয়েছে। মা কথা

মেয়ে এসে তার কাছে জিজ্ঞাসা কল্লে —"কিগা, তুমি কি বল্‌ছ ?"

১৪৯ পৃষ্ঠা।

Bijoya Press, Calcutta.

বেচ্‌তে গেছে মানে একজনের বিয়ের কথাবার্ত্তা ঠিক কর্‌তে গিয়েছে।"

মেয়ের বুদ্ধি দেখে সওদাগর অবাক হ'য়ে গেলেন। তখন মনে মনে তার খুব প্রশংসা কর্‌তে লাগ্‌লেন। খানিক পরই কামার ও কামারণী বাড়ী ফিরে এল। তারা ত তাদের কুঁড়ে ঘরে সেই ধনী সওদাগরকে দেখে অবাক হ'য়ে গেল। তখন তাকে লম্বা সেলাম ঠুকে বল্লে—"গরিবের বাড়ী মশায়ের পায়ের ধূলো পড়েছে কেন?" সওদাগর যখন বল্লেন যে তার ছেলের সঙ্গে তাদের মেয়ের বিয়ে ঠিক কর্‌তে এসেছেন তখন তারা ত প্রথমে সে কথা বিশ্বাসই কর্‌তে পার্‌লোনা। তারপর অনেক করে বুঝিয়ে বলাতে যখন বুঝ্‌লো যে সওদাগর বাস্তবিকই তাদের মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে দিতে চান তখন তাদের আনন্দ দেখে কে? তারপর বিয়ের দিন স্থির করে সওদাগর বাড়ী ফিরে এলেন। সওদাগরের স্ত্রী যখন শুন্‌লেন যে সে মেয়েকে তার ছেলের সঙ্গে মা বাপ বিয়ে দিতে রাজী হয়েছে তখন তিনি বাড়ীতে খুব ঘটা লাগিয়ে দিলেন।

সওদাগরপুত্রের বিয়ের কথা বাতাসের আগে পাড়াময় ছুটে গেল। সে কথা শুনে সকলে বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লো—"বাবারে সওদাগরের কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা! ছেলেটাকে কিছুতেই বিয়ে করাবে না। শেষকালে কিনা একটা কামারের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক কর্‌লো"! কেউবা এত দূর গেল যে সওদাগরপুত্রকে কাণ ভাঙ্গানী দিতেও ছাড়্‌লোনা। তারা তাকে শিখিয়ে দিল যে তার বাপ যদি নিতান্তই কামারের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেয় তাহ'লে সে যেন তার স্ত্রীকে রোজ সাত ঘা জুতোর বাড়ি মারে। তারা মনে ভেবেছিল যে একথা কামারের কাণে গেলেই সে ভয় পেয়ে বিয়ে

ভেঙ্গে দেবে। তারা একথাও বল্লে যে কামারের পো যদি নিতান্তই নাছোড়বান্দা হয়ে মেয়ে দেয় তাহ'লে রোজ এম্‌নি করে স্ত্রীকে মার্‌লে সে স্বামীর বশে থাকবে। সেই বোকচন্দ্র ছেলে ভাব্‌লো —এ অতি ভাল বুদ্ধির কথাই বলেছে। সে তখন মনে মনে ঠিক কর্‌লো যে সে রোজ তার স্ত্রীকে একবার করে জুতোপেটা কর্‌বে।

একথা যখন কামারের কাণে গেল তখন সে তার মেয়েকে ডেকে বল্লে—"মা, অমন বিয়েতে কাজ নেই। জুতো খাওয়ার চাইতে আইবুড়ো থাক্‌বে তাও ভাল"। সে কথা শুনে মেয়ে বল্লে—"বাবা, তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন? কোনও দুষ্টুলোক ওকে অমন শিখিয়েছে। আমি গিয়ে সব ঠিক করে নিব এখন, তোমাকে সে জন্য মাথা ঘামাতে হ'বেনা। পুরুষ মানুষরা অমন অনেক কথাই বলে কিন্তু কাজের বেলায় ভেড়া ব'নে যায়। তুমি একটুও ভয় খেওনা, বাবা!"

তারপর শুভক্ষণে শুভলগ্নে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পরে বর-কণে শু'তে গিয়েছে। নিশুতি রাতে যখন সকলে ঘুমে অচেতন তখন বর চুপি চুপি উঠে পায়ের জুতো খুলে যাই কণেকে মার্‌তে গিয়েছে এমন সময় সে চোখ চেয়ে বল্লে—"ওগো, কর কি? বিয়ের রাত্রিতে কি অমন কর্‌তে আছে? ওতে যে কুলক্ষণ হয়। আজ কি ঝগড়াঝাটী কর্‌তে আছে? কাল যদি তোমার ইচ্ছা হয় বরং মেরো, আজকার দিনটা থেমে যাও।"

পরদিন রাত্রিতে সওদাগরপুত্র ঠিক আবার জুতো খুলে মার্‌তে গিয়েছে এমন সময় কণে বল্লে—"ওগো, বিয়ের প্রথম হপ্তায় স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া করা বড়ই কুলক্ষণের কথা। তোমায় বার বার করে বল্‌ছি, আজকের দিনটা মাপ কর। তুমি অতি বুদ্ধিমান, তোমাকে আর আমি বেশি কি বল্‌ব? সাতটা দিন অপেক্ষা করে আট দিনের

দিন তোমার যত খুসী মেরো"। সওদাগরপুত্র ভাব্‌লে—ঠিক কথাই ত বলেছে। তখন হাত থেকে জুতো ফেলে দিল। কাশ্মীরের দেশাচার মতে কনেকে সাত দিনের দিন বাপের বাড়ী চলে যেতে হয়। কামার কন্যার বিয়ের পর ছয় রাত্রি শ্বশুর বাড়ী থেকে সাত দিনের দিন সে বাপের বড়ী চলে গেল।

কিছুদিনযায়,একদিন সওদাগরের স্ত্রী ভাব্‌লেন ছেলের বিয়ে-থাওয়া হয়েছে, এবার ওকে সংসারধর্ম্ম শিখ্‌তে হবে। এই ভেবে একদিন সওদাগরকে বল্লেন—"ওগো, এখন ছেলেকে আর ঘরে বসিয়ে রাখা কি ঠিক? কাচ্চা, বাচ্চা হবে তাদের খাওয়া পরা দেখ্‌তে হবে। ওকে এখন কিছু টাকা কড়ি হাতে দিয়ে বাণিজ্য কর্‌তে পাঠিয়ে দাও"। শুনে সওদাগর বল্লেন—"তুমি কি ক্ষেপেছ? ওর হাতে টাকা দেওয়া আর জলে ফেলে দেওয়া একই কথা। হাতে টাকা পেলে ও দু'হাতে উড়োবে বৈ ত নয়"? সওদাগরের স্ত্রীও ছাড়্‌বার পাত্রী নন। তিনি কোমর ধ'রে বস্‌লেন ছেলেকে বাণিজ্য করতে পাঠাতেই হবে। হাতে টাকা না পেলে ও শিখ্‌বেই বা কি করে? সাঁতার শিখে তবে জলে নাম্‌বে এও কি কখনও হয়? হাতে টাকা হ'লেই টাকার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পার্‌বে। একবার দিয়েই দেখনা গা? হাতে টাকা পেয়ে যদি খোঁইয়ে বসে' তাহ'লে দুঃখ কষ্ট পেয়ে পরে যখন আবার টাকা হাতে হবে তখন তার মর্য্যাদা বুঝ্‌তে পার্‌বে। যে করে হ'ক, হাতে কলমে না শিখ্‌লে যে চিরকাল অকর্ম্মা হ'য়ে থাক্‌বে?"

সওদাগর আর কি করেন? রাতদিন স্ত্রীর ঘ্যান ঘ্যানানী আর কত সইবেন। শেষ কালে তাঁকে রাজী হ'তে হ'ল। তখন ছেলেকে ডেকে এনে তার কাছে কিছু টাকাকড়ি আর সঙ্গে সব জিনিষপত্র ও লোকজন দিয়ে তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিলেন। যাওয়ার সময়

বার বার সাবধান করে দিলেন—টাকা পয়সা যেন হিসাব করে খরচ করে।

সওদাগরপুত্র লোকজন সঙ্গে নিয়ে বিদেশে চলেছে, রাস্তায় যেতে যেতে এক যায়গায় দেখে একটা বাগান, তার চারিদিক খুব উচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। দেখে সওদাগরপুত্র সঙ্গের লোকজনকে জিজ্ঞাসা কল্লে—"ঐ পাঁচিলের ভিতর কি আছে?" এই বলে তাদের একজনকে ভিতরে গিয়ে দেখে আস্‌তে বল্লে। তারা দেখে এসে বল্লে যে একটা অতি সুন্দর বাগানের ভিতর খুব উচু প্রকাণ্ড একটা বাড়ী। সে কথা শুনে সওদাগরপুত্র নিজে তখন বাগানের ভিতর গেল। সেখানে গিয়ে সেই প্রকাণ্ড বাড়ী দেখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে এমন সময় দেখ্‌তে পেল যে জানালার পাশে একটী অতি সুন্দরী মেয়ে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সে সওদাগরপুত্রকে দেখ্‌তে পেয়েই হাত ছাউনি দিয়ে ডাকলো। সওদাগরপুত্র কাছে যেতেই তাকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। তারপর যখন সেই মেয়ে মানুষটী জানতে পারলো যে এ একজন সওদাগরপুত্র, সঙ্গে অনেক টাকাকড়ি নিয়ে এসেছে তখন রাত্রিতে তাকে নিয়ে সে পাশা খেল্‌বে এই ঠিক হ'ল।

মেয়ে মানুষটী ছিল অতি পাকা এক জুয়াড়ী। লোকের টাকা কড়ি ঠকিয়ে নিবার সে অনেক ফিকির জান্‌তো। তার মধ্যে একটী চাতুরী এই ছিল যে খেল্‌বার সময় তার পাশে একটা বিড়াল রাখ্‌তো। তাকে এম্‌নি শিখিয়েছিল যে সে ইঙ্গিত করবামাত্র বিড়ালটা আলোর এমন কাছ দিয়ে ঘেঁসে যেত যে তাতে আলোটা নিভে যেত। খেলায় যখন তার হার হব হব হ'য়েছে ঠিক এম্‌নি সময় সে বিড়ালটাকে ইসারা কর্‌তো। এই করে সে কত টাকাই না ঠকিয়ে নিয়েছিল। সওদাগরপুত্রের সঙ্গে খেল্‌তে গিয়েও সে তার

বিড়ালের চাতুরী খেললো। সওদাগরপুত্র বাজীতে একে একে সঙ্গের টাকা কড়ি জিনিষপত্র ও লোক জন যা কিছু ছিল সবই হেরে গেল। শেষকালে নিজেকে বাজি রেখে সেবারেও হেরে গেল। যখন তার আর কিছুই রইলনা তখন তাকে জেলে যেতে হ'ল। সেখানে তার কত কষ্টই হ'তে লাগ্‌লো। বেচারা তখন আর কি করে? রাত দিন কেবল ভগবানকে ডাক্‌তে লাগ্‌লো।

এমনি করে সওদাগরপুত্র জেলে পঁচ্‌তে লাগ্‌লো। একদিন সে জেলখানার একটা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় তার পাশ দিয়ে একটী লোককে যেতে দেখে সে কোথেকে আস্‌ছে তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলে। সওদাগরপুত্রের বাড়ী যে দেশে সে লোকটী সেই দেশের নাম করে বল্লে যে সে অমুক দেশ থেকে এসেছে। সে কথা শুনে সওদাগরপুত্র বল্লে—"ভালই হ'ল। ভাই, তুমি দয়া করে আমার একটা কাজ করবে? আমি এখানে যথাসর্ব্বস্ব হারিয়ে বন্দী দশায় আছি। যতক্ষণ ঋণ শোধ কর্‌তে না পারব ততক্ষণ আমার খালাস হ'বার কোনও উপায় নেই। আমি দুখানা চিঠি দিচ্ছি, একখানা আমার বাবাকে দিও আর একখানা আমার স্ত্রীকে দিও। তুমি যদি দয়াকরে এই কাজটুকু কর তাহ'লে চিরকালের মত তোমার নিকট ঋণী হ'য়ে থাকব।" লোকটী তখন রাজী হ'য়ে চিঠি দুখানা নিয়ে তার কাজে চলে গেল।

চিঠি দুখানার একখানা ছিল সওদাগরের নামে। তাতে সাওদাগর পুত্র তার বাপের কাছে সকল বিপদের কথা খুলে লিখেছে। আর একখানা ছিল তার স্ত্রীর নামে। তাতে লেখা ছিল যে সওদাগর পুত্র অনেক টাকা কড়ি নিয়ে দেশে ফিরে আস্‌ছে। আর দেশে এসেই তার স্ত্রীকে আগেকার কথামত জুতো পিট্‌বে। সে লোকটী

দেশে ফিরে গিয়ে সে চিঠি দু'খানা দিতে গেল। এখন, সে ছিল নিরক্ষর মূর্খ। লেখাপড়া কিছুই জান্‌তোনা। তাই সওদাগরপুত্রের বাপের চিঠি দিল তার স্ত্রীর কাছে আর তার স্ত্রীর চিঠি দিল সওদাগরের কাছে।

ছেলে এত টাকা কড়ি নিয়ে ঘরে ফিরছে—সওদাগর ত চিঠি পড়ে মহা খুসী। তবে চিঠি খানা বউয়ের নামেই বা লিখেছে কেন? আর বাড়ী ফিরে বউকে জুতো পেটা করবে বলে ভয়ই বা দেখিয়েছে কেন, এটা কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারলেন না। এদিকে সওদাগর পুত্রের স্ত্রী সে চিঠিতে তার স্বামীর বিপদের কথা জেনে মহাভাবনায় পড়লো। আর চিঠিখানা শ্বশুরের নামেই বা লিখেছে কেন বুঝতে না পেরে সে চিঠিখানা এনে শ্বশুরের হাতে দিল। তখন দুখানা চিঠিতে দুরকম লেখা দেখে তাদের বিষম সমস্যায় পড়তে হ'ল।

অনেক ভেবে চিন্তে সওদাগরের বউ নিজে গিয়ে তার স্বামীকে ছাড়িয়ে আন্‌বে ঠিক কর্‌লো। সওদাগরও সে কথায় রাজী হয়ে তার পথ খরচের জন্য সঙ্গে কিছু টাকা কড়ি দিয়ে দিলেন। সওদাগর পুত্রের স্ত্রী পুরুষের বেশ ধরে খুঁজে খুঁজে সেই উচু পাঁচিল ঘেরা বাগানের ভিতর গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সেখানে গিয়ে সে জুয়াড়ী মেয়ে মানুষটির কাছে নিজকে একধনী বণিকপুত্র বলে পরিচয় দিল। তখন সেই মেয়ে মানুষটী তাকেও পাশা খেলবার ফাঁদে ফেলবার জন্য সেই খেলার কথা পাড়লো। তারপর তাদের মধ্যে ঠিক হ'ল যে সেই রাত্রিতে খেলা আরম্ভ হবে।

এদিকে বণিকপুত্র সেই জুয়াড়ী মেয়ের চাকরাণীদের কাছে গিয়ে কি করে সে সকলকে হারিয়ে দেয় তার সন্ধান বলে দিতে বারবার বলতে লাগ্‌লো। প্রথমে তারা কিছুতেই কোন কথা বলতে রাজী

হ'ল না। তারপর যখন সেই বণিকপুত্র তাদের হাতে চকচকে আসরফি গুলি গুঁজে দিল তখন আর তারা সে লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লোনা। তারা তখন জুয়াড়ীর সকল চাতুরীর কথা একে একে বলে দিল। সে রাত্রিতেও বিড়ালের চাতুরী খেল্‌বে সে কথাটাও তারা বল্‌তে ভুল্‌লো না।

সন্ধ্যা হওয়া মাত্র বণিকপুত্ররূপী সওদাগরপুত্রের স্ত্রী তার আংরাখার ভিতরে করে একটী ইন্দুর নিয়ে এসে খেলা আরম্ভ কর্‌লো। খেলার প্রথম থেকেই বণিকপুত্রের জিৎ হ'তে লাগলো। তখন বেগতিক দেখে সেই জুয়ারী মেয়ে তার বিড়ালকে ইঙ্গিত কর্‌লো। বিড়াল প্রদীপের দিকে যাচ্ছে দেখে বণিকপুত্র তার ইন্দুরটাকে ছেড়ে দিল। তখন ছাড়া পেয়ে ইঁদুর ঘরময় ছুটোছুটি কর্‌তে লাগলো আর বিড়ালটাও তার পিছন পিছন তাড়া কর্‌তে লাগলো।

জুয়াড়ী মেয়ে খেলা থামিয়ে ইঁদুর-বিড়ালের লাফালাফি দেখ্‌ছে দেখে বণিকপুত্র বল্লে—"থাম্‌লে যে? বেড়াল ইঁদুরকে তাড়া করছে এর জন্য খেলা বন্ধ করে কি হবে"? জুয়ারী মেয়ে তখন অপ্রস্তুত হ'য়ে আবার খেল্‌তে লাগলো। তখন জুয়াড়ী মেয়ে একে একে যথা সর্ব্বস্ব হার্‌তে লাগ্‌লো। কয়েকবাজী খেলা হ'তেই সওদাগরপুত্রের স্ত্রী তার বোকা স্বামী যা যা হেরেছিল সে সব ত ফিরে পেলই তাছাড়া জুয়াড়ী মেয়ের সেই প্রকাণ্ড বাড়ী, লোকজন ও ক্রমে তাকে শুদ্ধ জিতে নিল।

তারপর সমস্ত ধন দৌলত বাক্সেপূরে বণিকপুত্ররূপী সওদাগর পুত্রের স্ত্রী কারাগারের কয়েদিদের সব খালাস দিতে হুকুম দিল। তখন অন্যান্য কয়েদীর সঙ্গে তার স্বামীও জেল থেকে বের হয়ে এল। সকলকে বিদায় দিয়ে তাকে তখন সে তার সর্দ্দার করে নিল।

তারপর সওদাগরপুত্রের জেলের চীরকুট পোষাক খুলে নিয়ে তাকে নূতন কাপড় চোপড় পর্‌তে দিল। আর জেলের পোষাকগুলি একটা বাক্সের ভিতর পূরে চাবি বন্ধ করে সে চাবি তার নিজের কাছে রেখে দিল। অপর সব জিনিষপত্র বড় বড় বাক্সে বন্ধ করে সে সকলের চাবি সর্দ্দারের জিম্মা করে দিল। তারপর সমস্ত ঠিক করে সেই জিনিষপত্র সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে গেল।

সওদাগরপুত্রের বাড়ীর কাছে এসে সেই বণিকপুত্র তাকে বল্লে —"সর্দ্দার, আমার একটা বিশেষ দরকারে আমি অন্য দিকে যাচ্ছি। তুমি সব জিনিষপত্র নিয়ে তোমার বাড়ী যাও। আমার জন্য ভেবোনা, আমি যদি তিন সপ্তাহের মধ্যে ফিরে না আসি তাহ'লে সব জিনিষপত্র তোমার হবে। আমি তোমায় বিশ্বাস করে আমার সব জিনিষপত্র ও লোকজন সব তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি।"

সওদাগরপুত্রের স্ত্রী তখন অন্য পথে তার বাপের বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লো। এদিকে সওদাগরপুত্র সব বাক্স ও লোকজন সঙ্গে করে তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল। তারপর তার বাপকে গিয়ে বল্লে যে এ সব ধনদৌলত লোকজন বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছে। তার বাপ্‌কে এ কথাও বল্লে যে এসব জিনিষপত্রের কথা যেন কাউকে বলা না হয়।

কয়েক দিন যেতে না যেতেই সওদাগরপুত্রের স্ত্রী তার শ্বশুর বাড়ী ফিরে গেল। তাকে দেখেই পূর্ব্বের কথামত সওদাগরপুত্র তাকে জুতো মার্‌তে গেল। তা দেখে তার মা বাপ বলে উঠ্‌লেন— "কি করিস, কি করিস? মেয়ে মানুষের গায়ে হাত! এ বাড়ীতে এসব ইতরাম কর্‌তে পার্‌বিনে। ভাগ্যে আমাদের এই লক্ষ্মী বউ ছিল তাই আজ তুই জেল থেকে উদ্ধার হয়ে এলি। আর তুই কিনা সেই বউকে জুতো মার্‌তে যাচ্ছিস?"

একথা শুনে ছেলে মনে মনে ভাব্‌লো—একি, এরা কি করে এসব কথা জান্‌লো? মুখে বল্লে—"কে আমায় উদ্ধার করেছে? মেয়ে মানুষকে আর অত বাহাদুরী কর্‌তে হবে না।" তখন তার স্ত্রী বল্লে—"বটে? তোমার সব বিদ্যে টের পেয়েছি, আর বেশী চালাকী কর্‌তে যেওনা"। এই বলে যে বাক্সে সওদাগরপুত্রের জেলের পোষাক রেখে দিয়েছিল সেই বাক্স খুল্‌তে বল্লো। তখন বাক্স খুল্‌বামাত্র যখন সব বের হয়ে পড়্‌লো তখন সওদাগরপুত্রের মুখখানা চুণ হয়ে গেল। কিছু বুঝ্‌তে না পেরে সে তার স্ত্রীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তার স্ত্রী তখন সব বুঝ্‌তে পেরে কি করে সে ধনী বণিকপুত্রের বেশ ধরে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে এনেছে সব তাকে খুলে বল্লো। সে সব কথা শুনে সওদাগরপুত্র তার স্ত্রীর বুদ্ধির খুব প্রশংসা কর্‌তে লাগ্‌লো আর সেই থেকে সে তার এমনি বশ হয়ে রইলো যে তার কথায় উঠে বসে, সকল কাজে স্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে চলে।

সম্পূর্ণ।